তাওহীদের ডাক

৪৯ তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০
Web : www.tawheederdak.com

- নবীর প্রতি ভালবাসার স্বরূপ
- ফ্রান্সে রাসূল (ছাঃ)-এর অবমাননা ও বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার
- আরবী ভাষা শিক্ষা : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর মূল্যায়ন
- হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফের কুরআনী খেদমত
- সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম প্রধান

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

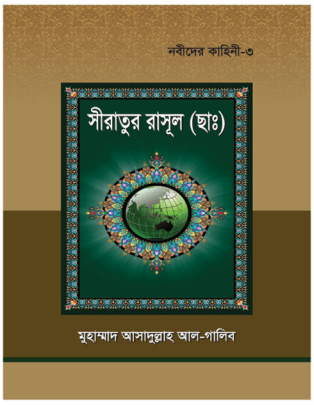

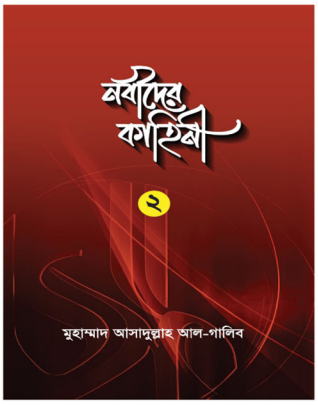

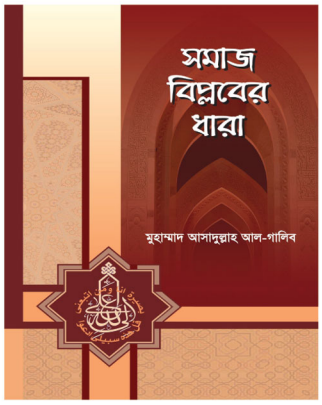

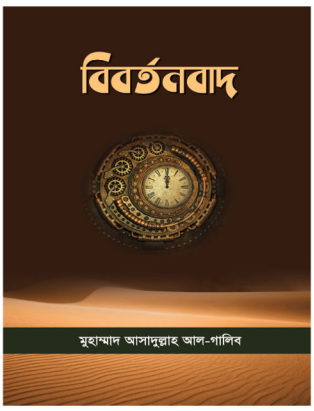

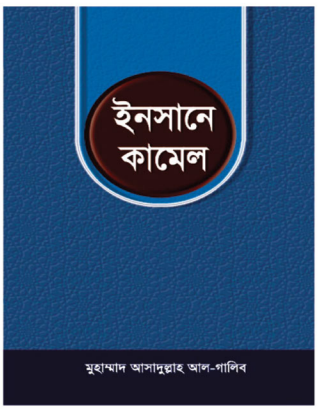

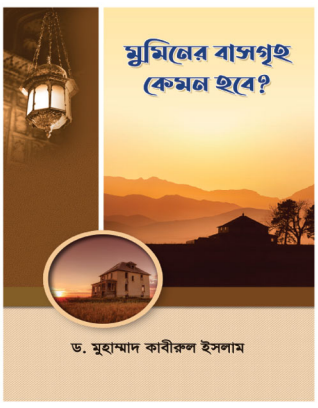

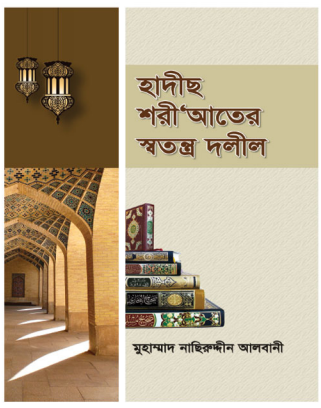

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৪৯ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুখতারুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
  অহংকার ৩
  তাবলীগ
- পরহেযগারিতা ৫
  মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
  তারবিয়াত
- হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (রহ.)-এর কুরআনী খেদমত ১০
  ড. মুখতারুল ইসলাম
  তাজদীদে মিল্লাত
- ইসমাঈলী শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ১৫
  ড. মুখতারুল ইসলাম
  সাময়িক প্রসঙ্গ
- ফ্রান্সে রাসূল (ছাঃ)-এর অবমাননা ও বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার ২০
  আব্দুর রঊফ
  মনীষীদের লেখনী থেকে
- আরবী শিক্ষা ২৩
  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী
  ধর্ম ও সমাজ
- নারীর তিনটি ভূমিকা (২য় কিস্তি) ৩০
  লিলবর আল-বারাদী
  চিন্তাধারা
- সেক্যুলারিজম : নিরপেক্ষ নাকি একটি স্বতন্ত্র পক্ষ? ৩৩
  আসীফ মাহমূদ
  সমকালীন মনীষী
- শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল-আছয়ূবী ৩৬
  আব্দুল হাকীম
  ভ্রমণস্মৃতি
- হাওর ও চীনামাটির স্বপ্নপুরীতে দুই দিন ৩৯
  আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক
  পরশ পাথর
- আমি ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি ৪৩
  ইতিহাস-ঐতিহ্য
- হাবাশার বাদশা নাজাশী ও জা'ফর ইবনু তালিবের মাঝে ঐতিহাসিক কথোপকথন ৪৫
  জীবনের বাঁকে বাঁকে
- আল্লাহ কি আমার উপর সন্তুষ্ট? ৪৭
- সংগঠন সংবাদ ৪৮
- সাধারণ জ্ঞান ৫৪
- সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম) ৫৫

সম্পাদকীয়

মসজিদে হামলা : ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার নিকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ

গত ১৮ই নভেম্বর'২০ ফরিদপুরের সালথা উপযেলার কামদিয়া গ্রামে অবস্থিত একটি আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের উপস্থিতিতে বর্বরভাবে ভেঙ্গে-চুরে তছনছ করা হয়। ভারতের বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের মত হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ নয়, বরং তারা ছিল উলামা পরিষদ ও তাওহীদী জনতার ব্যানারে কয়েকশ' কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও সাধারণ মুসলিম জনতা। সন্ত্রাসী কায়দায় লুট করে নেয়া হয় মাদ্রাসা ও মসজিদের যাবতীয় আসবাব-পত্র। শিক্ষার্থীদের লেপ-তোষক পর্যন্ত লুট করা হয়েছে। এমনকি শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত পবিত্র কুরআনকে পর্যন্ত তারা ছিন্নভিন্ন করেছে হামলাকারীরা। পরিশেষে মাদ্রাসার ধ্বংসস্তূপে তারা ব্যানার টাঙিয়ে দেয় সদম্ভ হুমকিবার্তা- 'আহলে হাদীসের আস্তানা সালথা থানায় থাকবে না'। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই নিকৃষ্ট ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় বিবিসিসহ শীর্ষস্থানীয় মিডিয়াগুলিতে ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী প্রচার পায়।

এখানেই থেমে থাকেনি বিষয়টি। এর মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছিল সুনামগঞ্জে। শহরের একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদটি উচ্ছেদের লক্ষ্যে ১লা ডিসেম্বর'২০ তথাকথিত একদল 'তৌহিদী জনতা' চেষ্টা করেছিল জমায়েত হওয়ার। তবে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার মুখে প্রশাসন সজাগ হয় এবং তাদেরকে নিবৃত্ত করে। মাত্র বছরখানেক পূর্বে ২০১৯ সালের ১১ই জুলাই ভোলা সদরের একটি আহলেহাদীছ মসজিদকে ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যার জ্বলন্ত ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। সেসময়ও সারা দেশব্যাপী ঘটনাটি আলোচিত হয়েছিল। ২০১৮ সালের মে মাসে সিলেট শহরের আত-তাকওয়া মসজিদকে ভেঙে সুরমা নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য প্রকাশ্য জনসভায় হুমকি দেয় সিলেট শহরের শীর্ষস্থানীয় আলেম সমাজ এবং সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম, বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদ ধ্বংসের জন্য বারবার পাঁয়তারা করেছে 'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে স্থানীয় হানাফী, কওমী কিংবা পীরপূজারী গোষ্ঠী।

বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী সমাজ কর্তৃক আহলেহাদীছ মসজিদ ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেয়া বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বরং এধরণের ঘটনা বিগত দিনেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অহরহ ঘটেছে। বিশেষতঃ আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকার বাইরে নতুন কোন আহলেহাদীছ মসজিদ নির্মাণ করাকে মন্দির বা অন্য কোন ধর্মের উপসনালয় স্থাপনের চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ মনে করা হয়। ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা তো মাঝে-মধ্যে মিডিয়াতে আসে। এর বাইরেও সন্ত্রাসী হুমকি ও গালি-গালাজের মুখে কত যে মসজিদের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়েছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয় এসব মসজিদের মুছল্লীদের। অনেক মসজিদে ভয়ে যোহর ও আছরের ছালাতের আযান পর্যন্ত মাইকে দেয়া হয় না। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব ঘটনা ঘটলেও তারা নির্বিকার। কেননা তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বাইরে যেতে চায় না।

প্রিয় পাঠক, আহলেহাদীছদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী সমাজের মাযহাবী পার্থক্য নতুন কোন বিষয় নয়। হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী আহলুল হাদীছ এবং নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসারী বা আহলুর রায়পন্থীদের মধ্যে পার্থক্য যুগ যুগ ধরে সুপরিচিত বিষয়। অথচ দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের সাথে সহাবস্থান তো দূরে থাক, তাদেরকে 'মুসলিম' হিসাবেই স্বীকৃতি দিতে চান না হানাফী আলেমদের অনেকে। বরং 'আহলেহাদীছ' শব্দের প্রতি তাদের রয়েছে প্রচণ্ড রকম স্পর্শকাতরতা। এত বিদ্বেষ ও আক্রোশ তারা এই পরিভাষার জন্য কেন বরাদ্দ রেখেছেন, তা গবেষণার বিষয়। জানি না তারা এই শব্দের মধ্যে তাদের আদর্শিক পরাজয়ের বার্তা খুঁজে পান কি-না। নতুবা কেন ফরিদপুরের আহলেহাদীছ মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদ করতে গিয়েও উদারমনা হানাফীরা পর্যন্ত আহলেহাদীছ বিশেষণের প্রতি তাদের সুপ্ত এ্যালার্জি লুকিয়ে রাখতে পারেন না? কেন তারা বিভক্তির হাযারো আক্বীদা ও মানহাজগত কারণকে গৌণ রেখে বিশেষভাবে 'আহলেহাদীছ' নামকেই 'বিভেদ সৃষ্টিকারী' মনে করেন?

আমরা বিস্ময় বোধ করি যে, আহলেহাদীছদের শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে বক্তব্য তাদের কাছে উস্কানীমূলক মনে হয়। অথচ কিছুদিন পর পর যখন বিভিন্ন এলাকায় আহলেহাদীছ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে অত্যন্ত আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়, তখন তারা কেন নীরব থাকেন? শুধু তাই নয় বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসায় আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিভাগ পর্যন্ত খুলে কোমলমতি ছাত্রদেরকে বিদ্বেষের কলুষ শেখানো হচ্ছে। দিন দিন যত বেশী আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংস্কার কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই তাদের অনুদারতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাদের এই অসহিষ্ণুতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কখনও মসজিদ ভাঙচুর পর্যন্ত গড়াচ্ছে!

আমরা আরও অবাক হই যখন তারা তথাকথিত উদারতা দেখিয়ে বলেন যে, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। অতএব আহলেহাদীছ মসজিদ বলা ঠিক নয়। আবার কেউ বলেন, ইসলামের ইতিহাসে ফিক্বহের ভিত্তিতে কখনো মসজিদ ভিন্ন করা হয় নি। অথচ ৮০১ থেকে ১৩৪৩ হি. পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৪২ বছর যাবৎ মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল কা'বা গৃহের চারপাশে কি চার মাযহাবের মুছল্লীদের জন্য চারটি পৃথক মুছাল্লা ছিল না?

[বাকী অংশ ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

অহংকার

আল-কুরআনুল কারীম :

১- إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ- لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ-

(১) 'তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতঃপর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী। এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের পসন্দ করেন না' *(নাহল ১৬/২২-২৩)*।

২- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ- وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ-

(২) 'আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না। তুমি পদ চারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হ'ল গাধার কণ্ঠস্বর' *(লোকমান ৩১/১৮-১৯)*।

৩- وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا- كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا-

(৩) 'পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান হতে পারবে না। বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি মন্দ, সেগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট অপসন্দনীয়' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৭-৩৮)*।

৪- تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

(৪) 'তবে আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না এবং বিশৃংখলা কামনা করে না। আর শুভ পরিণাম হ'ল আল্লাহভীরুদের জন্য। যে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) সৎকর্ম নিয়ে আসবে সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার কর্ম অনুপাতে তার মন্দ কর্মের বদলা পাবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩-৮৪)*।

হাদীছে নববী :

৫- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. قَالَ:إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

(৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকেরা চায় যে, তার পোষাক সুন্দর হৌক, তার জুতা জোড়া সুন্দর হৌক। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। কিন্তু 'অহংকার' হ'ল 'সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[১]

৬- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى: بُولَسُ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ-

(৬) হযরত আমর ইবনু শু'য়াইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অহংকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের চেহারা নিয়ে পিঁপড়া সদৃশ। সর্বত্র লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের 'বূলাস' নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ-রক্তে পূর্ণ 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক নদী থেকে পান করবে'।[২]

৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

---

১. *মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।*
২. *তিরমিযী হা/১৮৬২, ২৪৯২, মিশকাত হা/৩৬৪৩, ৫১১২।*

(৭) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার হ'ল আমার চাঁদর এবং বড়ত্ব হ'ল আমার লুঙ্গি। যে কেউ এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'।[৩]

٨- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

(৮) ইয়ায ইবনু হিমারিল মুজাশিঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপর গর্ব না করে এবং একে অপরের উপর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করে'।[৪]

٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ...وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ. قَالَ قُلْتُ أَوَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْكِبْرُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا نَعْلاَنِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ لاَ. قَالَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا قَالَ لاَ. قَالَ الْكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا قَالَ لاَ. قَالَ أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ قَالَ لاَ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْكِبْرُ قَالَ سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ.

(৯) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, ...আর আমি তোমাকে নিষেধ করে যাচ্ছি দু'টি বস্তু থেকে : শিরক ও অহংকার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, আমরা সুন্দর জুতা পরি, সুন্দর পোষাক পরিধান করি, লোকেরা আমাদের কাছে এসে বসে- এগুলি কি অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। বরং অহংকার হ'ল, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা'।[৫]

١٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ؟ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِضَا وَالسُّخْطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ.

(১০) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি নাজাত দানকারী ও তিনটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন। নাজাত দানকারী তিনটি বস্তু হল, (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা। (২) খুশীতে ও অখুশীতে সত্য কথা বলা এবং (৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার মধ্যবর্তী অবস্থা বেছে নেওয়া। অতঃপর ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হ'ল, (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। তিনি বলেন, এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আবু ওয়াহাব আল-মারওয়াযী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে প্রশ্ন করলাম, অহংকার কাকে বলে? তিনি বললেন, মানুষকে হেয় জ্ঞান করা।[৭]

২. শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন, 'অহংকার শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে। আর মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহ্র দাসত্ব করে এবং সাথে অন্যেরও করে'।[৮]

৩. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, সমস্ত পাপের উৎস হ'ল তিনটি- (১) অহংকার, যা ইবলীসের পতন ঘটিয়েছিল। (২) লোভ, যা জান্নাত থেকে আদম-কে বের করে দিয়েছিল। (৩) হিংসা, যা আদম (আঃ)-এর এক সন্তানের বিরুদ্ধে অপর সন্তানকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছিল। যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি বস্তুর অনিষ্ট হ'তে বেঁচে থাকতে পারবে সে যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে বাঁচতে পারবে। কেননা কুফরীর মূল উৎস হ'ল 'অহংকার'। পাপকর্মের উৎস হ'ল 'লোভ'। আর বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের উৎস হ'ল 'হিংসা'।[৯]

সারবস্তু :

১. অহংকার বান্দার জন্য মহান আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির প্রশস্ত রাস্তা অবমুক্ত করে।

২. আল্লাহ্র স্নেহ ও ভালবাসা থেকে অহংকারী চিরবঞ্চিত হয়। সাধারণ মানুষেরও চরম অপ্রিয়পাত্রে পরিণত হয়।

৩. অহংকার মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ ধ্বংস করে এবং বরকতময় জীবনকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়।

৪. অহংকারীরা মহান আল্লাহ্র আয়াতসমূহের অবমাননা করে এবং সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়।

৫. অহংকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

---

৩. আবূদাঊদ হা/৪০৯০; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭৪।
৪. মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৮৯৮।
৫. আহমাদ হা/৬৫৮৩; ছহীহাহ হা/১৩৪।
৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, রাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ); সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫১২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫০।
৭. ঐ।
৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৬ খৃঃ) ২/৩১৬ পৃঃ।
৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৩৯৩/১৯৭৩) ৫৮ পৃঃ।

পরহেযগারিতা

- মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান

ভূমিকা : পরহেযগারিতা মানব জীবনের অমূল্য রতন। পরহেযগারিতাহীন জীবন ফলশূন্য বৃক্ষর ন্যায়। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে পরহেযগারিতার মধ্যে। অতএব সকল কল্যাণের চাবিকাঠির সন্ধান পেতে পরহেযগারিতার চর্চা প্রতিটি মুমিনের একান্ত করণীয়। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করা হ'ল।

পরহেযগারিতার সংজ্ঞা :

অভিধানে এর অর্থ হ'ল, التحرج 'সংকোচ বোধ করা। বলা হয়ে থাকে, تحرج وَرِعٌ ورَعاً يَرِعُ ورعة عن كذا وتَوَرَّعَ বিরত থাকা। কিন্তু শব্দটির মূল অর্থ হ'ল, الكَفّ عن المَحارِمِ ثُمَّ اِسْتُعِيْرُ لِلْكَفِّ عَنِ الْمُبَاحِ وَالْحَلَالِ 'হারাম থেকে বিরত থাকা, তারপর শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হলে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, মুবাহ ও হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকা'।[১] পারিভাষিক অর্থ বিদ্বানগণ বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা ফুযাইল ইবনু আইয়ায (রহঃ) বলেন, الورع: اجتناب المحارم 'পরহেযগারিতা হ'ল, নিষিদ্ধ বিষয় হ'তে বিরত থাকা'।[২] আল্লামা ইবরাহীম ইবনু আদহাম (রহঃ) বলেন, اَلْوَرْعُ تَرْكُ كُلِّ شُبْهَةٍ وَتَرْكُ مَا لَا يُعْنِيْكَ هُوَ تَرْكُ الْفُضَلَاتِ 'পরহেযগারিতা হ'ল, সন্দেযুক্ত বস্তু, অনর্থক কর্মকাণ্ড ও অতিরঞ্জিত কোন কাজ করা হ'তে বিরত থাকা'।[৩] আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) পরহেযগারিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, اَلْوَرْعُ تَرْكُ مَا يَخْشٰى ضُرُرَةٍ فِي الآخِرَةِ 'পরহেযগারিতা হ'ল, যে কাজ করলে আখেরাতের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তা পরিহার করা'।[৪]

আল্লামা আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল-কাত্তানী (রহঃ) বলেন, اَلْوَرْعُ هُوَمُلَازِمَةُ الْأَدَبِ وَصِيَانَةِ النَّفْسِ 'পরহেযগারিতা হ'ল, শিষ্টাচার অবলম্বন করা এবং আত্মার হেফাযত করা'।[৫]

আল্লামা যুরকানী (রহঃ) বলেন, وَالْوَرْعُ تَرْكُ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا مِنَ الْوُقُوْعِ فِيْمَا بِهِ بَأْسٌ 'পরহেযগারিতা হ'ল, যাতে কোন ক্ষতি নেই তা ছেড়ে দেয়া যাতে করে যে কাজে ক্ষতি রয়েছে তা হ'তে বাঁচা যায়'।[৬]

আল্লামা জুরজানী (রহঃ) বলেন, اَلْوَرْعُ اِجْتِنَابُ الشُّبْهَاتِ خَوْفًا مِنَ الْوُقُوْعِ فِي الْمُحْرِمَاتِ 'পরহেযগারিতা হ'ল, সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ হ'তে বেঁচে থাকা, যাতে করে হারামে লিপ্ত হ'তে না হয়'।[৭]

কোন কোন আলেম পরহেযগারিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, اَلْوَرْعُ كُلُّهُ فِي تَرْكِ مَا يُرِيْبُ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُ 'যে সকল বস্তু তোমাকে সংশয়ের দিকে নিয়ে যায় তা ছেড়ে যেসব বস্তু তোমাকে সন্দেহ বা সংশয়ের দিকে নিয়ে যায় না, তার দিকে ঝুঁকে পড়াকে পরহেযগারিতা বলে'।[৮]

অপর একজন বিজ্ঞ আলেম বলেন, حَقِيْقَتُهُ تَوَقِّي كُلِّ مَا يَحْذَرُ مِنْهُ وَغَايَتُهُ تَدْقِيْقُ النَّظَرِ فِيْ طَهَارَةِ الْإِخْلَاصِ مِنْ شَائِبَةِ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ 'মুত্তাক্বী বা পরহেযগারিতার হাক্বীক্বত হ'ল, যে বস্তুকে মানুষ আশঙ্কাযুক্ত মনে করে, তা হ'তে বিরত থাকা। আর তার শেষ গন্তব্য হ'ল, ছোট শিরকের আশঙ্কা হ'তে নিয়তকে পুত-পবিত্র করার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়া'।[৯]

পরহেযগারিতার সংজ্ঞায় আলেমগণের বিভিন্ন ধরনের মতামত পরিলক্ষিত হয়। সকলের মতামতকে একত্র করার লক্ষ্যে আমরা বলব, পরহেযগারিতার চারটি স্তর রয়েছে।

(১) **সাধারণ ব্যক্তির পরহেযগারিতা (ورع العدول) :** আর তা হ'ল, হারাম বস্তু থেকে বিরত থাকা।

(২) **সৎ ব্যক্তিদের পরহেযগারিতা (ورع الصالحين) :** যেসব কাজে হারামের সম্ভবনা রয়েছে, তা হ'তে বিরত থাকা।

(৩) **মুত্তাক্বীদের পরহেযগারিতা (ورع للتقين) :** যেসব কাজে কোন ক্ষতি নেই সেসব কাজকে ক্ষতি হয় এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছেড়ে দেয়া।

(৪) **সত্যবাদীদের পরহেযগারিতা (ورع الصديقين) :** এমন কর্মকাণ্ড হ'তে বিরত থাকা, যাতে বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি নেই। কিন্তু যে আশঙ্কা করে না জানি কাজটি 'গাইরুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে হয়ে যায় অথবা না

---

১. *লিসানুল আরব ৮/৩৮৮পৃঃ।*
২. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/৯১।*
৩. *মাদারিজুস সালেকীন ২/২১পৃঃ।*
৪. *আল-ফাওয়ায়েদ ১১৮পৃঃ।*
৫. *তারীখে দিমাশক ৫৪/২৫৭পৃঃ।*
৬. *মানাহি'লুল 'ইরফান ২/৪২পৃঃ।*
৭. *আত-তা'রীফাত ১/৩২৫, হা/১৬১২।*
৮. *ফাইযুল ক্বাদীর ৩/৫২৯পৃঃ, হা/৪২১৪।*
৯. *ফাইযুল ক্বাদীর ৩/৫৭৫পৃঃ।*

জানি কাজটি অপসন্দনীয় বা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আশঙ্কা থেকে সে এ ধরনের কাজ করা হ'তে বিরত থাকে।

উপরে যে চারটি স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার কোন না কোন একটির ভিত্তিতে আলেমগণ পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারির সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন।

বিষয়ের গুরুত্ব :

ত্বাঊস (রহঃ) বলেন, مَثَلُ الإِيْمَانِ كَشَجَرَةٍ فَأَصْلُهَا الشَّهَادَةُ وَسَاقُهَا وَوَرَقُهَا كَذَا وَثَمَرُهَا اَلْوَرْعُ وَلَاخَيْرَ فِي شَجَرَةٍ لَا ثَمَرَ لَهَا وَلَا خَيْرَ فِي إِنْسَانٍ لَا وَرْعَ لَهُ 'ঈমানের দৃষ্টান্ত হ'ল, বৃক্ষের মত, যার মূল কান্ড ও ডাল-পালা হ'ল, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। আর ঈমান বৃক্ষের ফল হ'ল, পরহেযগারিতা। যে বৃক্ষের ফল নেই তার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। আর যে ব্যক্তির মধ্যে পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারিতা নেই তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই'।[১০]

ক্বাসেম ইবনু ওছমান (রহঃ) বলেন, اَلْوَرْعُ، عِمَادُ الدِّيْنِ 'পরহেযগারিতা হ'ল ঈমানের খুঁটি'।[১১]

আসল ইবাদত হ'ল, পরহেযগারিতা অর্জন করা। হারেছ ইবনু আসাদ আল-মুহাসিবী (রহঃ) বলেন, أَصْلُ الطَّاعَةِ اَلْوَرْعُ 'ইবাদতের মূল হ'ল, পরহেযগারিতা অর্জন করা।[১২]

ক্বাসেম আল-জু'ঈ (রহঃ) বলেন, أَصْلُ الدِّيْنِ اَلْوَرْعُ দ্বীনের মূল হ'ল, পরহেযগারিতা অর্জন করা।[১৩] আর পরহেযগারিতা হ'ল, একজন বান্দার যোগ্যতার আসল প্রমাণ।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তারা উভয়ে বলেন, لَا تَنْظُرُوْا إِلَى صَلَاةِ أَحَدٍ وَلَا صِيَامِهِ وانْظُرُوْا إِلَى صِدْقِ حَدِيْثِهِ إِذَا حَدَّثَ وَ إِلَى أَمَانَتِهِ إِذَا ائْتُمِنَ و إِلَى وَرْعِهِ إِذَا أَشْفَى 'তোমরা কোন মানুষের ছালাত ও ছওমের দিকে দেখে তার পরহেযগারিতা বিচার করবে না। যখন সে কথা বলে তখন সত্য বলে কিনা তা দেখবে, যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার আমানতদারিতার প্রতি লক্ষ্য করবে এবং যখন সে অসুস্থ হয়, তখন তার পরহেযগারিতার প্রতি লক্ষ্য করবে'।[১৪]

সালাফে ছালেহীনগণ পরহেযগারিতা কিভাবে অর্জন করতে হয়, তা শিখতেন। যাহহাক (রহঃ) বলেন, لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَعَلَّمَ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ إِلَّا الْوَرْعَ অপরের নিকটে পরহেযগারিতা শিখতাম'।[১৫] তিনি আরো বলেন, أَدْرَكْنَا أَصْحَابَنَا وَمَا يَتَعَلَّمُوْنَ إِلَّا الْوَرْعَ 'আমরা আমাদের সাথীদের দেখতাম তারা কিভাবে পরহেযগারিতা অর্জন করা যায় তা শিখতো'।[১৬]

পরহেযগারিতার গুরুত্ব ও ফযীলত :

মহান আল্লাহ্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করার হিকমত অসংখ্য ও অগণিত। এসব হিকমতের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। তবে হিকমত সমূহের অন্যতম হিকমত হ'ল, মানুষকে পরহেযগার বা মুত্তাক্বী বানানো অর্থাৎ মানুষ যাতে তাক্বওয়া, পরহেযগারী বা দ্বীনদারীর গুণে গুণান্বিত হ'তে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হয়, সেজন্যই কুরআন অবতীর্ণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا 'এভাবে আমরা আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি, যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে (অর্থাৎ আল্লাহভীরু হয়) অথবা তাদের জন্য এটা উপদেশ হয়' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৩)*।

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে পরহেযগার লোকদের সফলতা অর্জনের একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। যাতে তারা তাদের প্রশংসনীয় অবস্থার উপর অবিচল থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى 'এটা কি তাদের সুপথ দেখালো না যে, তাদের পূর্বেকার বহু সম্প্রদায়কে আমরা ধ্বংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে। নিশ্চয়ই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৮)*।

ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, أُوْلُو النُّهَى هُمْ أَهْلُ الْوَرْعِ 'জ্ঞানী তারাই যারা পরহেযগার'।[১৭] অন্যত্র তিনি বলেন, 'যিকির' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, পরহেযগারিতা।[১৮]

মানুষ যাতে পরহেযগার হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ তাঁর স্বীয় কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন এবং কুরআনে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, পরহেযগারিতা অর্জন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যরূরী। আসরা যে পরহেযগারিতাকে বা দ্বীনদারীকে ওয়াজিব বলছি তা হ'ল হারাম বস্তুসমূহকে ছেড়ে দেয়া। আর সর্বশেষ ফলাফল হ'ল, সেদিকে নিয়োজিত থাকা।

---

১০. আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, আস-সুন্নাহ ১/৩১৬, হা/৬৩৫ সনদ ছহীহ।
১১. তারীখে দিমাশক ৪৯/১২২।
১২. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/৭৬।
১৩. তারীখে দিমাশক ৪৯/১২৩।
১৪. শু'আবুল ঈমান হা/৫২৮১, ৫২৭৮।
১৫. ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ হা/২৭।
১৬. প্রাগুক্ত, হা/২৬।
১৭. তাফসীরে ত্বাবারী ৮/৪৭৫।
১৮. তাফসীরে ত্বাবারী ৮/৪৬৪।

পরহেযগারিতা অর্জনের ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন হাদীছে পরহেযগারিতা অর্জন করার অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এখানে কিছু ফযীলত তুলে ধরা হ'ল। যেমন-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ 'হে আবু হুরায়রা! তুমি পরহেযগার হও, তাহ'লে তুমি সকল মানুষের চেয়ে বড় ইবাদতকারীতে পরিণত হবে'।[১৯]

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ 'তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ'ল পরহেযগারিতা'।[২০] হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে'।[২১]

আমর ইবনু ক্বায়েস আল-মালায়ী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَلَاكُ دِيْنِكُمُ الوَرَعُ তোমাদের দ্বীনের রাজত্ব হ'ল, পরহেযগারিতা'।[২২]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ' مَا أَعْجَبَ رَسُوْلَ اللهِ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا اَعْجَبَهُ مِنْهَا إِلَّا وَرْعًا ' 'দুনিয়ার কোন বস্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুগ্ধ করতে পারেনি। পরহেযগারিতা ব্যতীত। আর কোন কিছুই তাঁকে সে পরিমাণ আনন্দ দিতে পারেনি যে পরিমাণ আনন্দ তাঁকে পরহেযগারিতা দিয়েছে'।[২৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে পরহেযগারিতা অবলম্বনের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে আমাদের সালাফে ছালেহীনগণও পরহেযগারিতা অবলম্বনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাদের কথা ও কর্মগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল-

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ لَيْسَ بِالطَّنْطَنَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَلَكِنَّ الدِّيْنَ الْوَرَعُ 'শেষ রাতে নড়াচড়া করা অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া বা যিকির আযকার করা প্রকৃত দ্বীন নয়, বরং প্রকৃত দ্বীন হ'ল পরহেযগারিতা অবলম্বন করা'।[২৪]

হাসান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اَلتَّفَكُّرُ وَالْوَرْعُ 'সর্বোত্তম ইবাদত হ'ল, সর্বদা দ্বীনী চিন্তা-ভাবনা রাখা এবং পরহেযগারিতা অবলম্বন করা'।[২৫] তিনি আরো বলেন, اَلْحِكْمَةُ اَلْوَرْعُ 'হিকমত বা বুদ্ধিমত্তা হ'ল, দ্বীনদারী বা পরহেযগারিতা'।[২৬]

সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন, اَلْعِبَادَةُ اَلْوَرْعُ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ وَالتَّفَكُّرُ فِيْ أَمَرَ اللهُ 'ইবাদত হ'ল, আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তা হ'তে বিরত থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের চিন্তা-ভাবনা করা'।[২৭]

পরহেযগারিতা অর্জন করা সফলতার কারণ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'অবশ্যই সফলতা অর্জন করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে' *(আ'লা ৮৭/১৪)*। ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, 'মুত্তাক্বী হিসাবে আমল করবে'।[২৮]

মুত্বার্রিফ ইবনু শিখ্খির (রহঃ) বলেন, خَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ 'তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ'ল পরহেগারিতা।[২৯]

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা দু'জন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে দেখবে, একজন অধিক ছালাত ও ছিয়াম আদায় করে এবং বেশী বেশী আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে। আর অপর ব্যক্তি যে বেশি বেশি ছালাত ও ছিয়াম আদায় করে না এবং বেশী বেশী ছাদাক্বাহও করে না। সে তার থেকে উত্তম। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তা কিভাবে সম্ভব? তখন সে বলল, লোকটি তার অপর ভাইয়ের তুলনায় আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয়ে নিষেধ করেছেন, সে বিষয়ে অধিক সতর্ক ও পরহেযগার'।[৩০]

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'সর্বোত্তম আমল হ'ল পরহেযগারিতা।[৩১]

পরহেযগারিতার সাথে শরী'আতের জ্ঞান :

একজন জ্ঞানী ব্যক্তির পরহেযগারিতা সাধারণ মানুষের পরহেযগারিতার মত নয়। অর্থাৎ যারা জ্ঞানী তাদের তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। কারণ তাদের তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা দ্বারা তারা যে উপকার লাভ করে অন্যরা তা লাভ করতে সক্ষম নয়। একজন কবি বলেন, وَإِنَّ فَقِيْهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا + أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدِ 'নিশ্চয়ই একজন দ্বীনদার বা পরহেযগার জ্ঞানী শয়তানের জন্য এক হাযার ইবাদতকারী হ'তে অধিক শক্তিশালী'।[৩২]

একারণেই আলেমগণ শর্তারোপ করেন, একজন বিচারক যিনি মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করবে, তাকে অবশ্যই শরী'আতের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী হ'তে হবে। সে যদি শরী'আতের বিষয়ে জ্ঞানী না হয়, তাহলে সে কিভাবে ন্যায়বিচার করবে। কারণ ন্যায়বিচারের উৎস হ'ল একমাত্র

---

১৯. *ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭, হাদীছ ছহীহ।*
২০. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩১৪; যাহাবী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।*
২১. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩১৭; ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৩৯৬০, আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*
২২. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৬১১৫; ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ হা/১৪।*
২৩. *ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৩৫।*
২৪. *ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, ১২৫পৃঃ।*
২৫. *ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ ১/৫৩, হা/৩৭।*
২৬. *তাফসীরে বাগাবী, ১/৩৩৪; তাফসীরে কুরতুবী, ৩/৩১৩।*
২৭. *তাফসীরে কুরতুবী ৪/৩১৪।*
২৮. *তাফসীরে ত্বাবারী ১২/৫৪৬।*
২৯. *তাফসীরে ত্বাবারী ২৩/২৪৭।*
৩০. *তাফসীরে ত্বাবারী ২৩/২৪৭; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৪৯১।*
৩১. *শু'আবুল ঈমান হা/৮১৪৯।*
৩২. *নুশরাতি আত-তা'রীফ ১/১৯৯।*

কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদীছ। সুতরাং যারা বিচারক হবে তাদের অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা ন্যায়বিচারের আশা করা আকাশ কুসুম সমতুল্য। একারণেই বলা যায় যে, যারা মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে তাদের অবশ্যই পরহেযগার বা দ্বীনদার ও জ্ঞানী হ'তে হবে।[৩৩]

পরহেযগারিতার হাক্বীক্বত :

ক. সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো ছেড়ে দেয়া :

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, যা অনেক মানুষই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হ'তে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সেই রাখালের ন্যায়, সে তার পশু বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রেখ যে, আল্লাহ্র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হ'ল তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশেতের টুকরোটি হ'ল অন্তর'।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ 'গুনাহ হ'ল, যা তোমার অন্তরে সংকোচ মনে হয় এবং মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে'।[৩৫]

হাসান ইবনু আবী সিনান (রহঃ) বলেন, هَلِ الْوَرَعُ اِلَّا اِذَا رَابَكَ شَيْءٌ تَرَكْتَهُ 'পরহেযগারিতা হ'ল, যখন কোন কিছু তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তাকে তুমি ছেড়ে দিবে। এটাই হ'ল, তোমার পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারি।[৩৬]

খ. কতক মুবাহ ও বা কিছু হালাল বস্তু থেকেও বিরত থাকা :

ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, পরহেযগারিতা হ'ল, যেসব কর্ম তোমার ক্ষতির কারণ হয়, তা হ'তে বিরত থাকা। সুতরাং বাহ্যত হালাল মনে হলেও সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ হ'তে বিরত থাকা তাকওয়ার পরিচয়। কেননা সন্দেহযুক্ত বস্তুও অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কর্ম হ'তে বিরত থাকে, সে তার দ্বীন, ইযযত ও সম্ভ্রমের সংরক্ষণ করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কর্মে লিপ্ত হ'ল, সে অবশ্যই হারামে পতিত হ'ল। যেমন- একজন রাখাল সে ফসলের ক্ষেতের পাশে ছাগল চরাচ্ছিল, তার জন্য আশঙ্কা থাকে, তার ছাগলটি ফসলে মুখ দিবে এবং ফসলের ক্ষতি করবে।

সুতরাং, একজন মুসলিমের কর্তব্য হ'ল, আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তার নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিরত থাকা। কারণ, তার নিকট যাওয়াতে তোমাদের জন্য হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا 'এসব আল্লাহ্র বিধান, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। তিনি আরো বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا 'এসব আল্লাহ্র বিধান, কাজেই এগুলোকে লঙ্ঘন করো না' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। আল্লাহ তা'আলার সীমানা দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, হালালের শেষ প্রান্ত যার নিকট যেতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার সীমারেখার অপর অর্থ, হারামের প্রাথমিক অবস্থা। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যা হালাল বা বৈধ করেছেন, তা অতিক্রম করো না। আর তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তার কাছেও তোমরা যেওনা। সুতরাং পরহেযগারিতা হ'ল, আল্লাহ তা'আলার বিধানের সীমারেখার কাছে যাওয়া ও অতিক্রম করা হ'তে নিরাপদ থাকা। হালাল বিষয়ে সীমা অতিক্রম করা দ্বারা কবীরা গুনাহ ও কঠিন হারামে পতিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। সালাফে ছালেহীন অনেক সময় হারাম বা নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় বিভিন্ন ধরনের মুবাহ বা বৈধ কর্ম হ'তেও বিরত থাকতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, إِنِّي لَاَحَبُّ اَنْ اَدَعُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ وَلَا اَحْرُمُهَا 'আমি আমার মাঝে এবং হারামের মাঝে হালাল দ্বারা একটি প্রাচীর তৈরী করতে চাই, যাকে আমি হারাম মনে করি না'।

'আল্লামা সুফিয়ান ইবনু ওআ'ইনা (রহঃ) বলেন, لَا يُصِيْبُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنْ اَلْحَلَالِ وَحَتَّى يَدَعَ الْاِثْمَ وَمَا تَشَابَهَ مِنْهُ 'একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাক্বীক্বত উপভোগ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মাঝে এবং হারামের মাঝে হালাল দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে না তুলে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহ ও গুনাহের সাদৃশ্য বিষয়গুলো না ছাড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না'।[৩৭]

মাইমুন ইবনে মিহরান (রহঃ) বলেন, لَا يَسْلَمُ لِلرَّجُلِ اَلْحَلَالَ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلَالِ 'একজন মানুষ যতদিন পর্যন্ত তার মাঝে ও হারামের মাঝে হালাল দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে না তুলে, ততদিন পর্যন্ত সে ঈমানদার হ'তে পারবে না'।[৩৮]

---

৩৩. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১৫৪।*
৩৪. *বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/১৫৯৯।*
৩৫. *আহমাদ হা/১৮০৩০ আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।*
৩৬. *ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ হা/৪৬।*
৩৭. *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আল-ওয়ার'উ ৫০পৃঃ।*
৩৮. *হি'লয়াতুল আউলিয়া ৪/৮৪।*

কতিপয় সালাফে ছালেহীন বলেন, একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাক্বওয়ার সাধ গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতি নেই এমন বস্তুকে যে বস্তুতে ক্ষতি রয়েছে তার থেকে বাঁচার জন্য পরিহার করবে না।[৩৯]

কতিপয় মনীষী বলেন, 'আমরা হালাল বা বৈধ বিষয়ের সত্তরটি বিষয় ছেড়ে দিতাম যাতে আমরা হারাম থেকে বাঁচতে পারি'।[৪০]

মনে রাখা ভাল যে, কোন কোন বৈধ বিষয় রয়েছে যেগুলো ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। কারণ এসব বৈধ কাজ ছেড়ে দেয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত থেকে বিরত থাকার নামান্তর। যেমন- বিবাহ করা ছেড়ে দেয়া, ঘুম যাওয়া ও খাদ্য গ্রহণ ছেড়ে দেয়া। কেননা এগুলো সবই হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বিবাহ করেছেন, তিনি ঘুমাতেন এবং তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন।

অনুরূপভাবে কোন কোন মুবাহ বা বৈধ কাজ রয়েছে যেগুলো নিয়ত ভাল হওয়ার কারণে ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন- কোন ব্যক্তি খাবার গ্রহণ করল এবং নিয়ত করল, আমি খাদ্য গ্রহণ করে যে শক্তি অর্জন করব তা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে ব্যয় করব। অথবা কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে খেল-তামাশা করার নিয়ত করল, সে তার প্রবৃত্তির চাহিদা ও মানবিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই তা করছে, তাহ'লে তা দ্বারা সে অবশ্যই ছওয়াব পাবে এবং তার কর্মগুলো ইবাদতে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি পরহেযগারিতা মনে করে বিবাহ করা ও স্ত্রী-সন্তানের সাথে খেল-তামাশা ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এগুলো ছেড়ে দেয়া কোন ইবাদত নয়। বরং এগুলো হ'ল, বৈরাগ্যতা। আর তাদের আদর যত্ন করা হ'তে বিরত থাকার মধ্যে কোন পরহেযগারিতা নেই।

পরহেযগারিতার ব্যাপকতা :

মানুষ পরহেযগারিতার বা দ্বীনদারির বিবেচনায় চার শ্রেণীতে বিভক্ত। ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, 'পরহেযগারিতার বিবেচনায় মানুষ চার প্রকার। প্রথম শ্রেণীর মানুষ যারা কম ও বেশী উভয় প্রকার বস্তু থেকে পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী অবলম্বন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা শুধু কম বস্তু থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু যখন তাদের সামনে বেশী বা অধিক সংখ্যার কোন বস্তু আসে তখন তা থেকে তারা বেঁচে থাকে না। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ, যারা অধিক বস্তু থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু অল্প বস্তুকে তারা ছোট বা তুচ্ছ মনে করায়, তা থেকে বেঁচে থাকে না। চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ, যারা কম ও বেশি কোন কিছু থেকে তারা তাদের নিজেদের বিরত রাখে না'।[৪১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ رَجُلًا اِتَّقَى مِائَةَ شَيْءٍ وَلَمْ يَتَوَرَّعْ عَنْ شَيْءٍ وَاَحَدٍ لَمْ يَكُنْ وَرِعًا যদি কোন ব্যক্তি একশটি বস্তু হ'তে নিজেকে বিরত রাখল, কিন্তু একটি হ'তে সে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হ'ল না, তাহ'লে তাকে পরহেযগার বলা যাবে না'।[৪২]

একজন ব্যক্তিকে পরহেযগার বা মুত্তাক্বী বলে আখ্যায়িত করতে হলে, তার জন্য আবশ্যক হ'ল, সব অঙ্গ-প্রতঙ্গের হেফাযত করা। অঙ্গ-প্রতঙ্গ যাতে কোন প্রকার অপরাধে জড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরহেযগার তার অন্তর, জিহ্বা, হাত, পা, চোখ ও কান সব কিছুকে পরহেযগার বানাবে; অন্যথায় তাকে পরহেযগার বলা যাবে না। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি তার কোন এক অঙ্গকে হেফাযত করল, আর বাকী অঙ্গ-প্রতঙ্গকে হেফাযত করল না, তাহলে তাকে পরহেযগার বলা যাবে না। যেমন কোন ব্যক্তি অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখল, কিন্তু অঙ্গ-প্রতঙ্গকে অন্যায়-অনাচার বা অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না, তাহলে তাকে পরহেযগার বা দ্বীনদার বলা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার জিহ্বাকে হেফাযত করল, কিন্তু তার অন্যান্য অঙ্গকে যেমন চোখ, কান, হাত,পা ইত্যাদিকে সে হেফাযত করতে পারল না, তাহলে তাকে পরহেযগার বা দ্বীনদার বলা যাবে না।

হাসান ইবনে ছালেহ (রহঃ) বলেন, فَتَشْنَا اَلْوَرْعُ فَلَمْ نَجِدْهُ فِي شَيْءٍ أَقَلُّ مِنْهُ فِي اللِّسَانِ 'আমরা পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারীর অনুসন্ধান করে দেখতে পাই যে, জিহ্বা ব্যতীত আর কিছুতে তা এত দুর্বল নয়। অর্থাৎ জিহ্বাতেই পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারির পরিমাণ নিহিত'।[৪৩] ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন, أَشَدُّ الْوَرْعِ فِي اللِّسَانِ 'সব চেয়ে বড় কঠিন পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী হ'ল, জিহ্বা বা যবানে'।[৪৪]

জুনাঈদ (রহঃ) বলেন, اَلْوَرْعُ فِي الْكَلَامِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الِاكْتِسَابِ 'কথার মধ্যে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা অবলম্বন করা অন্যান্য অঙ্গের বিষয়ে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা অবলম্বন করা হ'তে কঠিন'।[৪৫] الاكتساب অর্থাৎ অঙ্গ-প্রতঙ্গ। আর তা দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমল।

ইসহাক্ব ইবনু খালফ (রহঃ) বলেন, اَلْوَرْعُ فِي الْمَنْطِقِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الذَّهْبِ وَالْفِضَّةِ 'কথার মধ্যে পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারীতা অবলম্বন করা সোনা ও রূপা বিষয়ে পরহেযগারিতা অবলম্বন করা হ'তেও কঠিন'।[৪৬]

(চলবে)

[লেখক : শিক্ষক, ইক্বরা ইসলামিয়া মডেল মাদরাসা, বি-বাড়িয়া]।

---

৩৯. *মাদারিজুস সালেকীন ২/২২পৃঃ।*
৪০. *মাদারিজুস সালেকীন ২/২২পৃঃ।*
৪১. *তারীখু বাগদাদ ৬/১৯৯পৃঃ।*
৪২. *হি'লয়াতুল আউলিয়া ৮/১৬৭পৃঃ।*
৪৩. *হি'লয়াতুল আউলিয়া ৭/৩২৯পৃঃ।*
৪৪. *হি'লয়াতুল আউলিয়া ৮/৯১পৃঃ।*
৪৫. *হি'লয়াতুল আউলিয়া ১০/২৬৯পৃঃ।*
৪৬. *তারীখে দিমাশক ৮/২০৫।*

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (রহ.)-এর কুরআনী খেদমত

- ড. মুখতারুল ইসলাম

ভূমিকা : উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (১৯৪৫-২০২০)। লাহোরের দারুস সালাম গবেষণা বিভাগের প্রধান এবং ই'তিছাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তিনি একাধারে সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসির, মুহাক্কিক্ব এবং পাকিস্তান আহলেহাদীছ জামা'আতের গর্ব। তিনি তার অনন্য রচনা 'তাফসীর আহসানুল বায়ান'-এর জন্য সুপ্রসিদ্ধ। তিনি বিশেষতঃ তাফসীর সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে গেছেন যা আগামী প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় বাতিঘর হয়ে থাকবে। সদ্য প্রয়াত এই মনীষীর কুরআনী খেদমত সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

কুরআনী খেদমত :

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হ'ল তাফসীরে 'আহসানুল বায়ান'। এতদ্ব্যতীত তাঁর শব্দে শব্দে কুরআনের উর্দূ অনুবাদ অন্যতম। তাঁর এই মহৎ কাজে সহযোদ্ধা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার। তাঁর সহজ ও ছহীহ-শুদ্ধ অনুবাদ, সাবলীল ভাষা চয়ন, হৃদয় ছোঁয়া কুরআনী স্পন্দন, আরবী ভাষা ব্যঞ্জনার উপযোগী শব্দ চয়ন- সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী বলে বিবেচিত। ভারতগুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর ফার্সী কুরআন অনুবাদ এবং তদীয় পুত্রদ্বয় কর্তৃক অনূদিত কুরআনকে অনুবাদের মূল ভিত্তি হিসাবে তিনি স্বীয় অনুবাদকে ঢেলে সাজিয়েছেন।

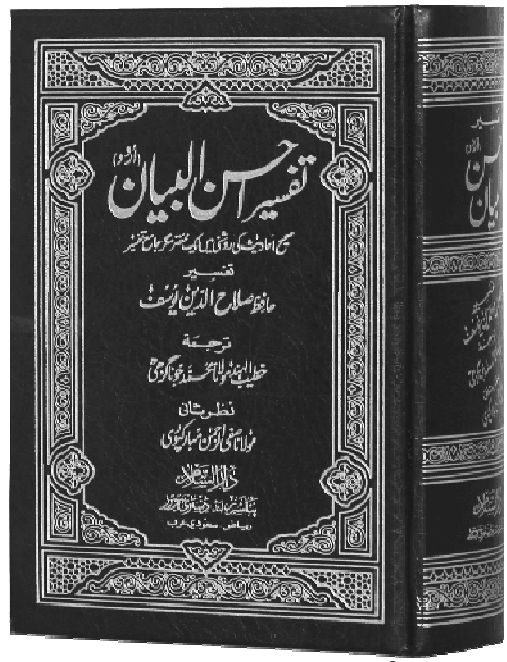

দ্যা নোবল কুরআন (ইংরেজী)-এর উর্দূ অনুবাদ :

ড. তাক্বীউদ্দীন হিলালী এবং ড. মুহাম্মাদ মুহসিন খান কর্তৃক যে দ্যা নোবল কুরআন সঊদী অর্থায়নে প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফের উর্দূ অনুবাদ হ'তে সংযোজিত। এর ইংরেজী ফুটনোটের কাজটি করেছেন ড. মুহাম্মাদ আমীন। দ্যা নোবল কুরআন ইংরেজী অনুবাদের শেষে কিছু প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে যা পূর্বেই দারুস সালাম রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

সূরা ফাতিহার তাফসীর :

হাফেয ছালেহুদ্দীন ইউসুফের কুরআনী খেদমতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল সূরা ফাতিহার তাফসীর। তাঁর অনন্য কীর্তি 'আহসানুল বায়ান'-এর টিকা-টিপ্পনী সাধারণ পাঠকের মণিকোঠায় জায়গা করে নেয়। ফলে তিনি পাঠকের মাঝে সাড়া জাগানো গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ তাফসীর করতে মনস্থ করেন। কিন্তু বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততায় তার এ মহান কাজটি সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকেই তিনি সূরা ফাতিহার পূর্ণাঙ্গ তাফসীর করতে সক্ষম হন এবং পাঠকের ক্ষুধা মেটাতে ও তাদের খেদমতে পেশ করতে কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত রাখেন। অবশেষে পাঠকের চাহিদা বিবেচনায় দারুস সালাম রিয়াদ প্রকাশনী ২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত সূরা ফাতিহার তাফসীরটি ২০০৬ সালে প্রকাশ করে। সূরা ফাতিহার তাফসীরটি ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক রচিত হওয়ায় তাফসীরটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান : তাফসীরে আহসানুল বায়ান প্রাথমিক অবস্থায় একটি সংক্ষিপ্ত উর্দূ ও টিকা সম্বলিত তাফসীর ছিল মাত্র, যাতে তেমন কোন বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বলতে ছিল না। সাধারণ পাঠকদের জন্য তাতে ততটুকুই তাফসীর ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংযোজিত ছিল, যা পাঠকের কুরআন বুঝতে দরকার ছিল। তেমনভাবেই তা সবার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এর প্রথম সংস্করণ ৮৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল। কিন্তু যখন সঊদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয কমপ্লেক্স এটি ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তাতে বিস্তারিতভাবে অনুবাদ, তাফসীর এবং টিকা-টিপ্পনীসহ সবকিছু সংযোজিত হয় এবং এর কলেবর বেড়ে ১৭৬৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থে রূপ লাভ করে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ানের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল-

(ক) তাফসীরটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল, এতে যাবতীয় যঈফ এবং জাল হাদীছ ও ইসরাঈলী কাহিনীর বিপরীতে ছহীহ, হাসান এবং বিশুদ্ধ গ্রহণযোগ্য হাদীছ দিয়ে তাফসীর

করা হয়েছে। ফলে এটি একটি অনন্য বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

(খ) সাধারণ তাফসীর গ্রন্থে শানে নুযূল ও সূরা সমূহের ফযীলত অনেক বেশী বেশী বর্ণনা করা হয়। যেখানে সনদের বিশুদ্ধতার কোন তোয়াক্কা করা হয় না। কিন্তু তাফসীরে আহসানুল বায়ানে শুধু ঐ সমস্ত শানে নুযূল ও ফযীলত স্থান পেয়েছে, যেগুলো বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রহণীয়।

(গ) এটি বিজ্ঞাননির্ভর এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত এতে পূর্ণাঙ্গ টিকা-টিপ্পনীসহ প্রতিটি আলোচনার তথ্যসূত্র সংযোজন করা হয়েছে। ফলে কোন বোদ্ধা পাঠক বা গবেষকের তথ্যসূত্র খুঁজে নিতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

(ঘ) সালাফী মানহাজের প্রধান প্রধান তাফসীর গ্রন্থসমূহ যেমন তাফসীর ইবনে কাছীর, তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীর, আয়সারুত তাফাসীরসহ সকল বিশুদ্ধ তাফসীরের নির্যাস এ তাফসীর গ্রন্থটি। এতদ্ব্যতীত আরবী বা উর্দূ ভাষার বিভিন্ন বাতিল ফেরকা বা মতের কোন অশুদ্ধ তাফসীরকে এর আলোচ্যসূচীতে না রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

(ঙ) আয়াতের মর্মার্থ উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনদের ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত ও প্রণিধানযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবেঈ-তাবেঈনের আক্বীদার মূল রূহ দিয়ে প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বারি সিঞ্চন করা হয়েছে। যাতে পাঠকগণ খুব সহজেই খুঁজে নিতে পারে সত্যসেবী সালাফে ছালেহীনের জান্নাতী পথের দিশা। মোটকথা সালাফী মানহাজ ও মাসলাকের আধার এ তাফসীরটি।

এর আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, তাফসীরটির সর্বত্র খোদা শব্দটি পরিহার করা হয়েছে। খোদা শব্দের পরিবর্তে মহান আল্লাহ্র সত্ত্বাগত নাম আল্লাহ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি জুনাগড়ী ছাহেবের তাফসীরে খোদা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখান থেকেও তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। কেননা সালাফী আক্বীদার সাথে আল্লাহ্র পরিবর্তে খোদা শব্দটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এক নযরে আহসানুল বায়ান :

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফের তাফসীর গ্রন্থটি পড়লে কুরআনকে একটি জীবন্ত কিতাব বলে মনে হয়। কেননা কুরআনকে তিনি বাস্তবসম্মত, যুগোপযোগী এবং মানবতার কল্যাণে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্রন্থ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। মনে হয় যেন তার তাফসীরের প্রতিটি শব্দ ও লাইন অবলীলাক্রমে সমস্যাগ্রস্ত মানবকুলের কথা বলে যায়। তিনি তাঁর তাফসীরে বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা, বর্তমান মুসলিম বিশ্ব সমস্যা ও সম্ভাবনা, ফিৎনা-ফাসাদপূর্ণ ও মতবাদ বিক্ষুব্ধ মুসলিম উম্মাহর উত্তরণের উপায়, আলোচনা-পর্যালোচনা, সমস্যার স্থান, কাল, পাত্রভেদে ব্যবস্থা গ্রহণসহ পূর্ণ একটি দিক-নির্দেশনামূলক বর্ণনা তিনি জাতির সামনে পেশ করেছেন।

তিনি মুসলিম জাতিকে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, দৈনন্দিন জীবনের চলার পথের একমাত্র পাথেয় হ'ল আল-কুরআন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও মুহূর্তের পূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র আল-কুরআনে।

তাফসীর নিয়ে কিছু কথা :

পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে রচিত হ'তে হবে। কিন্তু বর্তমানে তাফসীরের বর্ণনাগুলি অনুমান নির্ভর এবং মতভেদে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে কুরআনে বর্ণিত বিগত যুগের জাতি ও গোষ্ঠীর কাহিনীগুলিতে যে ধরণের বাড়াবাড়ি এবং খেয়ানত করা হয়েছে, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য! পাক-ভারত উপমহাদেশে রচিত তাফসীরগুলিতে উপমহাদেশীয় মানুষের রুচিবোধ এবং ধর্মীয় পরিবেশ-পরিস্থিতির মত অসংখ্য অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী তাদের মূল উপজীব্য। কিন্তু এর বিপরীতে হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক তাফসীর রচনার এক নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

নিম্নে তাঁর তাফসীরের কিছু নমুনা উল্লেখ করা হ'ল।

ক. বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীর সমালোচনা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'তাদের নবী তাদের বললেন, তার শাসক হবার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি সমাগত হবে, যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূণ পরিবারের পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ। ফেরেশতাগণ ওটি বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(বাক্বারাহ ২/২৪৮)*।

আয়াতে বর্ণিত সিন্দুকটি ছিল ইহূদীদের নিকট বরকতের প্রতীক। ইবনু আব্বাস, রবী বিন আনাস প্রমুখ বলেন, এর মধ্যে হারূণ ও মূসার লাঠি, তাদের কাপড়-চোপড়, তাওরাতের ফলক সমূহ ইত্যাদি সংরক্ষিত ছিল। আমালেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন ইহূদীদের তাড়িয়ে দিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখল করে, তখন সিন্দুকটি তারা রেখে দেয়। অতঃপর তালূতের শাসক নিযুক্তির নিদর্শন হিসাবে ফেরেশতারা আল্লাহ্র হুকুমে উক্ত সিন্দুক উঠিয়ে নিয়ে চলে আসে এবং তালূতের সামনে এনে রেখে দেয়, যা সকলে প্রত্যক্ষ করে। তখন সবাই তাকে শাসক হিসাবে মেনে নেয় *(ইবনু কাছীর)*।

কিন্তু পরবর্তীতে সিন্দুকটিতে বরকতের নামে কত যে কপোলকল্পিত কাহিনী রচিত হয়েছে তার হিসাব কে রাখে।

বনু ইস্রাইলী যুগের সিন্দুকটি নিয়ে অনেক তাফসীরকারক নবী করীম (ছাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মাদীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ব্যাখ্যা করে থাকেন। শুধু তাই নয় বুযুর্গ খ্যাত ভণ্ড পীরেরা পীর-মুরীদী খেলায় মেতে উঠে এবং তারা বিপদে পতিত ও কষ্টক্লিষ্ট মানুষদেরকে বরকত দেওয়ার নাম করে তা দেখার জন্য অনেক গল্প কাহিনী বর্ণনা করেন। আর মানুষরা তাদের ফয়েয হাছিল করার জন্য পাগলপারা হয়ে অনেক দূর থেকে এসে তাদের পায়ের তলায় সিজদায় পড়ে যায়। অথচ এসব কাহিনীর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই।

নবী পাগল কোন কোন মানুষ রাসূল (ছাঃ)-এর জুতার আদলে প্রতীকী জুতা বানিয়ে বরকত হাসিলের হাস্যকর খেলায় মেতে উঠে। তারা প্রতীকী জুতাকে নানা ধরণের নতুন নতুন মিথ্যা কাহিনীর আবরণে ঢেকে নববী জুতার আবেগ আবহ সৃষ্টি করে। বাড়ির এক কোণে সেই জুতা লটকিয়ে রেখে বৈষয়িক যাবতীয় চাওয়া পাওয়া ও মুশকিলে আসান বা সকল সমস্যার সমাধাকারী অসীলা হিসাবে গণ্য করে। আর তা ব্যবহারের বিভিন্ন তরীকা ও মতলববাজী তো রয়েছেই। পাশাপাশি তারা পীর-বুযুর্গদের কবরে নযর-নেওয়ায দেওয়ার মাধ্যমে বরকত হাছিলের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে থাকে। পীরের কবর ধুয়ে-মুছে ছাফ করা, কবর ধোয়া পানিকে বরকতের পানি মনে করা, পীর সাহেবের কবর ধোয়াকে বায়তুল্লাহ কা'বাকে ধৌত করার সমান গণ্য করা ইত্যাদি। তারা কিভাবে এ ধরণের দুর্গন্ধময় নোংরা পানিকে বরকতী পানি মনে করতে পারে? তারা বেমালূম ভুলে যান যে, গায়রুল্লাহ্র নামে এসমস্ত গর্হিত কর্মকাণ্ড স্পষ্ট শিরক এবং ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী কাজ।

খ. সকল ধর্মকে একই ধর্ম গণ্য করার প্রতিবাদ :

বর্তমান দুনিয়ায় আন্তঃধর্মবাদ নামে নতুন মতবাদের জন্ম হয়েছে, যার মূল কথা হ'ল সকল ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। অতএব যে কোন একটি ধর্ম অনুসরণ করলেই ধর্ম পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যায়। এই মতবাদের প্রবক্তারা বলতে চান যে, সকল ধর্মের অভীষ্ট লক্ষ্য (goal) এক, আর তা হ'ল মানব সেবা। এজন্য কোন একটি ধর্মকে অন্য কোন ধর্মের উপরে শ্রেষ্ঠ মনে করা বা প্রাধান্য দেয়া অনুচিত। শান্তিময় ও নিরাপদ দুনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক ধর্মকে এক ও অভিন্ন গণ্য করা ও গুরুত্ব দেয়া যুক্তিযুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 'নিশ্চয়ই যারা মুমিন হয়েছে এবং ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রভুর নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৬২)*।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুগের অনেক বড় বড় মুসলিম বিদ্বান সূরা বাক্বারাহ-এর ৬২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ধোঁকায় পতিত হয়েছেন। প্রকারান্তরে তারা কুরআনের অভ্র আয়াতের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছেন। অভ্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ বলেছেন, কিছু কিছু মুফাসসির আয়াতটির ব্যাখ্যায় মারাত্মক ভুলে পতিত হয়েছেন। আয়াতটি দিয়ে তারা সকল ধর্ম মৌলিকভাবে একই ধর্ম বলার নোংরা খেলায় মেতে উঠেছেন। তাদের কূটকৌশল এবং অপচেষ্টা কুরআন বিকৃতির নামান্তর। তারা এই আয়াত দ্বারা আরো বলতে চান যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনা যরূরী নয়। বরং যারা যে দ্বীন বা ধর্মমতের উপরে আছে, ঈমান এনেছে এবং ভাল আমল করেছে; তারা সকলে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র দরবারে নাজাত পেয়ে যাবে।

তিনি বলেন, এটি নিছক গোমরাহীতে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা স্পষ্টতই শয়তানের ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার ফাঁদ। কেননা আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, ঠিক এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে পথভ্রষ্ট ইহুদীদের শাস্তির ব্যাপারে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। তবে ইহুদীদের মধ্যে যারা তাওহীদপন্থী ছিল তাদের কথা ভিন্ন। শুধু ইহুদী নয়, এ কথা খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা সমসাময়িক নবীদের প্রতি ঈমান এনেছে; তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, সৎ আমল করেছিল; আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, জান্নাত, জাহান্নাম এবং আখেরাত ইত্যাদি ঈমানের বুনিয়াদী বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস যাদের ছিল, তারা মূলতঃ তাওহীদপন্থী ছিল। এতে কোন সন্দেহ নাই। আজকের যুগেও একজন মুসলমানকে আল্লাহ, তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ), কিতাবসমূহ, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখতে হবে, নচেৎ সে প্রকৃত মুসলিম নয়। শুধু মুসলমান নয়, এমনকি ইহুদী, খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক, মুশরিক যেই হোক না কেন, তাদেরকে অবশ্যই রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালাতে সাক্ষ্য দেওয়ার বিকল্প নাই। রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালাতে বিশ্বাস না করলে সে কখনো জান্নাত লাভে ধন্য হবে না। অভ্র আয়াত মূলতঃ এসেছে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে যারা তাওহীদপন্থী ছিল, তাদের প্রাপ্য পুরস্কার সম্পর্কে।

গ. সূদ সম্পর্কে কিছু অপব্যাখ্যার জবাব :

কুরআনে সূদ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে বিবৃত হয়েছে। যেকোন ধরণের সূদ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। বর্তমানে অর্থনীতিবিদরা সূদকে জায়েয করার নানান ফন্দী এঁটেছে। তারা বলতে চায় যে, সূদেরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এমনকি তারা বলতে চায় যে, সূদ ছাড়া বর্তমান দুনিয়া অচল। ফলে তারা সূদ খাওয়ার মধ্যে মানবতার কল্যাণ খুঁজে পান। শুধু তাই নয়, মানব সভ্যতা যদি আরাম-আয়েশে, স্বাচ্ছন্দ্যে দুনিয়ায় বাঁচতে চায়, তাহলে সূদ-ই হ'ল মানবতার মুক্তির সমাধান।

মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ‘যারা সূদ ভক্ষণ করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জ্বিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত। এর কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় সূদ খাবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ অত্র আয়াতের তাফসীরে স্পষ্টভাবে সকল প্রকার সূদকে হারাম ও নাজায়েয ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, রিবার শাব্দিক অর্থ হ’ল অতিরিক্ত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। ইসলামী শরী‘আতে রিবাল ফাযল, রিবান নাসীয়াহ নামে দু’ধরনের সূদের অস্তিত্ব রয়েছে।

রিবাল ফাযল সাধারণতঃ ছয়টি জিনিসের লেনদেনে কম বা বেশী, নগদ বা বাকী, পূর্ণ বা অর্ধেক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যা পূর্ণাঙ্গভাবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন গমের লেনদেন গমের মাধ্যমে হওয়া। হাতে হাতে লেনদেন অথবা কম বা বেশী, অথবা হাতে হাতে লেনদেনে অর্ধেক নগদ এবং অর্ধেক বাকীতে, তবুও তা সূদ।

রিবা নাসিয়াহ ব্যাখ্যায় উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একশ টাকা কাউকে দেওয়া হ’ল এবং ফেরত নেওয়ার সময় দাতা একশ পঁচিশ টাকা আদায় করে নিল। অথবা এর সাথে সময় জুড়ে দিয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ আদায় করে নেওয়া ইত্যাদি। এ মর্মে হযরত আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًـا ‘কর্য বা ঋণ থেকে উপকার ভোগ করাটাই হ’ল সূদ’।[১]

ব্যক্তিগত হৌক বা ব্যবসায়িক পণ্যের মাধ্যমে লেনদেন হৌক সূদ সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, আমাদের জাহেলী সমাজে উভয় প্রকার সূদের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ইসলামী শরী‘আতে যাবতীয় সূদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এজন্য আধুনিক যুগের ধ্বজাধারী অনেকে বলেন, কমার্শিয়ালভাবে ব্যাংক থেকে সূদ নেয়া জায়েয। আর ব্যাংকের বাড়তি অর্থকে তারা সূদ-ই মনে করেন না। তাদের যুক্তি হ’ল এটা তো ব্যবসার মত। আর এ থেকে ব্যাংকও উপকৃত হচ্ছে। অতএব দোষটা কোথায়? এ সমস্ত নামধারী পণ্ডিতদের চোখে ব্যাংকের অবৈধ সূদী টাকা সূদ বলে বিবেচিত হয় না। অথচ মহান আল্লাহর নিকট এগুলি সবই সূদ।

যারা ব্যবসা করে তাদের ব্যবসায় লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন থাকে। কিন্তু সূদখোরেরা ব্যাংকের টাকায় লাভের স্বপ্নে বিভোর থাকে। অনেক সময় সূদখোরদের ব্যবসায় ধ্বস নামলে পুরো টাকাই ব্যাংককে ফেরত দিতে হয়। তখন তাদের পথে বসা ছাড়া কোন গত্যান্তর থাকে না। তাহলে মানুষের প্রতি এমন প্রকাশ্য যুলুমকে ইসলামী শরী‘আত কিভাবে বৈধ বলতে পারে?

ইসলামী শরী‘আতে নিজের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ভাই-বোনকে বিনা লাভে ছাদাক্বা করতে হয়। যেখানে শুধু আখেরাতের লাভের আশায় একজন মুমিন বান্দা তা করে থাকে। তাতে দুনিয়াবী কোন স্বার্থই থাকে না। ফলে ইসলামী সমাজ পৃথিবীবাসীর সামনে ভালাবাসা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, পরস্পর রহমদিল ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অপরপক্ষে সূদ ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতায় ভরা এক অসুখী সমাজ উপহার দিয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা অসুস্থতা, দুর্বলতা, ক্ষুধা, দরিদ্রতা ও বেকারত্ব জিইয়ে রেখে মানবসমাজকে ক্লান্ত করে তুলেছে। দুনিয়াদার সূদী কারবারীদের এক্ষেত্রে কি বলার আছে? তবে কি তাদের মত ইসলামী শরী‘আতও এমন নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ মানুষকে শিক্ষা দিবে? সুতরাং ইসলামী শরী‘আত সূদের নামে মানুষের উপর যাবতীয় যুলুম হারাম করেছে। সেটি ব্যবসায়িক যুলুম হৌক বা ব্যক্তিগত যুলুম হৌক না কেন।

ঘ. আধুনিকতাবাদীদের মদের নিষেধাজ্ঞায় আপত্তির জবাব :

পবিত্র কুরআন মাজীদে মদকে প্রথমে পর্যায়ক্রমে হারাম অতঃপর সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত এবং হাদীছগুলি বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট। আধুনিকতাবাদীরা বলছেন, হারাম শব্দটি মদের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। শুধুমাত্র নীতিজ্ঞান ও চারিত্রিক বিষয়াদির দিক থেকে মাদকতা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‘হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও’ *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

অত্র আয়াতের মাধ্যমে হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ আধুনিকতাপন্থী ও কুরআন-সুন্নাহ বিরুদ্ধবাদীদের অপবাদের কড়া জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি হ’ল মদ হারামের চূড়ান্ত আয়াত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মদ

১. *ফায়যুর ক্বাদীর শারহুল জামেউছ ছগীর ৫/২৮ পৃঃ।*

তিনবার হারাম করা হয়। প্রথম হ'ল রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর লোকেরা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নাযিল হয়, قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا 'এ দু'য়ের মধ্যে কঠিন পাপ ও লোকদের জন্য কিছু কল্যাণ রয়েছে। তবে এ দু'টির পাপ তার উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*। এরপরেও লোকেরা কিছু কিছু মদ খেতে থাকে। এমতাবস্থায় একদিন জনৈক ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতে ইমামতি করার সময় কেরাআতে গোলমাল করে ফেলে। তখন আয়াত নাযিল হয়, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের কথা বুঝতে পার' *(নিসা ৪/৪৩)*। উল্লেখ্য যে, বাক্বারাহ ও নিসার আয়াত দু'টি নাযিল হলে প্রতিবারে ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে মদের ব্যাপারে পূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিন'! এরপরে কঠিনভাবে মায়েদাহ ৯০-৯১ আয়াত দু'টি নাযিল হয়।

তখন ওমর ফারূক (রাঃ) বলে ওঠেন, انْتَهَيْنَا 'আমরা বিরত হ'লাম'।[২] মদ্যপানের পরিমাণ কম হৌক বা বেশী হৌক সবটা হারাম। জুয়ায় টাকার লেনদেন হৌক বা না হৌক, সর্বাবস্থায় হারাম। 'বেদী' বলতে ঐ পাথর বা মূর্তিকে বলা হয়, যেখানে গিয়ে পূজারীরা তাদের পূজার পশু কুরবানী করে। 'আযলাম' ঐসব তীরকে বুঝায়, যেগুলির মাধ্যমে লোকেরা তাদের কোন কাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণ করত *(ইবনু কাছীর)*। আলোচ্য আয়াতে মদ ও জুয়াকে একইভাবে হারাম করা হয়েছে এ কারণে যে, পরিণামের দিক দিয়ে দু'টিই সমান। দু'টিই মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে গাফেল করে দেয় এবং দু'টিই মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে *(কুরতুবী)*।

সালাফে ছালেহীনরা মদের এ আলোচনা থেকে বুঝতে পারলো যে, মদ আমাদের জন্য চিরতরে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু নামধারী আধুনিকপন্থীরা বলে আল্লাহ কোথায় মদকে হারাম করেছেন? হায় আফসোস! মদ পান করা শয়তানী কাজ, অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। চোখ থাকতে অন্ধদের এ সত্য উপলব্ধি কোথা থেকে আসতে পারে? এ তো কিছুর পরেও এ সমস্ত দলীল-আদীল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

তবে কি তারা বলতে চায় যে, মহান আল্লাহ অপবিত্র। তিনি শয়তানী এবং অপবিত্র কাজ পসন্দ করেন অথবা মহান আল্লাহ্র নিকট নোংরামী, অপবিত্র সকল প্রকার কাজ

জায়েয। আর এজন্য তিনি এগুলি থেকে শুধুমাত্র দূরে থাকার জন্য আদেশ করেছেন। তবে কি যাবতীয় মদপান, শয়তানী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই মানবতার যাবতীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেঊন! *(চলবে)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

২. *আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৩৬৭০; তিরমিযী হা/৩০৪৯; নাসাঈ হা/৫৫৫৫; ইবনু কাছীর।*

দারুল হাদীছ একাডেমী

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শিক্ষা

বাংলাবাজার, ইব্রাহীম ব্রীজ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২, ০১৮২৭-২৮৩৭৬৭, ০১৬২৩-৮৬৪২৮৮।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী (পর্যায়ক্রমে দাখিল পর্যন্ত) এছাড়া মক্তব ও হিফয বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

ভর্তি শুরু (প্লে ও নার্সারী) : ১লা ডিসেম্বর'২০-৮ই জানুয়ারী'২১
ভর্তি পরীক্ষা (১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী) : ৮ই জানুয়ারী'২১, সকাল ১০টা
ক্লাস শুরু : ৯ই জানুয়ারী'২১

আমাদের সেবাসমূহ

১. সমগ্র ক্যাম্পাস সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২. পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা।
৩. মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।
৪. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, স্কুল বোর্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ও মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন।
৫. বছরে তিনটি সেমিষ্টারসহ ক্লাস টেস্ট, মাসিক টেস্ট ও মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
৬. ছাত্রদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা।
৭. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য খাট ও পৃথক চেয়ার-টেবিলসহ আকর্ষণীয় থাকার রুম।
৮. আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।
৯. সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, হাদীছ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) বক্তব্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ইসমাঈলী শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

- ড. মুখতারুল ইসলাম

বিভ্রান্ত শী'আরা ইমামত বা নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসা কাযেম ইবন জা'ফরের অনুসারী ইছনা আশারিয়া ইমামিয়্যাহ এবং অপর দলটি হ'ল ইসমাঈল ইবন জা'ফরের অনুসারী ইসমাঈলী শী'আ।

বাগদাদী বলেন, শী'আরা মূলতঃ দু'টি দলে বিভক্ত। ইসমাঈলী দলটি ইসমাঈল ইবন জা'ফরের প্রতীক্ষায় রইল। ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত যে, ইসমাঈল তার পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যায়। ফলে ইসমাঈলীরা বলতে থাকল ইমাম জা'ফরের নাতি মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন জা'ফর পরবর্তী নেতা হিসাবে মনোনীত হবে। কেননা ইমাম জা'ফর পরবর্তী নেতা হিসাবে ইসমাঈলের নামই ঘোষণা করেছিল। অতএব পিতার মৃত্যুর পর ইমামতের সেই হকদার। সেমতে বাতেনী ইসমাঈলীরা সে পথই বেছে নিল। বিভ্রান্ত ইসমাঈলী দল এ নামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে এবং নতুন ভ্রান্ত মতাদর্শের জন্ম দেয়। তারা মহান আল্লাহকে নামহীন ও নির্গুণ সত্তা মনে করে'।[১] নিম্নে তাদের প্রধান প্রধান ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

ক. মহান আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা :

বাতেনী ইসমাঈলীরা[২] আল্লাহ সম্পর্কে মাজূসী বা অগ্নি উপাসক ও মূর্তি পূজারীদের ন্যায় আক্বীদা পোষণ করে। তাদের আক্বীদা হ'ল- আল্লাহকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করা, যা কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট লংঘন। তারা এ আক্বীদার বিবরণের ক্ষেত্রে দূরতম ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, যা নিষ্প্রাণ, পরিত্যাজ্য ও বিকৃত। দ্বৈতবাদ, মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজারীদের পথে তারা চলে। তারা এক আল্লাহকে বহু আল্লাহ ও এক রবকে নানান রবে পরিণত করেছে। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে তারা উদ্ধত ও ঝগড়াটে। অথচ আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। সেগুলো নিষ্পাপ, মর্যাদা মন্ডিত, অহি লাভে ধন্য নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত'।[৩]

তাদের মতে, তাওহীদ হ'ল মহান আল্লাহ যাবতীয় নাম ও গুণাবলী থেকে মুক্ত। তার নাম দ্বারা উর্ধ্বজগৎ বা মহাবিশ্বের প্রথম জ্ঞান, প্রথম সৃষ্টিকারী, অগ্রগামী ইত্যাদি বুঝায়। আর নিম্নজগতে কথক ও ইমামকে বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন কোনটিই নয়'।[৪]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ :

১. কিরমানী বলেন, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। তাঁর অবস্থান নেই। অবস্থান থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। তাঁর অবস্থানও নেই, আবার অস্তিত্বও নেই। আর তিনি যদি অস্তিত্বশীল হন, তবে তা অগ্রহণীয়'।[৫]

২. সে আরো বলেছে, আল্লাহ তা'আলার কোন গুণাগুণ নেই। তিনি কোন শরীরী সত্ত্বা নন। তাঁর কোন দৈহিক রূপ নেই'।[৬]

৩. হুসাইন ইবন আলী বলেছে, আমি অদৃশ্যের অদৃশ্যকে জানি। তাঁর ব্যাপারে কোন দুঃসাহসিকতা দেখিও না। তাকে কোন বক্র হৃদয় ও সীমায়িত চিন্তাচেতনা খুঁজে পাবে না। তাঁর নাম, গুণ বলে কিছু নেই'।[৭]

৪. তারা বলে, সৃষ্টিকর্তার মান-মর্যাদার সমস্ত গুণাবলী এলাহী ভাবভঙ্গির সীমা অতিক্রম করেছে'।[৮]

৫. কিরমানী বলেছে, সমস্ত ইলাহ দ্বারা প্রথম সৃষ্টিকর্তাকে বুঝায়।[৯]

৬. সিজিস্তানী বলেছে, দৈহিক জগতে রাসূলের বাস এবং রূহানী জগতে সাবেক বা সৃষ্টিকর্তার বাস'।[১০]

৭. ইসমাঈলীরা আকলুল কুল্লী বলতে মাওজূদুল আওয়াল অথবা সাবেক অথবা মুবদিঊল আওয়াল অথবা আল-কলাম অথবা কালিমাহ তথা সৃষ্টিকর্তাকে বুঝায়। তারা নিম্নজগতের আকলুছ ছানীর সাথে উর্ধ্বজগতের আকলুল আওয়ালের মাঝে তুলনা করে'।[১১]

৮. আকলুল আওয়াল, মুবদিঊল আওয়াল, মাওজূদুল আওয়াল, সাবেক, কলম ইত্যাদি দ্বারা তারা মহান আল্লাহকে বুঝায়। যিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, আকৃতিদানকারী, নানাগুণে গুনান্বিত। অনুরূপভাবে আকলুছ ছানী, মাওজূদুছ ছানী, তালী, লাওহ, আকলুল আশের ইত্যাদি দ্বারা নবী, অছি, ভিত্তি, ইমাম তথা তাদের সমস্ত প্রভুকে বুঝায়। তারা কখনো এগুলো দ্বারা মহা শাস্তিদাতা এক আল্লাহকে বুঝায় না। তারা কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, অবয়বদানকারী,

---

১. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ পৃ. ২৭৩।*
২. *বাগদাদী, আল-ফারাক্ব বায়নাল ফিরাক্ব, ৬২-৬৩ পৃ.; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১৭০ পৃ.।*
৩. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ পৃ. ২৭৩।*
৪. *তদেব।*
৫. *তদেব, পৃ. ২৭৮; গৃহীত : কিরমানী, রাহাতুল আকল, ১৩০ পৃ.।*
৬. *তদেব, পৃ. ২৭৯; তদেব।*
৭. *তদেব।*
৮. *তদেব, পৃ. ২৮৫; গৃহীত : আলী ইবন ওয়ালীদ, রিসালাতুল মাবদা ওয়াল মা'আদ, ১০১ পৃ.।*
৯. *তদেব, পৃ. ২৮৬; গৃহীত : মাসায়েলুন মাজমূ'আহ মিনাল হাকাইকিল 'আলিয়াহ, ১৮০ পৃ.।*
১০. *তদেব, পৃ. ২৮৭; গৃহীত : সিজিস্তানী, ইছবাতুন নবুঅত, ৫৭ পৃ.।*
১১. *তদেব।*

রুযীদাতা, সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী ইত্যাদি নামের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছে'।[১২]

৯. আধুনিক ইসমাঈলী পণ্ডিত মুছত্বাফা গালিব বলেন, মূলত সাবেক, তালী, আকল, নাফস বা আল্লাহকে সমস্ত সৃষ্টিজীবের মধ্যে পাওয়া যায়'।[১৩]

১০. জা'ফর ইবন মানছূর ইয়ামান বলেন, মহান বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে। তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে'।[১৪] অর্থাৎ আমীরুল মুমিনীন আলী (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে'।[১৫]

১১. ইসমাঈলী দাঈ শিহাবুদ্দীন আবুল ফারাস বলে, আলীর বংশধররা আরশে সমাসীন হয়েছে'।[১৬]

পর্যালোচনা ও জবাব :

মূলতঃ ইসমাঈলীরা হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা তাদের ইমামদেরকেও প্রভু গণ্য করে। তাদের ইলাহের দাবী শুধুমাত্র আলী, নবী, অছি, ইমাম বা নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাদের ইমামরা স্বঘোষিত মা'বূদ হওয়ার দাবীর পাশাপাশি আল্লাহ্র সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে। তাদের পিতা, পিতামহ ও বংশধরেরাও আল্লাহ্র প্রভূত্বকে ছিনতাই করেছে'।[১৭]

'ইসমাঈলীদের নিকট তাওহীদ হ'ল সৃষ্টিজীবকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত করা। মাখলূককে আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নামগুলোর নামে নামাংকিত করা। তাদের নিকট শিরক হ'ল মানুষকে ইমাম ছাড়া অন্যে কিছুর দিকে দাওয়াত দেয়া। আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর দিকে নয়'।[১৮]

ইসমাঈলীরা আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম ও আবশ্যিক গুণাবলীকে ছিনতাই করে বান্দার ঘাড়ে চাপিয়েছে। অথচ সেই বান্দারা নিজেরাই নিজেদের ভাল, মন্দ, উপকার বা অপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। তারা আল্লাহকে গুণ, নাম ও কর্মশূন্য সত্তা মনে করে। আল্লাহ জীবিত, সক্ষম, জ্ঞানী, পরিপূর্ণতা দানকারী, পরিপূর্ণ, কর্মক্ষম কোন কিছুই নন। শুধু তিনি সত্তাগতভাবে জীবিত ও জ্ঞানী, বাস্তবে কিছু নন। এমনকি কাউকে ইশারা করার ক্ষমতা পর্যন্ত তিনি রাখেন না। তারা হযরত আলীর ব্যাপারে বলে, তিনি নিজের ব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন। আমি জীবন, মৃত্যু, রিযিক দিই। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলি। আমি এও বলতে পারি, তোমরা তোমাদের বাড়িতে কি খাও ও জমা কর'।[১৯]

অথচ ইসলামের সঠিক আক্বীদা হল, এক আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, বিচার দিবস এবং তাক্বদীরের ভালমন্দের উপরে ঈমান আনা, যেভাবে আল্লাহ নিজে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) তা কোন রূপক, গৌণ, বিকৃত ব্যাখ্যা ছাড়াই পেশ করেছেন। নতুন করে নয়, যা কিছু নিষেধযোগ্য তা আল্লাহ নিজেই নিষেধ করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সে বিষয়ে বারণ করেছেন'।[২০]

এ বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ দলীলসমূহ নিম্নরূপ-

১. মহান আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا 'আর আল্লাহ্র জন্য সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক'।[২১]

২. মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন'।[২২]

৩. মহান আল্লাহ বলেন, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا 'তুমি বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, সকল সুন্দর নাম তো কেবল তাঁরই জন্য আর তুমি তোমার ছালাতের ক্বিরাআতে স্বর অধিক উঁচু করো না বা একেবারে নীচু করো না। বরং দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর'।[২৩]

৪. মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ-اللهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ-وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 'বল, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন। তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই'।[২৪]

৫. মহান আল্লাহ বলেন, اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 'আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক'।[২৫]

৬. মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى

---

১২. *তদেব, পৃ. ২৮৮-২৮৯।*
১৩. *তদেব, পৃ. ২৯৪; মুকাদ্দামাতু রাহাতুল আকল, ৩৪ পৃ.।*
১৪. *সূরা ক্বিয়ামাহ, ৭৫/২২,২৩।*
১৫. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; গৃহীত : জা'ফর ইবন মানছূর ইয়ামান, কিতাবুল কাশফ, ৩৭ পৃ.।*
১৬. *তদেব, পৃ. ৩০৩।*
১৭. *তদেব, পৃ. ৩০১।*
১৮. *তদেব, পৃ. ২৮৯।*
১৯. *তদেব, পৃ. ২৯৯; ইদরীস, যাহরাতুল মা'আনী, ৭৭ পৃ.।*
২০. *তদেব, পৃ. ৩১৫।*
২১. *সূরা আ'রাফ, ৭/১৮০।*
২২. *সূরা শূরা, ৪২/১১।*
২৩. *সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭/১১০।*
২৪. *সূরা ইখলাছ, ১১২/১-৪।*
২৫. *সূরা যুমার, ৩৯/৬২।*

الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন, তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর সমুন্নীত হয়েছেন আরশে। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু সেখান থেকে নির্গত হয়। আর যা কিছু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় ও যা কিছু সেখানে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন, যেখানেই তোমরা থাক না কেন। আর তোমরা যা কিছু কর সবই আলাহ দেখেন'।[২৬]

৭. মহান আল্লাহ বলেন, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ 'তারা কি কেবল এ অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ সাদা মেঘমালার ছায়াতলে তাদের নিকট সমাগত হবেন এবং তাদের সমস্ত বিষয় নিষ্পত্তি করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে'।[২৭]

৮. মহান আল্লাহ বলেন, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 'বহু রাসূল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল সম্পর্কে বলিনি। আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন'।[২৮]

৯. মহান আল্লাহ বলেন, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমুন্নীত'।[২৯]

১০. রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মহামহিম আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে। আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব'।[৩০]

১১. রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ- 'দু'ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ হাসেন। যারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়ই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবসী হবে যে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকরীর তওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহ্র রাস্তার শহীদ বলে গণ্য হয়েছে'।[৩১]

১২. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো অধিক আছে কি? আর শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে রাখবেন। তখন এর এক অংশে আরেক অংশের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্থির হতে থাকবে। আর বলবে আপনার ইযযত ও করমের কসম! যথেষ্ট হয়েছে। জান্নাতের কিছু জায়গা শূন্য থাকবে। অবশেষে আল্লাহ সেই শূন্য জায়গায় জন্য নতুন করে কিছু মাখলূক সৃষ্টি করবেন এবং এদের জন্য জান্নাতের সেই শূন্যস্থানে বসতি স্থাপন করে দেবেন'।[৩২]

১৩. রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ 'তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শীঘ্রই তার প্রতিপালক কথা বলবেন, তখন প্রতিপালক ও তার মাঝে কোন অনুবাদক ও আড়াল করে এমন পর্দা থাকবে না'।[৩৩]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসমাঈলীদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা তাদের আক্বীদায় এটাই পরিষ্কার হয়েছে যে, তারা এক ইলাহে নয়, বরং বহু ইলাহে বিশ্বাসী, যারা একে অপরকে সার্বিক কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। নাঊযুবিল্লাহ![৩৪]

(খ) নবী ও নবুঅত সম্পর্কে আক্বীদা :

ইসমাঈলীদের নিকট নবুঅত হ'ল অর্জিত জ্ঞানের মত একটি বিষয়। শর্ত সাপেক্ষে ব্যক্তির নবী হওয়ার মনোষ্কামনা পূরণ হ'তে পারে। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের দশম জ্ঞানের অন্যতম ফয়েয হ'ল নবুঅতী। অহির ব্যাখ্যাকারী নবী-রাসূল অর্জিত জ্ঞান থেকে মানুষদের শিক্ষা দেয়। কুরআন কখনো আল্লাহ্র কালাম নয়। বরং রাসূলের চিন্তাজগতের আবর্তিত ও আবিস্কৃত কথামালার ফুলঝুঁড়ি। আবু তালিব সে যুগে আল্লাহ্র ইমাম তথা রাসূল ছিলেন, নাঊযুবিল্লাহ। তিনি রাসূল-নবীগণের প্রেরণকারী ছিলেন। বস্তুত তিনি মুহাম্মাদের চেয়ে উত্তম মানুষ ছিলেন। এ হ'ল তাদের নবী ও নবুঅত বিষয়ক আক্বীদার সারসংক্ষেপ'।[৩৫]

ইসমাঈলীদের নবী, নবুঅত ও বিশ্বস্ত সত্যবাদী রাসূল সম্পর্কে আক্বীদা পবিত্র কুরআন-ছহীহ সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী এবং নিরেট কুফুরীর উপরে ভিত্তিশীল'।[৩৬]

---

২৬. *সূরা হাদীদ, ৫৭/৩-৪।*
২৭. *সূরা বাক্বারাহ, ২/২১০।*
২৮. *সূরা নিসা, ৪/১৬৪।*
২৯. *সূরা ত্বোয়াহা, ২০/৫।*
৩০. *বুখারী হা/১১৪৫, ১০৭০; মুসলিম হা/৭৫৮; তিরমিযী হা/৪৪৬।*
৩১. *বুখারী হা/২৮২৬, ১০২০; মুসলিম হা/১৮৯০; নাসাঈ হা/৩১৬৬।*
৩২. *বুখারী হা/৭৩৮৪,১৫১২; মুসলিম হা/২৮৪৮; তিরমিযী হা/৩২৭২।*
৩৩. *বুখারী হা/৭৪৪৩, ২৩১১; মুসলিম হা/১০১৬;ইবনু মাজাহ হা/১৮৫।*
৩৪. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।*
৩৫. *তদেব, পৃ. ৩৩৮।*
৩৬. *তদেব, পৃ. ৩৩৮।*

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসহাক সিজিস্তানী বলে, নবুঅতের যোগ্যতা এমনিতেই কোন নবীর মধ্যে তৈরী হয় না। বরং অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর সামান্যই অর্জিত হয়। অতঃপর এই প্রক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সবশেষে পরিপূর্ণতার শিখরে আরোহন করে।[৩৭]

২. যখন নবুঅতী বৈশিষ্ট্যগুলো একজন মানুষের মাঝে সন্নিবেশিত হয়। তখন সময়কে কেন্দ্র করে তা পরিণতির দিকে এগুতে থাকে। এক সময় ঐ লোকটি জীবনভর মানুষের মাঝে ইমাম হিসাবে বরিত হন। মানুষের মাঝে তার অর্জিত রিসালাত পৌঁছাতে থাকে। অতঃপর আমানত সংরক্ষণ, সদুপোদেশ, শারঈ ব্যাখ্যা, শারঈ মূলনীতি প্রণয়ন, সুন্নাতের বাস্তবায়ন, জাতির ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনামূলক লেখালেখিসহ সার্বিক দেখভালের মধ্য দিয়ে তার জীবনসূর্য অস্তমিত হয়। তার জীবনকর্মগুলো পরবর্তী খলীফার অধিকারে চলে যায়'।[৩৮]

৩. সিজিস্তানী বলেন, জনগণের প্রয়োজনে আল্লাহ রিসালাতসহ রাসূল প্রেরণ করেন। অতঃপর তার নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করেন'।[৩৯]

৪. হামেদী বলেন, ইমাম একাই সব। জিবরাঈল তার খেয়ালীপনা মাত্র'।[৪০]

৫. তাহের বিন ইবরাহীম হারেছ ইয়ামেনী বলেন, প্রত্যেক ইমাম অছি। ইমামের শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং তার শিক্ষার স্তর ধীরে ধীরে উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করে এনেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর'।[৪১] মুহাম্মাদ (ছা.) প্রাথমিক পর্যায়ে উবাই ইবন কা'বের নিকট কুরআনের তা'লীম নিয়েছিলেন। সে অর্থে তাকে জিবরাঈল (আঃ) বলা যায়'।[৪২]

ইসমাঈলীদের আক্বীদানুযায়ী উবাই ইবন কা'ব রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষক ছিল। শুধু তাই নয়, তারা এর চেয়ে বড় বড় কুফুরী ও মিথ্যা কথা বলেছে। ইসমাঈলীদের বড় দাঈ ও আলেম হামেদী বলেছে, রাসূল (ছাঃ) উবাই ইবন কা'ব ব্যতীত আরো এমন পাঁচজন ব্যক্তির কাছ থেকে তা'লীম, বিদ্যা প্রতিপালন ও অহি গ্রহণ করেছেন। এভাবে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করেছে'।[৪৩]

৬. তাহের হারেছী আল-ইমানী বলেন, রাসূল (ছাঃ) উবাই ব্যতীত যে পাঁচজন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম নিয়েছেন, তারা হলেন, যায়েদ ইবন আমর, আমর ইবন নুফাইল, মায়সারাহ, খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদ এবং তাঁর চাচা আবু তালিব।[৪৪]

পর্যালোচনা ও জবাব :

রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ প্রেরিত একজন নবী-রাসূল। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় নবী হয়ে যাননি এবং তাঁর নবুঅত অর্জিত কোন জ্ঞান ভাণ্ডার নয়। আল্লাহ স্বয়ং নবী-রাসূল মনোনীত করেন এবং তাঁর রিসালাত দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। এটা ইসমাঈলীদের আক্বীদার তথাকথিত দশম জ্ঞানের অংশ বিশেষও নয়। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী, জান্নাতের সুসংবাদদানকারী এবং মানবতার মুক্তির দিশারী হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা, অহি ও মু'জিযা দ্বারা এ পথে তাঁকে দৃঢ় রেখেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন'।[৪৫]

১. মহান আল্লাহ বলেন, اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 'আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন'।[৪৬]

২. মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ– 'যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন তারা বলে আমরা এতে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমাদেরকে তা দেওয়া হয়, যেমন আল্লাহর (বিগত) রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছিল (ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আল্লাহ সরাসরি)। অথচ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন রিসালাতের গুরুদায়িত্ব কোথায় অর্পণ করতে হবে। পাপীরা তাদের প্রতারণার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্বর লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে'।[৪৭]

৩. মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

---

৩৭. *তদেব, পৃ. ৩২৫; গৃহীত : সিজিস্তানী, কিতাবু ইছবাতিন নবুঅত, লেবানন, বৈরূত, পৃ. ১১১।*
৩৮. *তদেব, পৃ. ৩২২; গৃহীত: রাসায়েলু ইখওয়ানুছ ছাফা ৪/১২৯ পৃ.।*
৩৯. *তদেব, পৃ. ৩২৬; গৃহীত : সিজিস্তানী, কিতাবুল ইফতিখার, লেবানন, বৈরূত, পৃ. ১১১।*
৪০. *তদেব।*
৪১. *সূরা নাহল, ১৬/৭৮।*
৪২. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।*
৪৩. *তদেব, পৃ. ৩২৭।*
৪৪. *তদেব, পৃ. ৩২৮,৩২৯।*
৪৫. *তদেব, পৃ. ৩২৮,৩২৯।*
৪৬. *সূরা হজ্জ, ২২/৭৫।*
৪৭. *সূরা আন'আম, ৬/১২৪।*

'তিনিই স্বীয় রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সরল পথ ও সত্য ধর্ম সহকারে। যাতে তিনি একে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর এজন্য সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট'।[৪৮]

৪. মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী'।[৪৯]

৫. মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 'আল্লাহ বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপের মাধ্যমে তোমাকে লোকদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। অতএব যা তোমাকে দেই তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও'।[৫০]

৬. মহান আল্লাহ বলেন, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 'বহু রাসূল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল সম্পর্কে বলিনি। আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন'।[৫১]

৭. মহান আল্লাহ বলেন, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ 'অতঃপর আমরা মূসাকে অহি করলাম যে, তুমি তোমাদের লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর তা সহসাই তাদের জাদুকৃত সবকিছুকে গিলতে লাগল'।[৫২]

৮. মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 'আমরা নবীগণকে স্রেফ এজন্যই প্রেরণ করে থাকি যে, তারা (ঈমানদারগণকে জান্নাতের) সুসংবাদ দিবে ও (মুশরিকদের জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শন করবে। অতএব যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না'।[৫৩]

৯. মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا-مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا-

'আমরা রাসূল পাঠিয়েছি কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য করা হবে। আর যদি তারা নিজেদের জীবনের উপর যুলুম করার পর তোমার নিকটে আসে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহ'লে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়াশীলরূপে পেত।[৫৪] তোমার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। আর যে অকল্যাণ হয়, তা তোমার (কর্মের) ফলে হয়। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানব জাতির জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি। আর (এজন্য) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট'।[৫৫]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ইসমাঈলীদের নিকট আম্বিয়ায়ে কেরামের যেসমস্ত গুণাবলীর খবর পৌঁছেছে, তারা তার যৎসমান্যই মানে, অধিকাংশই অস্বীকার করে। তারা ছূফী, কালাম শাস্ত্রবিদ, গূঢ় তত্ত্ববাদী বাতেনী দার্শনিকদের মত নবীদের যাবতীয় গুণাবলী অস্বীকার করে। ইহুদী, খিস্টানরাও নবীদের যাবতীয় গুণাবলীর স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু তাদের উপর মিথ্যারোপ করে। তারা একথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং একদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। কিন্তু এ বিষয়েও তারা মিথ্যারোপ করে এবং মুহাম্মাদী শরী'আতকে নামকোয়াস্তে স্বীকৃতি দেয়। ফলে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসমাঈলীরা এ আক্বীদার ক্ষেত্রে ইহুদী, খ্রিস্টানদের চেয়েও জঘন্য'।[৫৬]

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ']

৪৮. *সূরা ফাৎহ, ৪৮/২৮।*
৪৯. *সূরা হিজর, ১৫/৯।*
৫০. *সূরা আ'রাফ, ৭/১৪৪।*
৫১. *সূরা নিসা, ৭/১৬৪।*
৫২. *সূরা আ'রাফ, ৭/১১৭।*
৫৩. *সূরা আন'আম, ৬/৪৮।*
৫৪. *সূরা নিসা, ৪/৬৪।*
৫৫. *সূরা নিসা, ৪/৭৯।*
৫৬. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১।*

At-Tahreek TV
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।
Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv
সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

ফ্রান্সে রাসূল (ছাঃ)-এর অবমাননা ও বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার

- আব্দুর রউফ

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। আল্লাহ প্রদত্ত এই মৌলিক অধিকার খর্ব করা উচিত নয়। এরপরেও নশ্বর এই দুনিয়ায় মানুষের জীবন চরাচরের ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্বাধীনতার মধ্যেও সীমারেখা অঙ্কন করা হয়েছে। যখন মানুষ সেই সীমারেখা অতিক্রম করে ঠিক তখনই বিশৃঙ্খলা ঘটে। সম্প্রতিক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তথা বাকস্বাধীনতা শব্দটি পুনরায় পৃথিবী জুড়ে আলোচিত ও সমালোচিত হচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত ইউরোপ মহাদেশের অত্যাধুনিক দেশ ফ্রান্সের চমৎকার দৃষ্টিনন্দন শহর প্যারিস নগরীর এক স্কুলে। স্যামুয়েল প্যাটি (৪৭) নামক জনৈক 'ভূগোল ও ইতিহাসের' শিক্ষক বাক-স্বাধীনতা বিষয়ে ১২-১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের পড়াতে গিয়ে ফ্রান্সের স্যাটারিকাল নিউজ পেপার শার্লি হেবদোতে প্রকাশিত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যাঙ্গাত্মক ছবি দেখাচ্ছিলেন। এ ঘটনার দিন দশেক পরে গত ১৬ই অক্টোবর ঐ শিক্ষককে চেচনিয়ান বংশোদ্ভূত ১৮ বছরের এক তরুণ গলা কেটে হত্যা করে।

পুলিশ ঐ তরুণের পিছু ধাওয়া করে তাকেও গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার জেরে ফরাসীরা স্যামুয়েল প্যাটির স্বপক্ষে বাকস্বাধীনতার প্লাকার্ড হাতে রাস্তায় বিক্ষোভ করে। এ ব্যাপারে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেছেন, He taught students about freedom of expression freedom to believe or not believe. It was a cowardly attack 'তিনি (শিক্ষক) স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের বিষয়টি ছাত্রদের শিক্ষা দান করছিলেন। তিনি শিক্ষা দান করছিলেন বিশ্বাস করা ও না করার স্বাধীনতা বিষয়ে। এই হত্যার কাজটি অত্যন্ত কাপুরুষোচিত'।[১]

ঘটনা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারত, কিন্তু ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ঐ শিক্ষককে দেশের সর্বোচ্চ পদকে ভূষিত করে একটি অনুষ্ঠানে তথাকথিত বাকস্বাধীনতার নামে আবেগের আতিশয্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যাঙ্গচিত্র বড় বড় ভবনের দেওয়ালে আলোকরশ্মির মাধ্যমে প্রদর্শনের আদেশ দেন। শুধু তাই নয় ইসলাম সংকটে রয়েছে এবং ব্যাঙ্গচিত্র প্রচার বন্ধ করবে না বলেও মন্তব্য করেন। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে ২০০ কোটি মুসলিমের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। বাকস্বাধীনতার অপব্যবহারের প্রতিবাদে দেশে দেশে রাস্তায় নামে মুসলিম জনতার ঢল। প্রতিবাদস্থলগুলোতে আল্লাহু আকবার ধ্বনি, ফরাসী প্রধানমন্ত্রীকে নিন্দা ও ফরাসী পণ্য বয়কটের হিড়িক পড়ে যায়। এতে বিচলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সুর পাল্টে যায়। কাতার ভিত্তিক টিভি চ্যানেল আল-জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শন করা ফ্রান্সের কোন সরকারী প্রকল্প বা উদ্যোগ ছিল না। এটি একটি বেসরকারী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংবাদপত্রের কাজ। পত্রিকাগুলো সরকারের অনুগত নয়। কার্টুন এঁকে রাসূল (ছাঃ)-এর অবমাননা করায় মুসলমানদের অনুভূতি কেমন হ'তে পারে তা আমি বুঝতে পারি'।[২]

২০১৫ সালেও শার্লি হেবদো রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কন করে। তাহ'লে কোন বেসরকারী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংবাদপত্র হলেই কী কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতায় আঘাত করার লাইসেন্স পেয়ে যায়? কোন ধর্মের নবী, প্রধান পুরুষ কিংবা সম্মানীত ব্যক্তিকে অপমান, হেয়-তুচ্ছ করা যদি বাকস্বাধীনতা হয়ে থাকে তাহ'লে বাকসন্ত্রাসের সংজ্ঞা কি? মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের বাকস্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু তার কোন সীমারেখা থাকবে না? খোদ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'বাকস্বাধীনতা লাগামহীন নয়, সব ধর্মের প্রতি সম্মান জানানো উচিত'।[৩]

স্মরণযোগ্য যে, এই ফ্রান্স আলজেরীয় মুসলমানদের রক্তের নদীতে জাহাজ ভাসিয়ে তাদের 'ফ্রান্স' নামক রাষ্ট্রের অভিষেক করেছে। পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশী মুসলিম যে দেশে বসবাস করে, সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে ২০১০ সালে মুসলিম নারীদের বোরকা পরার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আবার এর ব্যত্যয় ঘটলে ৩২ হাযার মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানার আইন পাশ করে রেখেছে। যেই ফ্রান্সের নিকট মানুষের এই ধরণের একান্ত মৌলিক অধিকারের কোন মূল্য নেই, তাদের কাজে বাকস্বাধীনতার গল্প নিতান্তই বাতুলতা মাত্র।

ফ্রান্সে ইসলামের রাজনৈতিক বিকাশের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখি যে, স্পেন বিজয়ী মুজাহিদ সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের মাধ্যমে স্পেনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, মুসলিম সেনাপতিরা পার্শ্ববর্তী দেশ ফ্রান্সের দিকে মনোনিবেশ করেন। ১০১ হিজরীতে কর্ডোভার শাসক সামাহ বিন মালিক আল-খাওলানী ফ্রান্সের সেপ্টিম্যানিয়া শহর জয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সেখানে ইসলাম প্রবেশ করে বলে অনুমিত হয়। সেপ্টিম্যানিয়া জয়ের পর তিনি ম্যাজিলিন কারাখিশোনা ও আরবোনা শহর জয় করে তুলুজের দিকে ধাবিত হন। তুলুজ

১. *দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ই অক্টোবর ২০, পৃ. ৯।*

২. *দৈনিক যুগান্তর, ৩১শে অক্টোবর ২০।*

৩. *এনটিভি অনলাইন ডেস্ক, ১লা নভেম্বর ২০২০।*

শহর জয় করবেন এমন মুহূর্তে একুইটেনিয়ানের শাসক ডিউক উডোর অতর্কিত হামলায় মুসলীম বাহিনী পরাজিত হয় এবং সামাহ শহীদ হন। অতঃপর আমবাসা ইবনে সাহিম আল-কালবী ক্ষমতাসীন হয়ে সেপ্টিম্যানিয়াসহ আশপাশের আরও সাতটি বৃহৎ শহর পুনরুদ্ধার করেন। প্রোভিন্স ও লিয়ন শহর জয়ের পাশাপাশি ১০৭ হিজরীতে উতুন শহর জয় করেন। কিন্তু স্থানীয়দের বিশ্বাসঘাতকতায় আমবাসাও শহীদ হলে স্পেনে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়।

৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুর রহমান গাফেকি শাসক হওয়ার মাধ্যমে স্পেনে রাজনৈতিক স্থিরতা আসে। তিনি তুলুজ শহরে মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলার প্রতিশোধ নিতে ডিউক উডোকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মোতাবেক এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল সমারোহ নিয়ে জারুনের দিকে অগ্রসর হন এবং শহরের প্রায় অর্ধেকটা জয় করে ফেলেন। এমনকি প্যারিসের একশ মাইল দূরে অবস্থিত সন্স শহরও মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হয়। এমন শোচনীয় পরাজয়ে ভূমি হারানোর পর ইউরোপের অন্যান্য শাসকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১১৪ হিজরী মোতাবেক ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে বিলাতুশ শুহাদা নামক স্থানে ৭দিন ব্যাপী উভয় বাহিনীর রক্তক্ষয়ী তুমুল সংঘর্ষে অষ্টম দিনে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর মুসলিম বাহিনীর ছোট ছোট বিজয় আসলেও আর স্বগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। সর্বশেষ ১৪২ হিজরীর ৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টিম্যানিয়া শহর মুসলমানদের হাতছাড়া হয়'।[৪]

এভাবে যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ অস্থিতিশীল রাজনৈতিক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে মুসলিম শাসনের সমাপ্তি ঘটে। আর ইসলাম পূর্বযুগে ফ্রান্সকে শাসন করেছে রোমানরা। তখন থেকে এটি কেল্টীয় গল (Gaul) নামে পরিচিত ছিল। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকে রোমান সভ্যতা ধ্বংস হলে পর্যায়ক্রমে ফ্রান্স রাজবংশের মাধ্যমে শাসিত হয়। সর্বশেষ রাজা ষোড়শ লুই-এর সময়ে নেপোলিয়ন বোনাপোর্টের নেতৃত্বে ১৭৮৯-১৭৯৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের জোয়ারে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। অতঃপর ফরাসী বিপ্লবের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির দ্বন্দ্বে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ফ্রান্সের রাজনীতি অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যায় বটে; কিন্তু তারা সে সংকট কাটিয়েই আধুনিক ফ্রান্সে রূপান্তরিত হয়েছে।

ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুসলমান ফ্রান্সে বসবাস করে। তার কারণ হ'ল- সাম্রাজ্যবাদী রাজা ষোড়শ লুই-এর আদেশে সামান্য অযুহাতে ১৮৩০ সালে ফ্রান্স আলজেরিয়া আক্রমণ করে ১৮৪৭ সালের মধ্যে সিংহভাগ ভূমি দখল করে এবং ঔপনিবেশিক শাসন জারি করে। আলজেরীয়রা ১৯৫৪-১৯৬১ সাল পর্যন্ত ৮ বছরে ১০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। ফ্রান্সে মুসলিম শাসনকাল ও উপনিবেশের সময় থেকে মুসলমানরা বসবাস করে আসছে। তৎপরবর্তীকালে কখনো শ্রমিক হিসাবে আবার অভিবাসন সমস্যার কারণে আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে মুসলমানরা ফ্রান্সে বসতি গড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর হাত থেকে ফ্রান্সকে রক্ষার জন্য ৩৮ হাযার মুসলমান প্রাণ উৎসর্গ করে। এ সমস্ত আত্মত্যাগীদের সম্মানে ১৯২৬ সালে প্যারিসে গ্র্যাণ্ড মসজিদ নির্মাণ করে দেয় তৎকালীন ফ্রান্স সরকার'।[৫]

এভাবে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কার্যত ইসলামী শাসনের সোনালী যুগ হারানোর কারণে আজ তারা জিঘাংসার শিকার। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে পুঁজি করে ফরাসীদের ইসলাম অবমাননার রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের এ অভিলাষ বহু পুরাতন। ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ রোমান ক্যাথলিকদের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ফরাসী বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের সাথে গির্জার সম্পর্ক খারাপ হ'তে থাকে। সে সময় রাষ্ট্র পরিচালিত হ'ত গির্জার পোপদের বানানো নিয়ম-রীতিতে। পোপরা সেটিকেই ধর্ম বলে চালিয়ে দিত। এই ধর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ১৯০৪ সালে সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলিতে সকল প্রকারের ধর্মীয় তৎপরতা বন্ধ করতঃ পোপের সঙ্গে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। গীর্জার দালান-কোঠা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে সরকারী মালিকানায় নেওয়া হয়। এ পর্যায়ে শুধুমাত্র গির্জাগুলোকে শিক্ষাদানের জন্য সরকারী সনদ দিয়ে অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। আর শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে নৈতিকতা শিক্ষা চালু করা হয়, যা প্রকারান্তরে সরকারীভাবে নাস্তিকতা শিক্ষার দুয়ার খুলে দিল। ১৮৮০ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও ধর্ম তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই সময় ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার গণজোয়ার চলছিল। ফ্রান্স সে সুযোগে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করে নাম দিল অধর্মীয় ব্যবস্থা বা Laicisom (লেইসিজম)। ১৯৫৪ সালে লেইসিজমের তাৎপর্যে বলা হয়েছিল, 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন সাম্প্রদায়িকতার অধীন হবে না। সেগুলোর বিশেষ কোন নামও রাখা হবে না। বরং সেগুলি হবে নিরপেক্ষ। না ধর্মের পক্ষে কোন কথা বলবে, না তা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে'।[৬]

উপরোক্ত ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফ্রান্স তাদের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কোন্দলকে উপলক্ষ করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে। সে হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনীতি কিংবা শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকবে না এটাই সেক্যুলারিজমের শিক্ষা। কেননা সেক্যুলারিজম কিংবা লেইসিজম শিক্ষা ব্যবস্থায় অথবা রাষ্ট্র পরিচালনায় না ধর্মের পক্ষে কথা বলবে আর না বিপক্ষে,

৪. ফ্রান্সে মুসলিম শাসনের স্মৃতিচিহ্ন, কালের কণ্ঠ, পৃ. ১০, ১ নভেম্বর ২০১৮।

৫. মুসলমানদের আত্মত্যাগের সাক্ষী ফ্রান্সের গ্র্যাণ্ড মসজিদ, ১৯ জানুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১৫; কালের কণ্ঠ; উইকিপিডিয়া।

৬. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৬-৩৯।

না ধর্ম প্রত্যাখ্যান করবে আর না ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক মন্তব্য করবে। সুতরাং ধর্মের সাথে কোনরূপ ইতিবাচক বা নেতিবাচক সম্পর্ক না রাখাই যদি ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন হয়, তাহ'লে স্যামুয়েল প্যাটি কীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম ধর্মের নবী করীম (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে? কীভাবে পত্রিকার ব্যানারে শার্লি হেবদো ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে? শার্লি হেবদোর দুঃসাহসিক অপকর্ম তাদের ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের বিরোধী হয় না? ফ্রান্স সরকারের বর্তমান পদক্ষেপও কি তাদের দর্শনবিরুদ্ধ হয় না?

অপরপক্ষে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অবমাননার বিষয়টি বাকস্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত ধরলেও যে সেটা ধোপে টিকে না তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। কারণ প্রথমতঃ যে প্রধানমন্ত্রী নিজের প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্য হজম করতে পারে না, তুর্কি প্রেসিডেন্টের সামান্য কিছু মন্তব্য যার কাছে চরম অপমানজনক ও নিন্দাযোগ্য মনে হয়, সেই তার মুখে বাকস্বাধীনতার বুলি আওড়ানো 'এক চোখে তেল অপর চোখে নুন বিক্রি' করার নামান্তর। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪৯ সালে গৃহিত জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'Everyone has the right to freedom of opinion and expression; the right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.' অর্থাৎ 'প্রত্যেকের নিজের মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কোনরূপ বিঘ্নতা ব্যতীত নিজের স্বাধীনচেতনায় অটল থাকা; বিশ্বের যেকোন মাধ্যম থেকে তথ্য আহরণ করা এবং অন্য কোথাও সে তথ্য বা চিন্তা জ্ঞাপন করার অধিকার'।[৭]

এই অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু জাতিসংঘ পরবর্তীতে এই আইন কিছুটা সংশোধন করে লিখেছে যার সারমর্ম হ'ল 'এই সব অধিকারের চর্চা বিশেষায়িত নিয়ম এবং দায়িত্বকে ধারণ করে। তবে যদি এই চর্চার দ্বারা কারো সম্মানহানি হয় বা জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তবে কিছু ক্ষেত্রে এর অবাধ চর্চা রহিত করা হয়'।[৮] অর্থাৎ জাতিসংঘও বাকস্বাধীনতার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে রোধ করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

প্রিয় পাঠক! ইসলাম প্রতিটি মানুষের বাকস্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ করে। বরং প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ইসলামই জনসাধারণের মতপ্রকাশের প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়েছে, এমনকি অত্যাচারী শাসকের রক্ত চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়েও। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أفضلُ الجهاد كلمةُ حقٍّ عند سلطانٍ جائرٍ 'শ্রেষ্ঠ জিহাদ হ'ল অত্যাচারী শাসকের নিকটে হক্ব কথা বলা'।[৯]

কিন্তু ইসলাম মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যানারে স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন দেয় না। আজকে যারা বাকস্বাধীনতার অপব্যবহারকে বৈধতা দিতে ব্যতিব্যস্ত; তারাও নিজেদের সম্মানহানিকর ব্যাপারকে নিজের জন্য মেনে নেন না। তাই ইসলাম স্বেচ্ছাচারিতার অপনোদনের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা ঠিক করে দিয়েছে এবং মানুষের জিহ্বার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিধায় ইসলামে মতপ্রকাশের নামে সাধারণ মানুষের দুর্নাম করা, গীবত করা, মন্দ নামে ডাকা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, উপহাস করা ইত্যাদি বিষয়কে গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করো না এবং একে অপরকে মন্দ লক্বে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ'ল ফাসেক্বী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন আর কোন দিনার বা দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তার নিকট হ'তে নেয়া হবে আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হ'তে নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[১০]

পরিশেষে বলব, আমাদের হ'তে হবে তেজদীপ্ত ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান। আজ সেই ঈমানী শক্তি না থাকায় চক্রান্ত কারী ইহুদী-খ্রিষ্টান চক্র বারবার আমাদের বিরুদ্ধে সুযোগ গ্রহণ করতে চায়। তারা ইসলামী বিশ্বকে ধোঁকায় ফেলে পরিবেশ ঘোলাটে করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই যুবসমাজের প্রতি আহ্বান থাকবে, কোন অবস্থাতেই যেন আমরা তাদের পাতানো ফাঁদে পা না দেই। আমাদেরকে যেকোন ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ঈমান নিয়ে নির্ভিক চিত্তে রুখে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সকল কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা]

---

৭. *Universal Declaration of Human Rights*, www.un.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech

৮. *International convenant on Civil and political Rights, Office of the united nations high Commissioner for human rights, adopted and opened for signature, ratification and accession by UN general assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December, entry into force 23 March 1976*

৯. *আবূদাঊদ হা/৪৩৪৪; তিরমিযী হা/৩৭০৫*

১০. *বুখারী হা/২৪৪৯; আহমাদ হা/৯৩৩২*

আরবী শিক্ষা

-মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

বিদ্যা ও সাহিত্যিকতার প্রাচীনতম যুগের সহিত আরবী ভাষার সম্পর্ক বিজড়িত, বরং একথাও দাবী করা যাইতে পারে যে, ধরাপৃষ্ঠে এপর্যন্ত যতগুলি জীবন্ত অথবা মৃত ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কাব্যসাহিত্যের প্রাচীনতম সম্পদ আরবী ভাষাই পৃথিবীকে দান করিয়াছে।

আরবীকে সমগ্র ভাষার জননী (ام الالسنة) এবং মক্কানগরীকে সমুদয় জনপদের আদি কেন্দ্রভূমি (ام القرى) রূপে অভিহিত ককরা হইতেছে। একথার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাপক অনুসন্ধান ও গভীর গবেষণা সাপেক্ষ! এইরূপ আল কোরআনকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় (عربي مبين) অবতীর্ণ করার হেতুবাদ কি, তাহাও ভাষাতত্ত্ববিদগণের গবেষণার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস যে যুগ হইতে শুরু হইয়াছে বলিয়া সচরাচর অনুমান করা হইয়া থাকে, তদপেক্ষা উহার বহু পূর্ববর্তী যুগের সম্পদ।

তওরাত বিশারদগণের অধিকাংশের মতে তওরাতের সর্বপ্রাচীন পুস্তক হইতেছে 'ইয়োবের বিবরণ' আরবী আইয়ুবকে বাইবেলের প্রচলিত বাংলা অনুবাদে 'ইয়োব' লেখা হইয়াছে। হযরত আইয়ুব, হযরত ইব্রাহীমের যদি পূর্ববর্তী নাও হন, তথাপি তিনি যে তাঁহার সমসাময়িক, ইহা অনস্বীকার্য আর হযরত আইয়ুব যে আরব ছিলেন, ইহাও তাওরাত বিশারদগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আইয়ুবের বিবরণে উল্লিখিত আছে যে, তিনি উষ (উষ) দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং যে শেবা ও কলেদীয়ার লোকেরা তাঁহার পশুপাল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া উক্ত বিবরণে কথিত আছে, সেগুলি উহার পার্শ্ববর্তী দুইটি দেশ। আদি পুস্তকে উষকে অ'রামের পুত্র এবং তাঁহাকে শেমের পুত্র বলা হইয়াছে এবং হযরত নুহের যে তিন পুত্র জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া ছিলেন শেম তাঁহাদের অন্যতম। অ'রামীগণ সর্বসম্মতভাবে খাঁটি আরবদের বংশধর। ভৌগলিক হিসাবে দেখিলেও শেবাও কলদীয়ার নিকটতম দেশ একমাত্র আরবই হইতে পারে।

তাওরাত বিশারদগণ আরও বলিয়াছেন যে, হযরত আইয়ুবের পুস্তক প্রথমতঃ প্রাচীন আরবী ভাষাতেই লিখা হইয়াছিল, হযরত মুছা কর্তৃক উহা আরবী হইতে ইব্রীয় ভাষায় অনুদিত হয়। অলংকার, কবিত্ব ও শব্দবিন্যাসের গৌরবে গীতসংহিতা (যবুর) ও হিতোপদেশ ব্যতীত পুরাতন নিয়মের (old testament) কোন পুস্তকই আইয়ুবের পুস্তকের সমকক্ষতা বরিতে সমর্থ নয়। সুতরাং হযরত মুছারও পূর্বে আইয়ুবের পুস্তকের মত আরবী ভাষার লিখিত কাব্যের বিদ্যমানতা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ইব্রীয় সাহিত্যের বিকাশ লাভের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই আরাব সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আইয়ুবের পুস্তকের আরবী উপকরণ যোগাইয়াছিল, তাহাতে দ্বিমত নাই।

ইহাও প্রনিধান যোগ্য যে, যে ভাষা কোরআনের তাৎপর্য ও ইংগিতের বাহক ও ধারক হইয়াছে যে, আরবীতে ইমরাউলকয়েছ কবিতা রচনা করিয়াছেন উহাকে অনুন্নত যাযাবরদের ভাষা বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা সম্ভবপর? বস্তুতঃ আরবী ভাষা তমদ্দুনী ক্রমাবর্তনের এতগুলি স্তর অতিক্রম করিয়াছে যে, পৃথিবীর অপর কোন ভাষাই এবিষয়ে তাহার সমকক্ষতা করিতে সমর্থ নয়। সুমেরীয় (sumerian) আক্কাদী (Accadian) ও নিনেভিয় (Ninever) তমদ্দুন বাবিলোনিয়ার শিক্ষাসম্ভার ও মিসরের শব্দকোষের ভাণ্ডার, এরমিয় (Aramaia) ভাষার সম্পদ এবং কলেদীয় ও সিরিক সাহিত্য একই ভাষার শাব্দিক রূপায়ণের ক্রমবিকাশ মাত্র। ইহাই উত্তরকালে খৃষ্টপূর্ব চারি শতাব্দীতে আরবী ভাষার পোশাক পরিধান করিয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নবাবিষ্কার সমূহের মধ্যে আহীরাম (Ahiram) সমাধিসিন্দুক অংকিত লিপি আবিষ্কার আরবী ছাত্রদের জন্য অনুসন্ধানের একট নুতন পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বর্ণমালার সুসংবদ্ধ লিখন প্রণালীর ইতিহাস এযাবত খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দি পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই সমাধিবাক্সের আবিষ্কার মানুষের হস্ত লিপির ইতিহাসকে খৃষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দ পর্যন্ত পিছাইয়া লইয়া গিয়াছে অর্থাৎ খৃষ্টের ১২৫০ বৎসর পূর্বে উহা লিখিত এবং আরবী ফিনিক (Phoerecian) অক্ষরে অংকিত হইয়াছিল। এই আবিষ্কারের সাহায্যে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তওরাতের ও বাবিলোনিয়ার লাইব্রেরীতে রক্ষিত লিখিত ফলকসমূহের পূর্বে আরবী ভাষা এরূপ একটি লেখ্য ভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছিল যাহাতে বিজ্ঞপ্তি ও রাজসিক ফর্মান লিখিত হইত।

প্রাচীনতার দিক দিয়া ঋগ্বেদ কাব্যসাহিত্যের প্রাচীনতম সম্পদরূপে গণ্য হইয়া থাকে কিন্তু ম্যাক্সমূলক ঋগ্বেদের প্রাচীনতম কবিতাগুলিকে খৃষ্টপূর্ব ১২০০ বৎসরের রচিত বলিয়াছেন এবং আধুনিক Orientalist (প্রাচ্যবাদী) গণ কর্তৃকও উহা সমর্থিত হইয়াছে। স্মার্ণার মহাকবি হোমরের Iliad ও কাব্য সাহিত্যের প্রাচীনতম স্মৃতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে কিন্তু হেরোডোটাসের (Herodotus) অভিমত অনুসারে Homer খৃষ্টের ৮৫০ হইতে ৯ শত বৎসর কালের অধিক পূর্ববর্তী ছিলেন না।

ভাষাতত্ত্ববিশারদগণের যে সমস্ত উদ্ধৃতির আমি ইংগিত দিয়াছি, সেগুলির সাহায্যে আরবী কাব্যেরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতা প্রতিপন্ন হয়, অথচ গবেষণার দ্বার এখনও মুক্ত এবং কথা বলার অবসরও বাকী রহিয়াছে।

মহিমামণ্ডিত কোরআনকে সাধারণতঃ অনাদি বাণী (كلام قديم) বলা হয়। প্রথমতঃ যেহেতু অনাদিত্ব আল্লাহ্র অন্যতম বিশেষণ, তাই তদীয় বাণী কোরআনকে অনাদি বা পুরাকাব্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই শাশ্বত বাণী যে প্রাঞ্জল আরবীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উহার প্রাচীনতা লক্ষ্য করিয়াও উহাকে পুরাবাক্য নামে অভিহিত করা আশ্চর্য নয়।

নবীগণের সমাপ্তকারীরূপে ধরণীর বুকে আরবী নবীর শুভপদার্পণ এবং শেষ ঐশীগ্রন্থ কোরআনের আরবী ভাষার অবতরণ একটা সাধারণ ও আকস্মিক ব্যাপার নয়, ইতিহাস-দর্শন ও জীবতত্ত্বের বহু রহস্যমূলক তথ্য ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে।

আরবী একটি জীবন্ত ভাষা :

আরবী পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রহিয়াছে। মরক্কো হইতে পাকিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত উহা কথা ও লেখ্য ভাষা রুপে ব্যবহৃত হয়। অথচ আরবী ভাষা অপেক্ষা বহু কালের পরবর্তী ভাষাগুলির অধিকাংশ আজ ধরাপৃষ্ট হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে আর যেগুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে, সেগুলোরও শুধু সাংস্কৃতিক (Classical) রূপই বিদ্যমান আছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন হওয়া দূরের কথা পৃথিবীর কোন অংশেই সেই ভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়না, কেহ বুঝিতেও পারেনা। পক্ষান্তরে আরবী ভাষার এই সজীবতা ইছলামের সজীবতার পক্ষে অপরিহার্য ছিল বলিয়া স্বয়ং প্রকৃতি ইহার স্থায়িত্বের উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করিয়াছে।

আরবী বিদ্যা ধর্মীয় বিদ্যার নামান্তর কেন?

ইতিপূর্বে আরবী বিদ্যাকে দ্বীনীবিদ্যা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছিল, ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে ধর্মের সত্যস্বরূপ প্রতিপন্ন করার জন্য মহাগ্রন্থ কোরআন আল্লাহ্র জ্বলন্ত নিদর্শন। কোরআন বোধগম্য না হওয়া পর্যন্ত ইছলামের স্থায়িত্ব কল্পনা করা যাইতে পারেনা। আর কোরআনের ভাষা আরবী, সুতরাং কোরআনের অভিজ্ঞতা আরবী ভাষার সজীবতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। তাই আরব ও আরব বহির্ভূত দেশের উলামা সমাজ আরবী ভাষার হিফাযত ও প্রচারের আবশ্যকতা সম্পর্কে একমত হইয়াছেন। আরবীবিদ্যার জীবন ও বিস্তৃতি ইছলাম ও মিল্লাতের সমৃদ্ধি ও শক্তিরই নামান্তর।

দুনিয়ার বুকে যত মানুষ ইছলামে দীক্ষিত হইয়াছে তাহারা সকলেই পরস্পরের ভাই। ইহারা আরবী উম্মত বা ফার্সী উম্মত, পাকিস্তানী উম্মত বা তুর্কী উম্মত নহে, ইহারা সকলেই ইছলামী উম্মতের অন্তর্ভূক্ত। এই কথারই ইংগিত রহিয়াছে আল্লাহ্র এই নির্দেশের ভিতর : وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون 'এবং বস্তুতঃ তোমাদের এই উম্মত একই অদ্বিতীয় উম্মত আর একমাত্র আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব কর'। আর একথা সুস্পষ্ট যে উম্মতের এই অদ্বিতীয়তার পরিকল্পনা ভাষার অদ্বিতীয়তা ব্যতীত সার্থক হইতে পারেনা। একথার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি মানবের পক্ষেই উহাতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা ওয়জিব, কিন্তু উম্মতের প্রত্যেকের পক্ষেই আরবী ভাষার আংশিক অভিজ্ঞতা যে ওয়াজিব, তাহা অনস্বীকার্য। আল্হামদুলিল্লাহ! জাতির বৃহত্তর অংশ আজ পর্যন্ত এই ওজুবকে অস্বীকার করে নাই।

এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, জাতীয় সংহতি ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের যে মহাগৌরব মুছলিম জাতি বিভূষিত হইয়াছে, সে গৌরব আরবীর মাধ্যমেই অর্জিত হইয়াছে। এই জাতীয়তা আরবী গোত্র ও স্বাদেশীকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, উহা আরবী ভাষার সাহায্যেই সম্ভবপর হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, আরব বহির্ভূত দেশের মুছলমানগণ আরবী ভাষার সেবায় কোনদিন আরবগণের পশ্চদাবর্ত্তী হন নাই। আরবী কেবল আরবগণের ভাষা নয়, উহা কোরআনের ভাষা এবং কোরআনের ধারক (দঃ) আরবী ভাষার মাধ্যমেই উহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশ্ববাসীকে আল্লাহ কোরআন বুঝিবার, উহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার, উহার যিক্র ও উহার সাহায্যে হিদায়ত আহরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। আমাদের নমায ও যপ-তপকে আরবী ভাষাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে, ইবাদত, যিক্র ও তিলাওয়াতের অর্থ যাহাতে আমরা হৃদয়গম করিয়া উহার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারি, আল্লাহ তাহার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইছলামী সংবিধানের যতগুলি দফা আছে, সংক্ষেপে অথবা সবিস্তারে কোরআন সমস্তই উল্লিখিত রহিয়াছে। আরবী ভাষার অভিজ্ঞতা লাভ না করা পর্যন্ত উল্লিখিত আইনসমূহকে বুঝা ও অনুসরণ করিয়া চলা সুদূর পরাহত এবং ইহা সর্বজনবিদিত যে, ما لا يتم الوجب الا به فهو واجب 'যাহা না করিলে ওয়াজেব সমাধা হয় না তাহাও ওয়াজিব'। আবার কোরআনকে 'অতিপ্রাকৃতিক' বা অলৌকিক (Miracles) বলা হইয়াছে এবং উহার শ্লোকগুলি নিদর্শনরূপে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং কোরআন কেমন করিয়া মুজিযা, তাহা কোরআনের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমাকে হৃদয়ঙ্গম করার উপরেই নির্ভর করিতেছে।

কোরআনের অনুবাদ প্রকৃত কোরআন নয় এবং উহার অনুকল্প ও স্থলাভিষিক্তও নয় :

স্ব স্ব কল্পনাবিলাসের অভিমানের যে অরাজকতা বর্তমানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার ফলে কতিপয় অনুবাদসর্বস্ব ব্যক্তি কোরআনী বিদ্যার বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবীদার হইয়া বসিয়াছেন। ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, অনুবাদকে মূল অপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করার ধ্বনিও নিনাদিত

হইতেছে কিন্তু বিচার-বুদ্ধির ক্ষুদ্রতম অংশও যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কোনক্রমেই এই বাস্তবকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, অনুবাদ যদি সঠিক ও বিশুদ্ধও হয় তথাপি কোরআনের অলংকারিক গৌরব ও মর্ম্মস্পর্শীতার বাতাসও অনুবাদগুলির গায়ে লাগা সম্ভবপর নয়। তারপর এই অর্বাচীন ব্যাখ্যাকারীরা একথা কেমন করিয়া ভুলিয়া গেলেন যে, আল্লাহ যে কোরআনকে আরবী রাছুলের (দঃ) প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, সে কোরাআন আরবী কোরআনই ছিল।

স্বয়ং আল্লাহ এ সম্পর্কে বলিয়াছেন : الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ– إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ– আলিফ-লাম-মীম-রা ইহা প্রত্যক্ষ গ্রন্থের আয়াত সমূহ। আমরা উহাকে আরবী কোরআনরূপে অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষিত হয়। আরও বলিয়াছেন ঃ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ এবং উহাকে আরবী কোরআন রুপে অবতীর্ণ করিয়াছি। যাহাতে তাহারা সমীহ করিতে শিখে তজ্জন্য আমরা উহাতে ভয়-প্রদর্শনের রীতিও অবলম্বন করিয়াছি। আরও আদেশ করিয়াছেন ঃ حم– تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ– كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ– হা-মীম পরম দয়াময় কৃপানিধান আল্লাহ নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহা এরূপ একটি গ্রন্থ যাহার শ্লোকগুলি পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, যাহারা বিদ্যান তাহাদের জন্য আরবী কোরআন।

উল্লিখিত অকাট্য উদ্ধৃতিসমূহ প্রতিপন্ন করিতেছে যে, অনুবাদ ও তাফছীর কোনক্রমেই কোরআন নয়। যে কোরআন আমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং যে কোরআনের পঠনও আবৃতি, যিকর ও আনুসরণ আমাদের জন্য ওয়াজিব, তাহার আরবী কোরআন। উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অবগত হওয়া আরবী ভাষার অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। তর্জমার শব্দগুলি ওহী ও প্রত্যাদেশ নয় এবং কোনক্রমেই অকাট্য নয়, উহার ভ্রম ও প্রমাদের অবকাশ সব সময়েই বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন তর্জমাকেই অবিসম্বাদিত ও সুনিশ্চিত বলার উপায় নাই বরং সত্য কথা এই য, শুধু আরবী সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করিয়াও কোরআনের কতক শব্দ আদেশের অনুবাদ করা সম্ভব নয়। কারণ এই মহিমান্বিত গ্রন্থ কেবল আরবী সাহিত্যেরই এক অমূল্য অনুপম সম্পদ নয়, ইহার শব্দগুলি বিভিন্ন অর্থের ধারক। আল্লামা আবুল ফযাইল আহমদ বিনে মুহাম্মাদ বিনুল মুযাফফর রাযী স্বীয় হুজাজুল কোরআন নামক চমৎকার গ্রন্থে সমুদয় পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত মুছলিম দলের মতবাদ ও উক্তিগুলির সন্ধান কোরআনই প্রদান করিয়াছেন আর এই জন্যই গোমরাহ ও বিদআতির দল সকল ক্ষেতেই কোরআনকে আড়াল করিয়া ধরায় অভ্যস্ত আর এই জন্যই হযরত উমর ফারুক এই শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছেন : رموهم بالسنة অর্থাৎ ছুন্নতের তীর বর্ষণ করিয়া উহাদের মুখ ফিরাইয়া দাও। যাহারা মূল আরবী ভাষার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি রাখিতেন, তাঁহারাদের অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে যেসকল স্বয়ং সিদ্ধ মুজতাহিদ এবং অভিযানসর্বস্ব মূর্খের দল আরবী ভাষার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ইছলামের সংশোধন ও ব্যবচ্ছেদের কার্যে রত এবং মহামাননীয় মোহাম্মাদী শরীআতকে স্ব-স্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উপকরণে পরিণত করিতে সমুৎসুক, তাহাদের অবস্থা যে তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে।

অনুবাদ ও পরিবর্তিত বর্ণমালা দ্বারা শরীআতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে :

ভাষা ও বর্ণমালার (Script) প্রভাবে ও প্রতাপে জাতি ও রাষ্ট্রের ভাগ্য গঠিত এবং বিপর্যয় সংঘটিত হয়। এই বিষয়টির গুরুত্ব আপনারা কোনক্রমেই এড়াইয়া যাইতে পারেন না। প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে যাহাদের ভাষা ও বর্ণমালা অবলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অস্তিত্বও ধরাপৃষ্ট হইত মুছিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইয়াহুদী জাতীয়তার (Judaism) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাবেলোনিয়ার যুদ্ধে ইয়াহুদীরা তাওরাত হারাইয়া ফেলে এবং ইহার কয়েক শতাব্দীর পর কতিপয় ইছরাইলী বিদ্বান কর্তৃক তওরাত নামীয় একখানা গ্রন্থ সংকলিত এবং উহার মুছা, হারুন এবং অন্যান্য নবীগণের কাহিনীগুলি সন্নিবেশিত হয়। শাব্দিক ও আর্থিক নানাবিধ ভ্রম ও পরিবর্তন সহকারে উহার সহিত মূল তাওরাতের কতিপয় সাংবিধানিক ধারাও সংযোজিত করা হয়। উত্তরকালে ইয়াহুদিরা শুধু এই অনুবাদরে উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। খৃস্টানিটির অবস্থা এই যে, যেমস্ত শিক্ষা, উপদেশ এবং সুসংবাদ পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে লইয়া হযরত ঈছা (যীশুখৃষ্ট) আবিভূত হইয়াছিলেন, প্রথম শতকেই উহা সত্তরখানা বিভিন্নরূপী বাইবেলের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিমাপূজক (Pagan) রাজা কনস্ট্যান্টাইন (২৭২-৩৩৭) নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য হযরত ঈছার তিন শতাব্দী পর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং শুধু খামখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া সমুদয় বাইবেল প্রত্যাখান করিয়া তন্মধ্য হইতে শুধু চারিটি বাইবেল গ্রহণ করেন। এই রাজাই হযরত মরইয়ম ইত্যাদির পূজা খৃষ্টধর্মে প্রচলিত করেন এবং গীর্জ্জাগুলি নানারূপ প্রতিমূর্তি ও ছবিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। ভাষা ও বর্ণমালার পরিবর্তনের ফলে পরিশেষে উক্ত ইঞ্জিল চতুষ্টয়ও পরিবর্তিত হইয়া যায় আর এই কারণে মোহাম্মাদ রছুলুল্লাহ্‌র (দঃ) গৌরবান্বিত নাম বিকৃত ও সন্দেহযুক্ত হইয়া উঠে।

আরবীকে উপেক্ষা করার কুফল :

বর্তমানে নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদীদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা বহুল দলগুলি স্বয়ং ধর্মের বিরুদ্ধে প্রাচীনকালের সন্দেহগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে এবং আধুনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতগুলি মতবাদের উপর সেই সকল সন্দেহের ভিতি স্থাপন করিয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ সম্পর্কে কল্পনা ও অনুমানের পর্বত রচনা

করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি উত্তম আর কতক বর্জনীয়, কতিপয় মতবাদ কল্যাণময় আর কতক অতিশয় ক্ষতিকারক। এগুলির মধ্যে এরূপ মতবাদেরও অভাব নাই, যাহা বিশ্বজনীন বিধ্বস্তির কারণ হইয়াছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারঘাত করিয়াছে। বস্তুতান্ত্রিক বিদ্যার প্রাচুর্য, নীতিনৈতিকতার উশৃংখলা, শ্চছরিত্রতা, হীনমন্যতা, অশান্তি, উপদ্রব ও অরাজকতা প্রভৃতিকে চারিত্রিক মর্যাদা এবং সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আসন প্রদান করার মনোবৃত্তি ইহার ভয়াবহ পরিণতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে অশান্তি ও উপদ্রবের এই প্রলয়ংকারী দাবানল জলে স্থলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পুঁজিবাদ ও সমূহবাদের অগ্নিশিখায় ভূমণ্ডলের আকাশ ধুম্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কম্যুনিস্ট প্রচারক দলের প্রচারণা ধরিত্রীর প্রতি প্রান্তে বিস্তার লাভ করিতেছে এবং নিরীশ্বরবাদী অশ্লীল তমদ্দুন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

মুছলমানগণের মধ্যে হীনমন্যতার প্রাদুর্ভাব :

বাগদাদের পতনের হৃদয়বিদারক ঘটনা ইছলামের প্রকাশ্য অবয়বকে আংশিকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার আত্মাকে বিকৃত করিতে সক্ষম হয় নাই কিন্তু তাতারী অভিযানকে যদি ইয়াজুজ মাজুজের ফিতনা বলা চলে, তাহা হইলে ইহা বিশ্বাস করা উচিত যে, বর্তমান ফিতনা দাজ্জালের ফিতনা অপেক্ষা কোনক্রমেই কম নয়। এই ভীষণ ফিতনার কবল হইতে ইছলাম ও মিল্লাতে ইছলামের সম্ভ্রমকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হইতেছে দ্বীনী বিদ্যা অর্থাৎ আরবীকে পুনরুজ্জীবিত করা। ইমাম শাফেয়ীর মূল্যবান উক্তি কোনক্রমেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যাহা তিনি অছুলে ফিক্বহের সর্বপ্রথম গ্রন্থ কিতাবুর রিছালায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার উক্তির মর্মানুবাদ আমি নিম্নে উধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) পূর্বে নবীগণ স্ব স্ব গোত্রের জন্যই প্রেরিত হইতেন কিন্তু মোহাম্মাদ মুছতফার (দঃ) আবির্ভাব নিখিল বিশ্ব মানবের জন্যই ঘটিয়াছে। যেহেতু প্রাচীন জাতিসমূহের ভাষা বিভিন্ন এবং এক জাতি অপর জাতির ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং এক ভাষার পক্ষে অপর ভাষার অনুসারী হওয়া যরূরী এবং অনুসৃত ভাষার পক্ষে অনুসারী ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া ওয়াজেব। আর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, রছুলুল্লাহ্র (দঃ) ভাষা সমগ্র ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার ভাষার পক্ষে অপর কোন ভাষার একটি অক্ষরেও অনুসারী হওয়া বৈধ নয় বরং সমগ্র ভাষার পক্ষে তদীয় ভাষার অনুসারী হওয়া অপরিহার্য। সমুদয় অতিক্রান্ত ধর্মের জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) ধর্মের অনুসরণ ওয়াজেব করা হইয়াছে (১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠা)।

একথার এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, আমাদের ছাত্র মণ্ডলী আরবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষা এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আদৌ চর্চা করিবেন না অথবা তর্জমা, তফছীর এবং ভাষ্যগ্রন্থসমূহ দ্বারা উপকৃত হইবেন না। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু যে, আরবী ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুছলিম ছাত্রের জন্য ফরয। আমাদের বর্ত্তমানে ও ভাবী বংশধরগণ জীবন সংগ্রামের যে কোন ক্ষেত্রেই অভিযান করুণ, তাঁহারা কোরআনের ধারকের ভাষায় যেন অপরিচিত না থাকেন। কিন্তু অশেষ লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে আরবী শিক্ষার এই গুরু কর্তব্যকে বড়ই অবহেলা করা হইতেছে। বস্তুতান্ত্রিক বিদ্যা, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ভাষার প্রতি যে রূপ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়া থাকে, পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রের সরকার এবং উহার নাগরিকগণ আরবী শিক্ষার প্রতি উহার শতাংশ গুরুত্বও প্রদান করিতে প্রস্তুন হন না।

পূর্ব পাকিস্তানের আরবী শিক্ষার অবস্থা এবং এসম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব :

ওয়ারেণ হেস্টিংসের সময় হইতে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে এই দেশে একটি বিশেষ ধরণের আরবী শিক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে এবং দর্ছে নিযামিয়া নামেও আরেক প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি যাহা নিশ্চিহ্ন প্রায় হইয়া গিয়াছিল পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। এই উভয়বিদ শিক্ষার প্রণালী স্বস্ব স্থানে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন কল্পে চমৎকার ছিল, কিন্তু আমার বাচালতাকে যদি আপনারা ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমি বলিব যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই উভয়বিধ শিক্ষা এবং উহার পাঠন প্রণালী, বিশষভাবে বর্তমান সময়ে, সম্পূর্ণ ত্রুটিবিমুক্ত নয়। আমি শিক্ষা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ নই, আমি একজন ক্ষুদ্র ছাত্র মাত্র, প্রচলিত পঠন ও পাঠন প্রণালীতে যে জ্ঞানতৃষ্ণা আমি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি, কেবল সেই সকল বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যাকে বলে জ্ঞান তৃষ্ণার নিবৃত্তি, প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীতে তাহার অস্তিত্ব নাই। শুধু অনুবাদ আর নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ইহার সাহায্যে জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা সুদূর পরাহত। যাহা পঠিত ও পাঠিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত উহা মস্তিষ্কে অংকিত হইয়া না যায় শুধু শব্দগুলি এবং সেগুলির সরল অর্থ মুখস্থ করিয়া কোন লাভ হইবে না। সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে শব্দতত্ত্ব অর্থ তুলনা ও সৌসাদৃশ্যমূলক উদাহরণ এবং অলংকার ও প্রকাশ ভংগীর অনুধাবন, দৃষ্ঠান্ত ও উদাহরণের যাচাই একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য-দর্শনের প্রতি মনঃসংযোগ করাও আবশ্যক। কোরআন এবং তফছীরের শিক্ষাদানে অছুলে তফছীর, উলুমে কোরআন ও কোরআনের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক উল্লেখগুলির নিরুপণ ও অনুসন্ধান বিশেষভাবে যরূরী। নির্দিষ্ট মযহব উদ্দেশ্যের প্রচার ও প্রসারের পরিবর্তে যাহাতে ছাত্রগণ প্রসারিত দৃষ্টিভংগী, প্রবণতা, ইজতিহাদ এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হইতে পারেন, তজ্জন্য সচেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। কোরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন গভীর মহাসমূদ্র। সাহিত্য, নীতিনৈতিকতা, আধ্যাতিকতা, ইতিহাস ও জীবনী, অর্থবিজ্ঞান

ও রাষ্ট্রনীতি, তমদ্দুন ও সমাজদর্শন, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, গণিত ও রসায়ণ, ভূগোল ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের মহামূল্য মুক্তারাজি কোরআনে বিক্ষিপ্ত অথবা স্তূপীকৃতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যেসমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য এই গ্রন্থ 'খাতেমুল কুতুব' অর্থাৎ সমুদয় ঐশীগ্রন্থের সমাপ্তকারী আখ্যা লাভ করিয়াছে তাহার তত্ত্ব উদঘাটিত করাও শিক্ষক মহোদয়গণের জন্য ওয়াজিব। শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এই গ্রন্থ মানুষের কর্মজীবনের সত্যকার দিক দিশারী এবং পথের আলো। কিন্তু শুধু শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটির জন্যই এই মহা গ্রন্থ আজ মছজিদ ও গোরস্তানেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

আরবী শিক্ষার বরকত ও কল্যাণেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ দ্বীনী ও দুনিয়াবী গৌরবের গগণস্পর্শী মিনারায় অধিরোহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদেরই উত্তরাধিকারীরা আরবী শিক্ষার গঠন ও পাঠন এবং কার্যকারিতার ত্রুটির জন্য কর্মজীবনের প্রত্যক স্থান হইতে বিতাড়িত হইতেছেন। ইহা বিশ্বস্ত হওয়া আদৌ উচিৎ নয় যে, প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে যে ধর্ম যুগের দাবী পূর্ণ করিতে সক্ষম হই নাই, তাহারা হয় ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অথবা স্ব স্ব উপাসনালয়ের চতুঃসীমার ভিতর কয়েদ হইয়া রহিয়াছে। আর এই আটক থাকার সুযোগও যে, তাহারা লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত ধর্মের প্রতি অনাস্থা ভাব সভাবসিদ্ধ হইয়া উঠে নাই। এই জন্য প্রাচীন ধর্মগুলি নির্বাসিত জীবনযাপন করার সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু ইদানীং ধর্ম ও মযহব সমন্ধে অসন্তোষ ব্যাপকভাবে সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং আরবী শিক্ষা যদি যুগের দাবী আর মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে উহার ধারকদের জন্য ধরা পৃষ্ঠ কোন স্থান থাকিবেনা। হাদীছ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ কোরআনের মতই সমান্তরাল ভাবে গবেষণামূলক পদ্ধতিতে প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক। শব্দতত্ত্ব ও আভিধানিক অনুসন্ধানের সাথে সাথে হাদীছের তাৎপর্য যাহার হাদীছ সেই রছুলের (দঃ) অভিপ্রায় মত ছাত্রদের সম্মুখে বিশ্লেষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাদীছের সমর্থন ও বলিষ্ঠতার জন্য আনুসঙ্গিক প্রমাণাদির প্রতিও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া আবশ্যক। যে সমস্ত মছআলা হাদীছ হইতে প্রতিপাদিত হয়, পূর্ববর্তীগণের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকুক কি না থাকুক, সেগুলি প্রতিপন্ন করিয়া দেখান উচিত। ছনদ, রিওয়ারত ও দিরায়ত সম্পর্কে অনুসন্ধান করার অভ্যাস ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সৃষ্টি করা অপরিহার্য। সকল অবস্থায় রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকে মূল কেন্দ্রের মর্যাদা প্রদান করিতে হইবে। হাদীছে বিরোধীদের প্রশ্নগুলির সমুচিত উত্তর প্রদানের জন্য ছাত্রদের মধ্যে দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করিতে হইবে।

ফিকহ ও আছারের শিক্ষাও অবশ্যপাঠ্য, কিন্তু শুধু অনুসন্ধান এবং জ্ঞানের প্রবণতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য উদার মনোবৃত্তি এবং প্রশস্ত দৃষ্টি লইয়া ইহার পঠন ও পাঠনে ব্রতী হইতে হইবে। মযহবী সংকীর্ণতাও দৃষ্টিভংগী অতীতেও মুছলমানগণের জন্য ফলপ্রসু হয় নাই আর বর্তমানে এরূপ রুচি শুধু ক্ষতিকারকই নয় বরং উহা মিল্লত ও দ্বীনের পক্ষে ধ্বংসাত্মক। আপনারা কি দেখিতেছেননা যে, বিদ্বানগণের মতভেদ যাহা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাচর্চা এবং অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ কল্পে বহুমূল্য সম্পদ ছিল, সেগুলির দৃষ্টান্ত উধৃত করিয়া আজ ইছলাম ও ইছলামী বিদ্যার ধারকদিগকে কিভাবে উপহসিত ও বিড়ম্বিত করা হইতেছে এবং জনগণের কাছে তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই জীবন-যন্ত্র কিভাবে মারণযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে? ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ফিকহশাস্ত্র (Islamic Jurisprdence) সীমাহীন বস্তু এবং কোরআন ও ছুন্নাহ্র মত উহা চরম ও অকাট্য নয়। পৃথিবীর আয়ুর দীর্ঘতা ও বিবর্তনের সংগে সংগে ফিকহশাস্ত্রের বিকাশ ও পরিবর্ধন অনস্বীকার্য। হাতুড়ে চিকিৎসকদের মত শুধু পুরাতন ব্যবস্থাপত্রের তনুকরণ করা যথেষ্ট নয়। অভিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসাবিদের ন্যায় যাহারা পুরাতন ব্যবস্থাপত্রের সংশোধন করিতে এবং উহাকে নুতনত্ব প্রদান করিতে সমর্থ, ইছলামী বিদ্যার ধারকদিগকে তাঁহাদেরই মত হইতে হইবে। জীবন সমস্যার প্রত্যেক দুরূহপ্রান্তে ও স্তরে ইজতিহাদ ও সুদৃঢ় প্রজ্ঞা সহকারে তাঁহাদিগকে নিত্যনতুন ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন কল্পে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে, অথচ কোন অবস্থাতেই কোরআন ও ছুন্নাহ্র মর্ম কেন্দ্র হইতে তাঁহাদের পদস্খলন ঘটিবে না। ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের অধ্যাপনাতেও এইভাবে প্রমাণাদি, গ্রহণ-বর্জন ও আলোচনাপদ্ধতি ও বিচার সম্বন্ধেও ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা আবশ্যক। ফলকথা, যে বিষয়ের শিক্ষাই প্রদত্ত হউক না কেন, উহার প্রকৃত আস্বাদ ছাত্রদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনাতেও আরবী ছাত্র সমাজের মতঃসংযোগ করা কর্তব্য। যেহেতু এই সকল শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থগুলি আরবী ভাষায় নাই, তাই যে যে ভাষায় ওগুলি সংকলিত হইয়াছে বা হইতেছে সে সমস্ত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। অনুসরণ ও তক্বলীদের জন্য নয় বরং জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও পরীক্ষামূলক তুলনা ও সমালোচনার উদ্দেশ্যে, যুক্তিবাদকে শরীআতের সহিত সুসমঞ্জস করার অভিপ্রায়ে।

দৃষ্টিভংগীর পরিপক্কতা এবং জ্ঞানের গভীরতা লাভের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় (Research) প্রবৃত্ত হওয়াও আবশ্যক। কিন্তু আমাদের শাসকগোষ্ঠি এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের একদেশ দর্শিতা, গোঁড়ামি এবং তাঁহাদের দৃষ্টিভংগীর সংকীর্ণতার জন্য আরবী ইউনিভার্সিটির স্বপ্ন যেরূপ বাস্তবাকারে রুপায়িত হইতে পারে নাই, তেমনি আরবী শিক্ষার্থীদের জন্য কোন প্রেক্ষাগৃহ ও গবেষণাগার (Research institute) প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভবপর হয় নাই। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলকেই আরবী ছাত্র সমাজের অযোগ্যতার বুলি আওড়াইতে শুণা যায়, কিন্তু আরবী শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা

অর্জনের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করার সদিচ্ছা কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজ এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ সামান্য মনোযোগ দিলে আরবী শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্রদের জন্য অন্ততঃ 'দারুল মুছান্নেফীন' আকারের প্রতিষ্ঠান গঠন করা কিছুই কষ্টসাধ্য নয়।

একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব

আরবী ছাত্র ও ইংরেজী ছাত্রদের মধ্যে যে রেষারিষি বর্তমানে সংঘর্ষের পর্যায়ে উপনীত হইতে চলিয়াছে, দেশ ও সমাজের কল্যাণ এবং ধর্মীয় স্বার্থের খাতিরে তাহার নিরসন কল্পে অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের আপোষ, নৈকট্য ও মিলনের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কোন বৈপ্লবিক পরিকল্পনা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে আর ইহার প্রথম সোপান হইতেছে পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষার মাধ্যমের আশু পরিবর্তন এবং চরিত্রগঠনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

আমার বিবেচনার মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত মাদরাছা ও স্কুলের পাঠ্যবৈষম্য বিদূরিত করা উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষায় কোরআন মোটামুটি আরবী শিক্ষা, দ্বীনিয়াত, রাষ্ট্রভাষা ও মাতৃভাষা, জাতীয় ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল, প্রাথমিক আধুনিক ন্যায় শাস্ত্র, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলা, উর্দু, ইংরেজী ও আরবীর লিখন এবং অনুবাদের অনুশীলন প্রত্যেক মুছলিম ছাত্রের জন্য শিক্ষণীয় হওয়া উচিত আর শিক্ষার মান পুঁথিগত পরীক্ষায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ইছলামী নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্রগণ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং বিজ্ঞানের ছাত্রদের ন্যায় আরবী ছাত্রগণ বিজ্ঞান কলেজের পরিবর্তে আরবী কলেজে ভর্তি হইবে এবং তথায় উন্নত জ্ঞানের অধিকার লাভ করিবে। এইভাবে আরবী ও ইংরেজী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষের স্থলে প্রীতি ও সৌহার্দের ভাব সৃষ্টি হইবে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অন্তঃকরণও কোরআন ও ইছলামের নূরে আলোকিত হইয়া উঠিবে।

আরবীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা যদিও অলংঘনীয় ফরয (فرض عين) কিন্তু ধর্মবিদ্যার বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরযে কিফায়া আর এই আসনের অধিকারী হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্তও নয়।

আল কোরআনে বলা হইয়াছে, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 'তাহাদের সমুদয় দল হইতে কিছু সংখ্যক লোক কেন বহির্গত হয়না? যাহারা দ্বীনের বিশেষজ্ঞ হইবে এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাতিকে সাবধান করিবে, যাহাতে তাহারা অন্যায় হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়' (আত-তওবা, ১২২ আয়াত)।

নবুওতের উত্তরাধিকারের আসন কেবল কাল-যাপন এবং পার্থিব সুখ-সম্ভোগের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়। এই কার্যের দায়িত্ব প্রাণান্তকর, আর এপথের সংকট ও বিপদ অতিশয় ভয়াবহ।

در منزل لیلی که خطر هاست بجان
شرط اول قدم آن ست که مجنون باشی!

ইদানীং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবী শিক্ষার পথ কেবল কাল যাপন ও আর্থিক অনটনের কারণেই অবলম্বন করা হয়। কোন উন্নত লক্ষ্য এবং মহৎ আকাংখা ইহার পশ্চাতে প্রেরণা যোগায় না। সুতরাং কোরআনের ধারক হওয়ার দায়িত্ব অবহেলিত হয় আর সুযোগ পাইলেই মওলবীগিরীর শিষ্ঠাচারকে মিষ্টারীর চাকচিক্যে বিভূষিত করার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই প্রতি বৎসর শত সহস্র আরবী বিদ্যার্থী মাদরাছা হইতে বহির্গত হন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের সন্ধান করা দুরূহ হইয়া উঠে।

পার্টি লিডারদের যিন্দাবাদী ঘোষণা এবং তাঁহাদের আসনকে গগনস্পর্শী করিয়া তোলার জন্য কাঁধ আগাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য রাজনীতির চর্চা করা ছাত্রদের পক্ষে অবৈধ ও নিন্দনীয়। অবশ্য পবিত্র দ্বীনের তবলীগ ও প্রচার এবং নাস্তিকতা ও লাদ্বীনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা আবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা জাতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। আজ যাহারা ছাত্র এবং মিল্লাতের সন্তান, আগামী কল্য তাঁহারাই জাতির চালক ও নেতৃস্থানীয় হইবেন। অতএব পরিবেশের সহিত ঔদাসীন্য তাঁহাদের ভাবী জীবনকে বিকল ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ করিয়া তুলিবে। সুখের বিষয়, আরবী ছাত্রবৃন্দের দৃষ্টি এদিকে কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আরও ব্যাপক ও প্রশস্ততর করিতে হইবে। আরবী ছাত্রদের জন্য পাঠাগার এবং ডিবেটিং ক্লাব সমূহের একান্তই অভাব। ইহাদের জন্য একই হল ত দূরের কথা একটি বোর্ডিং হাউসের সু ব্যবস্থা করাও আজ পর্যন্ত পূর্বপাক সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইলনা।

فالى الله المشتكى

উপসংহারে আরবী ছাত্রদের সম্বন্ধে সমাজের ঔদাসীন্যের জন্য আমি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

مبین حقیر گدایان عشق را کیس قوم،
شهان بے کمر و خسروان بے کله اند!

মূল অভিভাষণ উর্দুতে লিখিত ও পঠিত হওয়ার জন্য স্থানীয় এক দৈনিকপত্রে পূর্বপাকিস্তানের জনৈক শিক্ষাবিদ অপরাধ ধরিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনার ভংগীতে যে শ্লেষের সুর অনুরণিত হইয়াছে, কোন দিক দিয়াই তাহা প্রশংসনীয় নয়। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পটভূমিকা ও উহার বিবর্তনের ইতিহাস তাঁহার যদি অপরিজ্ঞাতও থাকে, তথাপি এ কথা তাঁহার ভুলিয়া যাওয়া উচিত ছিলনা যে, উর্দু পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। যতদিন হইতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ইংরাজীর মাধ্যমে

তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহার বহুকাল পূর্ব হইতে ভারত উপমহাদেশের আরবী শিক্ষায়তন গুলিতে উর্দুর মাধ্যমেই পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে।

কোরআন, হাদীছ, ফিকহ, অছুল, অলংকার, ন্যায়, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতির গ্রন্থগুলি উর্দুর মাধ্যমেই আজ পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। উর্দুর এই যোগ্যতা লাভের কারণ দুইটি, প্রথমতঃ উর্দু প্রধানতঃ আরবী ও ফার্ছীর শব্দ সম্পদে গৌরবান্বিত, এ গৌরব এক আরবী ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্যের নাই। ইছলামী ভাব সম্পদের দিক দিয়াও পৃথিবীর সমুদয় ভাষায় উর্দুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কেহই নাই। দ্বিতীয়, ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরাই উহার জনক ও প্রতিপালক। ইংরেজও ইংরেজী বুলির মহিমায় উক্ত ভাষায় যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়,সেগুলি আমাদের শিক্ষাবিদ পরমানন্দে উপভোগ এমন কি এরূপ কোন কোন প্রতিষ্ঠান অধ্যক্ষতা করিলেও পাকিস্তানের আরবী শিক্ষানুষ্ঠানে উর্দু শুনিলেই হয় তিনি তন্দ্রাবিভূত হইয়া পড়েন, নয় ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। উহাকে তাঁহার উর্দু আতংক ছাড়া আর কি বলিব? তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত যে, উর্দুর সৃষ্টি ও শ্রীবুদ্ধি সাধনে বাংলার মুছলমানের সাধনা ও দান পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান বা সিমান্তের মুছলমানদের অপেক্ষা চুল পরিমাণও কম ছিলনা। এ গৌরব ও দাবী হইতে যদি বাঙলার মুছলমান ইদানীং বঞ্চিত হইয়া থাকে, তার জন্য তাহাদের অর্বাচীন সাহিত্যিকদের হঠকারিতাই দায়ী। মুছলিম যুগের স্মৃতি আর ইছলামী শব্দ ও ভাব সম্পদে গৌরবান্বিত বলিয়া আজ ভারতের সিকিউলর রাষ্ট্র হইতে উর্দু নির্বাসিত হইয়াছে, উড়িষ্যা ও তামিলের মত উহাকে আঞ্চলিক ভাষার আসনও প্রদান করা হয় নাই, কিন্তু তজ্জন্য বিস্ময়ের কারণ নাই। পরমাশ্চর্য এই যে, পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রের একজন নামকরা শিক্ষাবিদ ভারতের মতই উর্দু বিদ্বেষে আক্রান্ত হইয়াছেন? সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিজাতীয় ইংরাজী ভাষার প্রভাব বর্ধিত করার জন্য নিত্যনূতন ব্যবস্থা আমদানী করা হইতেছে, অনুবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা 'ডাইরেক মেথডে' শিখিবার ও শিখাইবার মশক শুরু হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য আমাদের শিক্ষাবিদের ভ্রুকুঞ্চিত হয়না, কিন্তু কালে ভদ্রে আরবী ছাত্রদের মহফিলে যদি কেহ উর্দু উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাঁহার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এরূপ ছাত্রের আদৌ অভাব নাই, যাহারা কলেজে অধ্যাপকের ইংরেজী লেকচার বুঝিতে সক্ষম অথবা সচেষ্ট হয়না। কিন্তু তার জন্য ইংরেজীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে কি? কোন কোন প্রতিভাবান আরবী ছাত্র, তাঁহাদের শিক্ষার মাধ্যম যদি বুঝিতে ইচ্ছুক না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া মাদরাছা হইতে উর্দু নির্বাসন আন্দোলনে ইন্ধন যোগান কোন শিক্ষাবিদের পক্ষেই গৌরবজনক নয়।

আমরা এরূপ আশংকাও অনুভব করিতেছি যে, মরহুম কামালের অন্ধ অনুকরণে এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদ নমায, জুমআ, খুতবা ও আযান প্রভৃতি হইতে আরবী বহিষ্কারেরও স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এবিষয়ে তাঁহাদের বড়ই বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছে। আজ তুর্কীর মছজিদসমূহে আবার নূতনভাবে যে 'আরবী বিলালের' আযান শুরু হইয়া গিয়াছে, সে সংবাদ কাহারও অবিদিত নাই। সাময়িক হৈ চৈ ও গণ্ডগোল প্রকৃত বাস্তবকে কখনও বিকৃত করিতে পারেনা, ভবিষ্যতে পারিবে না। 'শাশ্বত বঙ্গের' পূজা আর ইছলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। একপথে দাঁড়ান আবশ্যক। হয় পাকিস্তান খতম করার চেষ্টায় প্রকাশ্যভাবে লাগিয়া যাওয়া উচিত, নয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীকে প্রসারিত করিয়া এই ইছলামী রাষ্ট্রে যাহাতে উর্দু ও বাংলা পাশাপাশি গলাগলি করিয়া গৌরবের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

কালদিয়া, গোটাপাড়া, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট। মোবাইল :০১৭১৬-৯৫৪১৫৯, ০১৭১৭-২৫১১২১।

২০২১ শিক্ষাবর্ষের

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

১ম শ্রেণী হ'তে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত (আবাসিক/ অনাবাসিক)

ফরম বিতরণ : ১৭-১২-২০২০ইং থেকে ৩০-১২-২০২০ইং পর্যন্ত
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১-১২-২০২০ইং
ক্লাস শুরু : ০১-০১-২০২১ইং।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা দান।
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণের সাথে সাথে উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থার মডেল অনুযায়ী পরিচালিত বাগেরহাট-এর বুকে আদর্শ বিদ্যাপীঠ।
- কয়েক একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নিজস্ব ক্যাম্পাস ও মনোরম পরিবেশ।
- নিয়মিত ক্লাস টেষ্ট, মডেল টেষ্ট, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সৃজনশীল পদ্ধতির উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১০০% সফলতা অর্জন।
- নির্ধারিত ক্লাসের পর সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি যুগোপযোগী কারিগরী শিক্ষার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
- বোর্ডিং-এর ছাত্রদের মাসিক খরচ ৩০০০/= (তিন হাযার) টাকা মাত্র।

[বিঃ দ্রঃ ইয়াতীম ও দুস্থ ছাত্রদের ফ্রী থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে]

নারীর তিনটি ভূমিকা

-লিলবর আল-বারাদী

(২য় কিস্তি)

ইসলামে কন্যা সন্তানের মর্যাদা :

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে অসম্মানের মনে করা হতো এবং অকল্যাণ মনে করে জীবিত প্রোথিত করা হতো। অথচ ইসলাম এসে দুনিয়ার বুকে অবহেলিত নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন। কন্যা সন্তান জাহান্নামের অন্তরাল এবং জান্নাতে যাওয়ার অসীলা বা মাধ্যম। অথচ পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে এমন মর্যাদার কথা ইসলাম বলা হয়নি।

ক. কন্যা সন্তান জাহান্নামের অন্তরায় :

কন্যা সন্তানের মাধ্যমে পিতামাতা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবেন। কন্যা সন্তান জাহান্নামের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে যদি সেই পিতামাতা তাদের কন্যাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং যথার্থ শিক্ষা প্রদান করেন তবেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘একদিন জনৈকা মহিলা আমার কাছে এলো। তার সাথে তার দু’জন কন্যা ছিল। সে আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি সেটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে খেজুরটিকে তার দু’জন কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিলো, তা থেকে নিজে তিনি কিছুই খেলো না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। তারপর নবী করীম (ছাঃ) ঘরে প্রবেশ করলেন, আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে বললাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. ‘যে ব্যক্তি এ কন্যাদের দ্বারা পরীক্ষিত হবে এবং সে কন্যাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তবে এ কন্যারাই তার জন্য জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায় হবে’।[১]

কন্যা সন্তানের লালনপালন সন্তুষ্টচিত্তে করা উচিৎ। কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ ابْتُلِىَ بِشَىْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ. ‘যে ব্যক্তি তার মেয়ে সন্তানদের জন্য কোনরকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়), সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরলে তার জন্য তারা জাহান্নাম হ’তে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে’।[২]

খ. কন্যা সন্তান প্রতিপালনে জান্নাত :

কন্যা সন্তান প্রতিপালনকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে অবস্থান করবেন। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (রাঃ) বলেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ ‘যে ব্যক্তি দু’টি কন্যা সন্তানকে লালনপালন ও দেখাশুনা করল। সে ও আমি জান্নাতে এরূপ একসাথে প্রবেশ করব যেরূপ এ দু’টি আঙ্গুল। তিনি নিজের দুই আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন’।[৩] অন্যত্র, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَكُونُ لأَحَدٍ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَيَتَّقِى اللَّهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. ‘যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন আছে এবং সে তাদের সাথে মমতাপূর্ণ ব্যবহার করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে’।[৪]

গ. কন্যা সন্তানের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা :

নারী-পুরুষের উভয়ের শিক্ষাগ্রহণ করা অপরিহার্য। যে ইলম মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়, সেটাই হ’ল প্রকৃত ইলম। আর সেই ইলম শিক্ষা করা নারী ও পুরুষ প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরয। ইলম অর্জনের নির্দেশনা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয’।[৫]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আব্বাসীয় ও উমাইয়্যা যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে’।[৬] নারী শিক্ষা এমন হ’তে হবে, যাতে সে সেরা সম্পদে পরিণত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. ‘দুনিয়া পুরাটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হ’ল পুণ্যশীলা নারী’।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ. ‘সোনা-রূপার চেয়ে মূল্যবান তোমাদের প্রত্যেকেই যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখিরাতের কাজে স্বামীকে ঈমানের পথে সহযোগিতা করে সে স্ত্রী’।[৮]

---

১. *মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৯।*
২. *তিরমিযী হা/১৯১৩; ছহীহুল জামি‘ হা/১০৮৭৫; হাসান হাদীছ।*
৩. *তিরমিযী হা/১৯১৪; সিলসিলা ছহীহা হা/২৯৭।*
৪. *আহমাদ হা/১১৪০২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৪।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; সনদ হাসান।*
৬. *ফাতেমা আলী, ইসলামে নারী, পৃঃ ৩৫-৪১।*
৭. *মুসলিম হা/১৪৬৭।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬।*

পুণ্যবতী স্ত্রী হ'তে চাইলে অবশ্যই তাকে আলিমাহ হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 'নিশ্চয় তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহ্ ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল' *(ফাত্বের ৩৫/২৮)*। পৃথিবীতে যত মহিয়সী নারী রয়েছে সকলে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. 'পৃথিবীর সেরা নারী হ'লেন চার জন। খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে খাদীজা, (ফেরাঊনের স্ত্রী) আছিয়া বিনতে মুযাহিম ও (ঈসার মা) মারিয়াম বিনতে ইমরান'।[৯]

ঘ. কন্যার বিবাহ ও সুপাত্রস্থ করণ :

কন্যা সন্তানকে ইলম শিক্ষা ও বিয়ে দিয়ে সুপাত্রস্থ করলে অভিভাবকের জান্নাতের পথ সুগম হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করলো, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিলো, বিয়ে দিলো এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলো, তার জন্য জান্নাত রয়েছে'।[১০]

শায়খ মুকবিল আল ওদায়ী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম আপনি যদি আপনার বোন অথবা কন্যাকে তালিবুল ইলমের সাথে বিয়ে দিতে পারেন; তাহ'লে তা দুনিয়া এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছুর চেয়েও উত্তম'।[১১]

বিবাহের আগে মহিলাদের সম্মতি নিতে হবে। তাদের মতামত কীভাবে বুঝা যাবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَتُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَتُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. 'প্রাপ্ত বয়স্কা বিবাহিতা নারীকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাবে না। বালেগা কুমারী নারীকেও তার অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তার অনুমতি কিভাবে বোঝা যাবে? তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি'।[১২] অন্যত্র রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কুমারী মেয়ে তো লজ্জা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, رِضَاهَا صُمْتُهَا 'নীরব থাকাই তার সম্মতি'।[১৩]

কিন্তু বিধবা মেয়ের সম্মতি থাকতে হবে। খানসা বিনতু খিদাম বলেন, 'তার পিতা তাকে বিবাহ দেন। তিনি ছিলেন বিধবা। তিনি তা অপসন্দ করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তিনি তার বিবাহ বাতিল করে দিলেন'।[১৪]

ঙ. মীরাছে কন্যা সন্তানের অধিকার :

জাহেলী যুগে উত্তরাধিকার লাভের তিনটি মাধ্যম ছিল। ১. আত্মীয়তার সম্পর্ক (النسب والقرابة) ২. পালকপুত্র হওয়া (التبني) ও ৩. চুক্তি (الحلف)।[১৫]

জাহেলী যুগে নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। চতুষ্পদ জন্তু বা ভোগ্যপণ্যের ন্যায় তাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পদ রূপে গণ্য করা হত। এমনকি পুরুষদের জন্য এমন কিছু খাবার নির্দিষ্ট ছিল, যা নারীদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ।[১৬]

শুধু তাই নয়, জাহেলী যুগে নারীরা মীরাছ লাভ থেকে বঞ্চিত হত। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগের লোকেরা নারী ও শিশুদেরকে উত্তরাধিকারী করত না। এমনকি শিশু পুত্রসন্তান হলেও। তারা বলত, মীরাছ কেবল তাকেই দেওয়া হবে যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করে, বর্শা দ্বারা আঘাত করে, তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে এবং গনীমত লাভ করে'।[১৭]

আধুনিক মুফাসসির শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগের আরবরা তাদের শক্তিমত্তা ও নির্দয়তার কারণে দুর্বলদেরকে উত্তরাধিকারী করত না। যেমন নারী ও শিশু। তারা বীর পুরুষদের জন্য মীরাছ নির্ধারণ করত। কারণ তাদের ধারণা অনুযায়ী পুরুষরাই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লুণ্ঠন করার যোগ্য'।[১৮] মোদ্দাকথা, জাহেলী যুগে উত্তরাধিকার লাভের মানদ- ছিল পৌরুষ ও শক্তি-সামর্থ্য। সুতরাং পুত্র সন্তানের মত কন্যা সন্তানও পিতা-মাতার সম্পদের হক্বদার।

নারী-পুরুষের মীরাছ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নারীদের অংশ রয়েছে, কম হৌক বা বেশী হৌক। এ অংশ সুনির্ধারিত' *(নিসা ৪/৭)*।

---

৯. *আহমাদ হা/২৯০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০৮।*
১০. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৪; জামি' আছ-ছাগীর হা/৮৮৪৭।*
১১. *আল বাশায়িরু ফিস সিমায়িল মুবাশশির, পৃষ্ঠা-১৯।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৯২।*
১৩. *বুখারী হা/৫১৩৭; আস-সুনানুল কুবরা (মুলতান : মাতবা'আহ নাশরুস সুন্নাহ), ৭/১১৮।*
১৪. *নাসাঈ হা/৩২৬৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৩; হাদীছ ছহীহ।*
১৫. *ইসলাম কা কানূনে ওয়ারাছাত, পৃঃ ৩৫-৩৭।*
১৬. *নিসা ১৯; আন'আম ১৩৮-৩৯; আবুল হাসান নাদভী, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ (জেদ্দা : দারুশ শুরূক, ১৯৮৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৩২; আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, আবকারিয়্যাতু মুহাম্মাদ (কায়রো : দারু নাহযাতি মিসর, ২০০২ খ্রিঃ), পৃঃ ১২১।*
১৭. *তাফসীরে কুরতুবী (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৩ খ্রিঃ), ৫ম খ-, পৃঃ ৩১।*
১৮. *আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী, তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (বৈরূত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খ্রিঃ), পৃঃ ১৬৫, নিসা ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি তারা দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১১)*।

তিনি আরো বলেন, 'আর তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তোমরা অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তোমরা সিকি পাবে, তাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীরা সিকি পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তারা অষ্টমাংশ পাবে, তোমাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি পিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা স্ত্রী মারা যায় এবং তার একজন ভাই অথবা বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আর যদি তারা একাধিক হয়, তাহ'লে তারা সকলে এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে, অছিয়ত পূরণ অথবা ঋণ পরিশোধের পর, কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল' *(নিসা ৪/১২)*।

নারীদের মীরাছ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. 'উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পেত সন্তান আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়ত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পছন্দ মত এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ, পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ, স্ত্রীর জন্য এক অষ্টমাংশ, এক চতুর্থাংশ, স্বামীর জন্য অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।[১৯]

ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে মীরাছে কম-বেশী করা ইসলামে নিষেধ রয়েছে। ওয়ারিছগণ কে কতটুকু পাবে তা স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/৭, ১১)*। তিনি আরো বলেন, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 'এবং তাঁর (আল্লাহ্র) নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(নিসা ৪/১৪)* সুতরাং সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে উক্ত নীতির ভিত্তিতেই ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অংশ না দেওয়া এবং ছেলেদের মধ্যে কমবেশী করা নিঃসন্দেহে কাবীরা গুনাহ এবং তা হক বিনষ্টের শামিল। তারা ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা'আলাও উক্ত পাপ ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের দিন পিতা-মাতার নেকী থেকে নিয়ে সন্তানদের হক্ব পূরণ করে দেওয়া হবে। যদি তার নেকীতে না কুলায়, তাহ'লে সন্তানদের পাপসমূহ পিতা-মাতার আমলনামায় যোগ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[২০]

সন্তানের মধ্যে মীরাছ বণ্টনে কমবেশী করা নিষেধ রয়েছে। যারা কমবেশী করেন তারা সন্তানের হক্ব নষ্ট করেন এবং যুলুম করে থাকেন। ভুলের বশবর্তী হয়ে কেহ এমন করলে তা ফিরিয়ে নিতে হবে এবং সমান বণ্টর করতে হবে। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ. 'তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না; তিনি বললেন, فَارْجِعْهُ. 'তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও'।[২১] আবার অনেকে পরিমাণে সমান করলেও মূল্যের দিক বিবেচ্য না করেই কমবেশী করে থাকে। যেমন ছেলেদের দামী সম্পদ প্রদান করে এবং মেয়েদেরকে কম মূল্যের সম্পদ প্রদান করেন। পিতা-মাতা সন্তানকে অথবা ভাই-বোনকে ঠকায় বা যুলুম করে এর পরিণাম অনেক ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন যুলুম করে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন বেড়ী পরানো হবে'।[২২]

অন্য হাদীছে এসেছে, مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ. 'কোন ব্যক্তি অধিকার ব্যতীত জমি অধিগ্রহণ করে, তবে ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা তার গর্দানে চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[২৩]

সুতরাং কন্যা সন্তান যথাযথভাবে লালন-পালন এবং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে আমরা সহজেই জান্নাতে নিজেদের স্থান করে নিতে পারি। সুতরাং কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা নয়, যত্নশীল হতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

১৯. *বুখারী হা/২৭৪৭, ৪৫৭৮; দারেমী হা/৩২৬২; সনদ ছহীহ।*

২০ *বুখারী হা/২৪৪৯, মিশকাত হা/৫১২৬-২৭।*
২১ *বুখারী হা/২৫৮৬; মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯।*
২২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮।*
২৩. *আহমাদ হা/১৭৫৯৪ ও ১৭৬০৫; ছহীহাহ হা/২৪২; সনদ হাসান।*

সেক্যুলারিজম : নিরপেক্ষ নাকি একটি স্বতন্ত্র পক্ষ?

-আসীফ মাহমূদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড় ভাইয়ের ফেসবুক বায়োতে একটি চমৎকার লাইন লেখা, 'আমি নিরপেক্ষ নই, আমি জয় বাংলার লোক'। এই ধরণের সরাসরি নিজের অবস্থান ব্যক্ত করা আমার ভালো লাগে। আসলেই এই পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। সবাই-ই কোনো না কোনো দল বা মতের প্রতি সক্রিয় বা প্রচ্ছন্নভাবে সংবেদনশীল। নিরপেক্ষতা বা সুশীলতা হলো এক ধরণের মুনাফিকী। মানুষের মন সবসময়ই বায়াস্‌ড বা পক্ষপাতভুক্ত। লেখক ক্যাটি জয়েস বলেন, We constantly evaluate our world throughout our day. We have to; its part of human nature and its survival. However, too often evaluation becomes judgment. Judgment becomes bias. Bias leads us down the path of whatever emotion is tied to that bias, be it resentment, guilt or even joy.

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাও মূলতঃ কোনো নিরপেক্ষতা নয়। বরং এটি স্বতন্ত্র একটি পক্ষ। অনেকেই হয়তো ভাববেন আমি ক্যাটাগরি এরর করছি। বলবেন, মানুষের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে আমি একটি স্বতন্ত্র বস্তুগত তত্ত্বকে তুলনা করছি। কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষতা' তত্ত্বটি কি মানুষ থেকে আসেনি? নাকি এটি মহাকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলো, সেখান থেকে খপ করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে? উত্তর সহজ, এই তত্ত্ব মানুষের মাথা থেকেই এসেছে। তাই একে ঢালাওভাবে নিরপেক্ষ বলা চলে না। এখন হয়তো বলতে পারেন, এটা কোনো প্রমাণ নয়। এক্সেপশনাল কেইস আছে, যেখানে মানুষ তুলনার মাধ্যমে নিরপেক্ষতা অর্জন করতে পারে। নিশ্চয়ই পারে। তবে সেটা তাত্ত্বিকভাবে। প্র্যাক্টিক্যালি সেটা সম্ভব নয়। লেখার বাকি অংশে আমি দেখাবো, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক কোনো দিক থেকেই সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা 'নিরপেক্ষ' নয়।

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা :

সেক্যুলারিজম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ saecularis থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ বৈষয়িক, অস্থায়ী, প্রাচীন। 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি' বইয়ে মাওলানা আবদুল রহীম (রহ.) বলেন, 'মানব জীবনের বিভিন্ন উপাদান ঝোঁক প্রবণতা, রসম-রেওয়াজ এবং অন্যান্য সামাজিক রূপ তথা স্বয়ং মানুষের জীবনকে কোনো ধর্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল না করাকেই বলা হয় সেক্যুলারিজম।' ক্যামব্রিজ ডিকশনারীতে secularism -এর সংজ্ঞায় লেখা আছে- the belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country. এ থেকে বোঝা যায় যে, সেক্যুলারিজম নির্দিষ্ট কোনো ধর্মবিশ্বাস লালন করে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেক্যুলারিজম কোনো বিশ্বাসই লালন করে না। বরং এটি একটি জাগতিক, বস্তুগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিশ্বাস করে, যেটা নিজেই একটা 'বিশ্বাস'।

সেকুলারিজম ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে। জনাব ইফতেখার সিফাত তাঁর 'হিউম্যান বিয়িং' বইয়ে সেক্যুলারিজমের প্রিমিস দেখাতে গিয়ে লিখেছেন, 'সেক্যুলারিজম ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে। এই পৃথক করার অর্থ হ'ল ধর্মীয় নির্দেশনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা। ব্যক্তিগত জীবন কেবলই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি ব্যক্তির জীবনাচারের পরিধি নিজ সত্তা পেরিয়ে সন্তান, স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন তা আর ব্যক্তিগত থাকেনা; সমষ্টিগত জীবন হয়ে যায়। এই সীমা অতিক্রম করলেই ব্যক্তির উপর হিউম্যান রাইটসের বিধান প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়।' তিনি রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করার ব্যাপারটিকে খানিকটা টেনে লম্বা করে দেখিয়েছেন রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করার অর্থ আসলে কী। এখান থেকে 'ইন্ডিভিজুয়ালিজম' ব্যাপারটি চলে আসে। এই ইন্ডিভিজুয়ালিজম বা 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' জীবন, এটাও একটা মতাদর্শ, একটা বিশ্বাস।

সেক্যুলারিজমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে, 'সকল ধর্ম ও মতাদর্শকে সমান চোখে দেখা ও ধর্মপালনে স্বাধীনতা দেয়া'। শুনতে বেশ উপাদেয় মনে হলেও এটি স্রেফ একটা তত্ত্ব, ইউটোপিয়ান ধারণা। ব্যবহারিক সেক্যুলারিজম অংশে আমরা দেখব, কীভাবে সেক্যুলারিজম এই নিয়মটি নিয়মিত লংঘন করে যাচ্ছে। অবশ্য সেক্যুলারিজমের দুটো মূলসূত্র ভালো করে বুঝলে এটা বোঝা সহজ হয় যে, প্রথম মূলসূত্রকে রক্ষার স্বার্থেই দ্বিতীয় মূলসূত্রটা ভাঙতে হয়।

পাশ্চাত্যের লেখকদের কাছে যাওয়া যাক। এন্ড্রু কপসনের 'সেক্যুলারিজম- এ শর্ট ইন্ট্রোডাকশন' বইয়ে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে তিনটি মূলসূত্র উল্লেখ আছে-

1. Separation of religious institutions from the institutions of the state and no domination of the political sphere by religious institutions.

2. Freedom of thought, conscience, and religion for all, with everyone free to change their beliefs and manifest their beliefs within the limits of public order and the rights of others.

3. No state discrimination against anyone on grounds of their religion or non-religious world view, with everyone receiving equal treatment on these grounds.

প্রথম মূলনীতিটি খেয়াল করলে দেখবেন যে, এখানে লেখা আছে 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় কর্তৃত্ব চলবে না'। ৩ নং মূলনীতিতে লেখা আছে, ধর্মীয় অঙ্গনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চলবে না। এখানে ব্যাপারটা একটু সমস্যাজনক। ধর্মের কিছু moral rules আছে। আবার রাষ্ট্র চালাতে গেলেও কিছু moral rules-এর প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র যে নৈতিক নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করবে সেগুলো তো অবশ্যই ধর্ম থেকে মুক্ত থাকবে, সেটা প্রথম মূলনীতিতেই বোঝা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম কি রাষ্ট্রের ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত থাকবে? রাষ্ট্রের নিয়মাবলী তো সব মানুষ- ইনক্লুডিং ধার্মিক মানুষ মানতে বাধ্য, তাহলে রাষ্ট্রের কোনো নিয়ম ধর্মের বিরুদ্ধে গেলেও সেটা তারা মানতে বাধ্য থাকবে? ব্যবহারিক সেক্যুলারিজম অংশে আমরা দেখবো, ধর্মের বাইরে গেলেও মানুষ রাষ্ট্রের নিয়ম মানতে বাধ্য। তাহলে ৩নং মূলনীতিটির সত্যতা কোথায়? তাহলে কি এই মূলনীতিটি নামেমাত্র? নাকি দ্বিচারিতা?

সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি :

সেক্যুলারিজম ধারণাটি সর্বপ্রথম কে এনেছিলেন এই নিয়ে অসংখ্য মত আছে। কেউ কেউ বলেছেন ফেরাউন (রেমেসিস ২) নিজেই একটি স্রষ্টাবিহীন সেক্যুলার সোসাইটি গঠন করেছিল খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগে। কেউ কেউ বলেন, সক্রেটিস এবং তাঁর সময়কার গ্রিক দার্শনিকগণ, যারা দেব-দেবী এবং অন্যান্য ধারণার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তারা সেক্যুলারিজমের ধারণা এনেছেন। তবে সন্দেহ নেই সেক্যুলারিজম ধারণাটি এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডে এসে জনপ্রিয় হয়।

এনলাইটেনমেন্ট থিংকারদের মধ্যে জন লক, ভলটেয়ার, জেমস ম্যাডিসন, টমাস জেফারসন এরা সেক্যুলারিজম ধারণায় বেশ ভালো কন্ট্রিবিউট করেছেন। ধারণাটি পুরনো হলেও ংবপঁষধৎরংস শব্দটি প্রথম নিয়ে আসেন জর্জ জ্যাকব হলিওক। ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডে যখন চার্চের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন শুরু হয়, তখনি এই মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অবশ্য চার্চের সীমাহীন দুর্নীতি ও অনাচার এই মতবাদ বিস্তারের জ্বালানি যোগান দিয়েছিলো- এই কথা বলা ভুল হবেনা। আর তাই 'separate state from church' আন্দোলনই একটা সময়ে সেক্যুলারিজমের রূপ ধারণ করে। লক্ষ্যনীয় যে, এই আন্দোলনকারীরাও কিন্তু একটা 'পক্ষ'। এই পক্ষ আন্দোলন করেছিলো চার্চের বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে ছিলো ক্যাথলিকরা, যারা চেয়েছিলো রাষ্ট্রক্ষমতা চার্চের হাতে থাকুক। তাহলে 'separate state from church' আন্দোলনকারী 'পক্ষ' কী করে নিজেদেরকে 'নিরপেক্ষ' দাবী করতে পারে? উত্তর হচ্ছে, পারে না এবং করেও না। আপনি পাশ্চাত্যে কাউকে দেখবেন না সেক্যুলারিজমকে 'নিরপেক্ষ' বলে দাবী করতে। কারণ, এটা স্পষ্টতই একটা পক্ষ। একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকারী পক্ষ, যারা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে হটাতে চেয়েছিলো। পরবর্তীতে এই সেক্যুলারিজমই 'এথেইজম', 'লিবারেলিজম' সহ অন্যান্য 'পক্ষ'কে নিজের করা শুরু করে আর জন্ম দেয় তথাকথিত আধুনিকতার।

সেক্যুলারিজম একটা ধর্ম :

টাইটেলটি দেখতে অদ্ভুত হলেও এটা সত্যি। এতক্ষণ আমরা বলেছি, সেক্যুলারিজম নিরপেক্ষ কিছু নয় বরং একটা পক্ষ। এখন বলছি, সেক্যুলারিজম কেবল একটা পক্ষই নয়, এটা একটা ধর্ম।

প্রথমতঃ ধর্মের সংজ্ঞা কী? ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস এবং কর্মের সমষ্টি। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং স্রষ্টা প্রণীত আইনে জীবন পরিচালনা করাই ধর্ম। সেক্যুলারিজমও একটা জীবনব্যবস্থা, এটার কিছু আইন আছে, নৈতিক নিয়মাবলী আছে, 'কী করা যাবে-কী করা যাবেনা' অর্থাৎ বিধিনিষেধের একটা সেট আছে, ধর্মেরই মতো।

এখন পাঠক বলতে পারেন, সেক্যুলারিজমে স্রষ্টা কে? উত্তর হচ্ছে, সে নিজে। ফেরাউন যেমন স্রষ্টাকে অস্বীকার করে নিজেই স্রষ্টা বনে গিয়েছিলো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা ইন্ডিভিজুয়ালিজমে যেমন ব্যক্তি তার 'নফস' বা চাহিদাকে নিজের খোদা বানিয়ে ফেলে, সেক্যুলারিজমও তেমনি অন্য সব স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে নিজেকেই নিজে খোদা বানায় এবং কিছু নিয়ম জারি করে।

সেক্যুলারিজমের অনুসারীদের এসব নিয়ম মেনে চলতে হয়, সেটা তার ধর্মের বিরুদ্ধে গেলেও মানতে হয়, নয়তো সেক্যুলারিজম (সেক্যুলার স্টেট) তাকে শাস্তি দেয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির থেকে তার ঈশ্বরের আনুগত্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়। তার ঈশ্বরকে সরিয়ে দিয়ে, 'সেক্যুলারিজম'কে বসিয়ে দেয়া হয়। এগুলো আমার মুখের কথা নয়, ব্যবহারিক সেক্যুলারিজম অংশে আমার কথার পক্ষে আমি তথ্যপ্রমাণ দেবো।

ব্যবহারিক সেক্যুলারিজম :

সেক্যুলারিজম নিরপেক্ষ নয়, এটি একটি পক্ষ। এমনকি এটি একটি ধর্ম। এর নিজস্ব আইনকানুন আছে, বিধিনিষেধ আছে। ধর্মীয় আইনের বিপক্ষে গেলেও সেক্যুলার আইন মানতে হবে। না মানলে বাধ্য করা হবে। অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারটি ভুয়া। চিন্তাপরাধ বইয়ে 'পূজারী ও পূজিত' অধ্যায়ে লেখক কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে উল্লেখ করছি-

স্কুলে কিশোর-কিশোরী একসাথে সাঁতার শেখা বাধ্যতামূলক ক্লাসে নিজেদের ১২ ও ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে তুর্কী বংশোদ্ভূত সুইস নাগরিক বাবা-মাকে প্রায় ষোল'শ পাউণ্ড জরিমানা করে সুইজারল্যান্ডের স্কুল। তারা দাবি করে সাঁতার শেখা স্কুলের কারিকুলামের অংশ, তাই ক্লাসে না পাঠানোর এখতিয়ার অভিভাবকের নেই। 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই দম্পতি ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে মামলা করলে

আদালত সুইস স্কুলের পক্ষেই রায় দেয়। ২০১৬ তে জার্মান আদালতেরও এক রায়ে বলা হয়, মুসলিম কিশোরীরা ছেলেদের সাথে সাঁতারের ক্লাস করতে বাধ্য। ২০১৬ তেই এক সুইস মুসলিম পরিবারকে ৫০০০ সুইস ফ্র্যাঙ্ক জরিমানা করা হয় তাদের ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী দুই ছেলে স্কুলের মহিলা শিক্ষিকার সাথে হাত মেলাতে রাজি হয়নি বলে। ইউরোপের ৭টি সহ মোট ১৩ টি দেশে নিক্বাব নিষিদ্ধ।

এরকম ঘটনা বাংলাদেশেও ঘটেছে। মনিপুর স্কুলে ছাত্রী ফুল হাতা জামা পরায় তার হাতা কেটে দেয়া হয়েছিলো। ক'দিন আগে ঢাবি শিক্ষক 'স্লামালেকুম' না বলে 'আসসালামু আলাইকুম' বলাকে জঙ্গিবাদের চিহ্ন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘটনাগুলো সেক্যুলার স্টেটেই ঘটছে। সুইজারল্যান্ডের ঘটনাটিই খেয়াল করুন। ধর্মীয়ভাবে ছেলে-মেয়ের একসঙ্গে সাঁতার কাটা ইসলামে বৈধ নয়। কিন্তু সেক্যুলার স্টেট ইসলাম ধর্মে অবৈধ কাজটিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে বৈধ করেছে। এটা কি সরাসরি ৩নং মূলনীতিটির বিরোধী কাজ হলো না? নিক্বাবের স্বাধীনতা হরণ কিংবা হ্যান্ডশেক না করায় জরিমানা, এই সবই তো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। তবে কি সেক্যুলার আইন ইউটোপিয়ান? অর্থাৎ এর প্রকৃত বাস্তবায়ন নেই, ব্যাপারটা কি এমন? আসলে ব্যাপারটা এমন না। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার যেই মূলনীতিটি, আসলে সেটি সম্পূর্ণই 'লোক দেখানো'। এই মূলনীতি বাস্তবায়নের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। কেননা তারা তো আদতে নিরপেক্ষ নয়, তারা হচ্ছে একটা পক্ষ। অতীতের চার্চবিরোধী পক্ষ আজ 'ধর্মবিরোধী পক্ষ'। এটাই বাস্তবতা এবং এটাই সত্য।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ :

এই বিষয়ে ইফতেখার সিফাত তাঁর 'হিউম্যান বিয়িংঃ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব' বইয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন স্কলারের বরাত দিয়ে লিখেছেন, সেক্যুলারিজম একটি কুফরী জীবনব্যবস্থা। যে সেক্যুলারিজমকে মেনে নেবে, সে কুফুরী করবে। আলস্নাহ কুরআনে বলেছেন, 'আল্লাহ্র কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম' *(সূরা আল ইমরান ১৯)*।

আর সেক্যুলারিজম হলো মানবসৃষ্ট দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। ইসলামের জায়গায় অন্য কোনো জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উবুদিয়্যাতকে অস্বীকার করা। আর এটা হলো কুফর ও শির্ক। সূরা মায়িদার ৫০ নং আয়াতে আলস্নাহ বলেন, তারা কি জাহিলিয়াতের শাসনব্যবস্থা কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র চেয়ে উত্তম আর কে আছে?

সুতরাং সেক্যুলারিজম একটি কুফরী মতবাদ। কেন? এই কুফুরী মতবাদ আমরা কেন গ্রহণ করেছি আমাদের দেশে? অনেকেই বলবেন, আমাদের দেশ স্বাধীন করেছে সব ধর্মের মানুষ মিলে। তাদের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই আমরা সেক্যুলারিজম গ্রহণ করেছি। যেসব মুসলিম ভাইবোনেরা এই কথা বলেন, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তবে কি আপনি মনে করেন ইসলাম ভিন্ন ধর্মালম্বীদের প্রাপ্য অধিকার দেয় না? এই কথার পরপরই আপনারা ইউটার্ন নেবেন। বলবেন, আমাদের কাছে অবশ্যই ইসলাম বেস্ট। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীরা কি তা মানবে? তারা তো ভাববে তারা বৈষম্যের শিকার। এক্ষেত্রে আমি বলবো, ১০% বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, তা আপনার কাছে দুঃখজনক (যদিও এই বৈষম্য তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে), কিন্তু এখন যে ৯০% মানুষ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে- তাদের আকাঙ্খিত ইসলামী শাসন পাচ্ছে না, সেটা আপনার কাছে গুরুত্ববহ নয়?

উপসংহার :

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হোক কিংবা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, সেক্যুলারিজম একটি 'পক্ষ', একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এই ধর্মের নিজস্ব নিয়মকানুন আছে, সেগুলো মানবসৃষ্ট কিংবা কিছু ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম থেকে চুরি করা। যেমনই হোক, সেই নিয়মকানুন মানতে সেক্যুলার স্টেটের নাগরিক বাধ্য। না মানলে মুখোমুখি হতে হবে শাস্তির। তাহলে কেন এই 'নিরপেক্ষ' নামধারণ? কেন এই ডাবল স্ট্যান্ডবাজি? সংশ্লিষ্টরা এই দ্বিচারিতার উত্তর দিতে পারবেন? জানি পারবেন না। তবুও সত্যটা উন্মোচন হোক আপনাদের সামনে-এটাই কাম্য।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা** : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল-আছয়ূবী

-আব্দুল হাকীম

ভূমিকা : আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ছিলেন শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আদম আছয়ূবী (রহ.) (১৯৪৬-২০২০ইং)। মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, নাহুবীদ, উছূলবীদসহ বহুমূখী জ্ঞানের আধার ছিলেন তিনি। তাঁকে একবিংশ শতাব্দীতে ইলমে হাদীছের সবচেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। শায়খ আলবানী (রহ.)-এর পরে ইলমে হাদীছে এত জ্ঞানের অধিকারী বিগত দুই দশকে আর কাউকে পাওয়া যায়নি।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা :

শায়খ মুহাম্মাদ আল-আছয়ূবী ১৩৬৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৬ সালে আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত আলেম, ফক্বীহ, উছূলবীদ, মুহাদ্দিছ শায়খ আলী ইবনু আদম ইবনু মূসা আছয়ূবী রাহিমাহুল্লাহ। যিনি আফ্রিকা অঞ্চলের প্রখ্যাত বিদ্বান ছিলেন। শায়খ বলেন, 'আমার পিতা সকল ভাইবোনের মধ্যে আমাকে আলিম বানানোর জন্য নির্বাচন করেন। আমি পিতার নিকটে সর্বাধিক শাসনে ছিলাম। এমনকি আমার সামান্য শিশুসুলভ ভুলগুলোর জন্যেও পিতার নিকট থেকে অনেক কঠিন শাস্তি পেতে হত। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ যুগে যার ফলাফল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন'।

শিক্ষাজীবন ও উস্তাযবৃন্দঃ

শায়খ মুহাম্মদ ইবনু আদম আছয়ূবী প্রথমতঃ স্বীয় পিতার কাছেই ইলম অর্জন শুরু করেন। পবিত্র কুরআন হিফযের মাধ্যমে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তাঁর পিতা তাঁকে পূর্ণাঙ্গ কুরআন হিফয করার জন্য মাহমূদ বিন কুয়াহ্র নিকট প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর গ্রামের মাদ্রাসাতেই পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন। মূলতঃ শায়খের শিক্ষাজীবন ছিল উস্তাযকেন্দ্রীক ও বিষয় ভিত্তিক। নিম্নে তাঁর কতিপয় উস্তাযের পরিচিতি উপস্থাপন করা হ'ল।-

(১) শায়খ স্বীয় পিতার কাছেই প্রথম আল কুরআন মুখস্থ করেন। এরপর পিতার কাছে আক্বীদার গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবই, ফিক্বহে হানাফীর গ্রন্থসমূহ; যেমন মুখতাছার কুদূরী ব্যাখ্যাসহ, কানযুদ দাক্বাইক্ব আল্লামা আইনীর ব্যাখ্যাসহ, উছূলে ফিক্বহের বই আল মানার ব্যাখ্যা ও টিকাসহ, আত তাওযীহ্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ আত-তানকীহসহ, গণিত ও বীজ গণিতের গ্রন্থ, ভূগোল সংক্রান্ত গ্রন্থ সম্পর্কে ইলম অর্জন করেন। এসময় তিনি তাঁর পিতার কাছেই ছহীহ বুখারীর অধিকাংশ হাদীছ পড়েন। মোটকথা তিনি সমসাময়িক প্রয়োজনীয় প্রায় সব ধরনের ইলম তাঁর পিতার কাছেই শেখেন। শুধু তাই নয় তিনি পিতার নিকট থেকে ইলমে হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থের মৌখিক এবং লিখিত ইজাযাহ গ্রহণ করেন।

(২) বিশিষ্ট নাহুবীদ, ভাষা বিশারদ ও সাহিত্যিক শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ সা'দ ইবনুশ শায়খ আলী আদ-দাররী-এর নিকটে তিন বছর ইলম অর্জন করেন। শায়খ আছয়ূবী তাঁর কাছে ছহীহাইনের অংশবিশেষ অধ্যয়ন করেন। এছাড়া নাহু, ছারফ, বালাগাত, মানতিক্ব, গবেষণা ও মুনাযারা পদ্ধতি এবং উছূলে ফিক্বহ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এছাড়া তিনি তাঁর কাছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই পড়েন। যেমন- আল ফাকিহীর আল ফাকিহুল জানিয়্যাহ, আলফিয়্যাহ ইবনু মালিক, শারহ ইবনু আক্বীল [আলফিয়্যাহ ইমাম মালিক এর ব্যাখ্যা], ইমাম খুযারীর হাশিয়া [আলফিয়্যাহ ইমাম মালিক এর টিকাগ্রন্থ], মুজীবুন নিদা আলা কাতরুন নাদা [ইয়াসিন হিমছীর টিকাসহ], আরবী ই'রাব সংক্রান্ত গ্রন্থ মুগনীল লাবীব [দাসূক্বী এবং আমীর এর টিকাসহ], ইবনু হাজিব এর আশ-শাফিয়াহ [ব্যাখ্যসহ], ইলমুল বালাগাত এর গ্রন্থ; যেমন, তালখীসুল কাযভীনী [ব্যাখ্যা ও টীকাসহ], ইলমুল মানতিক্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ; যেমন, সালমুল মুনাওরাক [ব্যাখ্যা ও টীকাসহ], আল ইসাগূজী [ব্যাখ্যা ও টীকাসহ]। মোটকথা তিনি আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের সামষ্টিক ইলম অর্জন করেন।

(৩) বিশিষ্ট নাহুবীদ আল্লামা শায়খ আব্দুল বাছীর ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাসান আছয়ূবী আল মিন্নাসী (রহ.)। শায়খ তাঁর কাছে আরবী ভাষা সংক্রান্ত ইলম অর্জন করেন। যেমন মুকাদ্দিমাহ আল-আজরুমিয়্যাহ, মিলহাতুল ইরাব ও তার ব্যাখা কাশফুন নিকাব, আল ফাওয়াকিহুল জানিয়্যাহ, নাযমুল আনওয়ার ফী মুছত্বলাহিল হাদীছ ইত্যাদি।

(৪) শায়খ মুহাম্মদ যাযন ইবনু মুহাম্মদ আছয়ূবী আদ-দানী (রহ.)। তাঁর কাছে ছহীহ মুসলিম পড়েন [ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ], সুনান বায়হাকীর প্রথমাংশ, ছহীহ বুখারীর অনেক হাদীছ শুনেছেন তাঁর কাছে, আল কুরআনের তাফসীর, ইলমুল বালাগাত সংক্রান্ত বই আল-জাওহিরুল মাকনুন, ত্বলআতুল আনওয়ার [ব্যখ্যাসহ], তাদরীবুর রাবী ইত্যাদি।

(৫) হাবশার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু রাফি' ইবনু বাছরী। তাঁর কাছে জামে' তিরমিযী পড়েন। এছাড়া সুনান আবূ দাঊদ, সুনান নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও ছহীহ মুসলিমের কিছু অংশ পড়েন। তিনি তাঁর কাছ থেকে সম্ভাব্য সকল ইজাযাহ এবং সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ইলমের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য হাবশার বড় বড় বিদ্বানদের সাহচর্যে তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। মোটকথা শায়খ মুহাম্মদ বিন আদম আছয়ূবী (রহ.) অনেক বিজ্ঞ উস্তাদদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। যাদের কতিপয়ের বর্ণনা শায়খ নিজেই তাঁর 'মাওয়াহিবুছ ছামাদ লিআবদিহী মুহাম্মদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য

যে, শায়খের ইলমী জীবনে বিভিন্ন উস্তাযের নিকট থেকে গ্রহণ করা বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইজাযাহ ও সনদের সংখ্যা হাযারের অধিক সুবহানাল্লাহ।

কর্মজীবনঃ

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি মক্কাস্থ দারুল হাদীছ আল-খাইরিয়্যাহতে শিক্ষাদান শুরু করেন এবং ইলমের বিভিন্ন ময়দানে গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে লেখনীর খেদমতে ব্রত হন। মূলতঃ তিনি দারুল হাদীছ আল-খাইরিয়্যাহতে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। কিন্তু পরীক্ষকগণ তাঁর ইলমী পারদর্শীতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি দিনের বেলায় দারুল হাদীছ আল-খাইরিয়্যাহতে এবং রাতে মক্কার হারামে দারস দিতেন। আমৃত্যু তিনি এই দারসে নিমগ্ন ছিলেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন না কেন? প্রতিউত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় তো সার্টিফিকেট প্রদানের জায়গা'। শায়খের দারসী জীবনে হাযার হাযার ছাত্র সরাসরি তাঁর নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছেন। এছাড়া অনলাইনের মাধ্যমে তাঁর দারস সারাবিশ্বের লাখ লাখ ছাত্রের মাঝে ছড়িয়ে যেত।

তাঁর সম্পর্কে আলেমদের মন্তব্যঃ

শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু বায, ছালিহ আল উছাইমীন, নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), ছালিহ আল ফাওযান, আব্দুল কারীম আর খুযাইর (হাফি.) প্রমুখ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

শায়খ বিন বায (রহ.) তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁকে আল্লামা এবং মহান আলেম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইসী (হাফি.) তাঁকে দেখলে মাথায় চুমু দিয়ে বলেন, 'হে হাদীছের ইমাম! হাদীছের উস্তায ও ডাক্তার! আপনি আমাকে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ঐ কথা মনে করিয়ে দিলেন যা তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, হে উস্তাযদের উস্তায, মুহাদ্দিছদের শিরোমণি, ইলালুল হাদীছের ডাক্তার! আপনি আমাকে সুযোগ দেন, আমি আপনার পদযুগল চুম্বন করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বর্তমানে পৃথিবীতে নেই'।

আল্লামা শায়খ রাবী ইবনু হাদী আল মাদখালী (হাফি.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'প্রত্যেক বিষয়েই তিনি আলেম'। শায়খ মুক্বীল বিন হাদী ওয়াদিঈ (হাফি.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি হচ্ছেন জ্ঞানের সমুদ্র'। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ছিলেন সাত বা আটশত বছর পূর্বের মহামতি আলেমদের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যারা দুনিয়াবিমূখতার সাথে সাথে ইলমী গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বর্তমান সময়ে যা খুবই বিরল।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীঃ

শায়খ আল-আছয়ূবী (রহ.) কর্তৃক রচিত বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর বহু গ্রন্থাবলী তাঁর নানামুখী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি তাঁর একনিষ্ঠ ইখলাছ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় হাযারের অধিক খন্ডে রচিত বিশাল লেখনীর খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের বিবরণ দেয়া হ'ল-

(ক) হাদীছ ও উলুমুল হাদীছ :

১. সুনান আন নাসাঈর ব্যাখ্যাগ্রন্থ **যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা** যা ৪২খণ্ডে রচিত। প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৫০০-৭০০ পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ। গ্রন্থটি সম্পর্কে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন, 'সুনান নাসাঈর উপর এরূপ আর কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে বলে আমার জানা নেই'।

২. ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ **আল-বাহরুল মুহীত্ব আছ-ছাজ্জাজ শারহু ছহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ**। যা ৪৫খণ্ডে রচিত। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ফযীলাতুশ শায়খ উস্তায আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (হাফি.)-কে ছহীহ মুসলিমের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাগ্রন্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি শায়খ মুহাম্মদ ইবনু আদম আছয়ূবী কর্তৃক লিখিত উল্লেখিত ব্যাখ্যাটির কথা উল্লেখ করেন।

৩. সুনান ইবনু মাজাহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ **মাশারিকুল আনওয়ার আল-ওয়াহহাজাহ ওয়া মাতালিউল আসরার আল বাহহাজাহ ফী শারহি সুনানি ইবনি মাজাহ**। যা ১০খন্ডে রচিত।

৪. ছহীহ মুসলিমের ভূমিকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ **কুররাতু আয়নিল মুহতাজ ফী শারহি মুকাদ্দিমাতি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ**। যা ২খন্ডে রচিত।

৫. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ **কুররাতুল আঈন ফী তালখীছি তারাজিমীছ ছহীহায়ন**।

৬. ইমাম সুয়ূত্বী (রহ.) রচিত উছূলে হাদীছ সংক্রান্ত গ্রন্থ 'আলফিয়্যাতুস সুয়ূত্বী'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ **ইস'আফু যাভীল ওয়াতর ফী শারহী নাযমিদ দুরার**। যা ২খন্ডে রচিত।

৭. নাযমু শাফিয়াতিল গিলাল ফী আলফিয়্যাতিল ঈলাল।

৮. মুযীলুল খালাল শারহু শাফিয়াতিল গিলাল ।

৯. নাযমু জাওয়াহিরিন নাফীস ফী নাযমীল আসমা-ই ওয়া মারাতিবীল মাওসূফীনা বিত-তাদলীস।

১০. আল জালীসুল আনীস ফী শারহি জাওয়াহিরিন নাফীস।

১১. তাযকিরাতুত ত্বলিবীন ফী যিকরিল মাওযূঈ ওয়া আছনাফিল ওয়াযযাঈন।

১২. আল জালীসুল আমীন ফী শারহি তাযকিরাতিত ত্বলিবীন।

১৩. নাযমু ইতহাফি আহলিস সাআ'দাহ বিমা'রিফাতি আসবাবিশ শাহাদাহ।

১৪. রফউল গয়নি ফী ছূবূতী যিয়াদাতি ওয়া বারাকাতিহী ফিত তাসলীমি মিনাল জানিবাইন।

১৫. উমদাতুল মুহতাত্ব ফী নাযমি আসমাই মান রুমিয়া মিনাস ছিকাতি বিল ইখতিলাত্ব।

১৬. উদ্দাতু উলিল ইগতিবাত্ব ফী শারহি উমদাতিল মুহতাত্ব।

১৭. বুগয়াতু ত্বলিবিস সা'আদাহ ফী শারহি ইতহাফি আহলিস সাআ'দাহ বিমা'রিফাতি আসবাবিশ শাহাদাহ।

১৮. ইতহাফুন নাবীল বিমুহিম্মাতি ইলমিল জারহি ওয়াত তা'দীল।

১৯. ইযাহুস সাবীল ফী শারহি ইতহাফিন নাবীল।

২০. ক্বাসীদাতুন ফী মাদখালি শারহিন নাসাঈ।

২১. ক্বাসীদাতুন ফির রদ্দি আলা বকর ইবনি হাম্মাদ আশ শাঈর আল মাগরিবী ফী যাম্মিহী ইলমিল হাদীছ ওয়া আহলিহী।

২২. মুখতাছার মাজমাউল ফাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল আওয়ায়েদ বিযিকরিল আছবাত ওয়াল আসানী। যা মাওয়াহিবুছ ছামাদ লিআবদিহী মুহাম্মদ নামে প্রসিদ্ধ।

(খ) ইলমুন নাহু, ফিক্বহ, কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ঃ

২৩. ইলমুন নাহু বিষয়ে রচিত 'ফাতহুল করীবিল মুজীব শারহু মুদনীল হাবীব নাযমু মুগনীল লাবীব'। যার কবিতা লিখেছেন শায়খ আব্দুল বাসিত্ব ইবনু মুহাম্মদ (রহ.)। ২ খণ্ডে রচিত।

২৪. উছূলে ফিক্বহ বিষয়ে রচিত 'আল-জালীসুছ ছালিহুন নাফি' শারহুল কাওকাবিস সাত্বি।

২৫. ইলমুন নাহু বিষয়ে কবিতার গ্রন্থ আত তুহফাতুল মারযিয়্যাহ নাযমুন ফী উছূলিল ফিক্বহী আলা ত্বরিক্বাতি আহলিস সুন্নাতিস সানিয়্যাহ'। উল্লেখিত গ্রন্থটিতে মোট ৩০৭২টি কবিতার পংক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে।

২৬. আল মিনহাতুর রযিয়্যাহ ফী শারহিত তুহফাতিল মারযিয়্যাহ। যা ৩ খণ্ডে রচিত।

২৭. ফাতহুল কারীমিল লাত্বীফ শারহু আরজূযাতিত তাছরীফ। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক রাহিমাহুল্লাহ শায়খ আব্দুল বাসিত্ব (রহ.) কর্তৃক রচিত 'আল মুরাহ ফিছ ছরফ' গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন।

২৮. আল ফাওয়াইদুস সামিয়্যাহ ফী ক্বাওয়াঈদি ওয়া যওয়াবিতি ইলমিয়্যাহ।

২৯. ক্বাছীদাতুর রদ্দিল মুবকী লিলমুজরিমিদ দায়নুমারকী। ইলমুন নাহু, ভাষা, হাদীছ এবং ফিক্বহ বিষয়ে কবিতা ও গদ্য সমৃদ্ধ ফাওয়ায়েদ গ্রন্থ 'জামিউল ফাওয়ায়েদ ওয়া যওয়াবিতুল আওয়ায়েদ'।

৩০. ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত মুক্বাদ্দিমাতুত তাফসীর গ্রন্থের কবিতার সংকলন 'নাযমু মুক্বাদ্দিমাতিত তাফসীর।

৩১. তাওহীদ বিষয়ে কবিতার গ্রন্থ নাযমুন ফী ইলমিত তাওহীদ।

৩২. নাযমু খতিমাতিল মিসবাহ আল-মুনীর।

৩৩. রিজযুন ফী ইলমিল আরুয ওয়াল ক্বাওয়াফী।

৩৪. আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানো, হাতে চুম্বন ও তদ্বসংশ্লিষ্ট বিধি বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে রচিত 'ইতহাফু যাভীল হিম্মাহ বিফাওয়াইদিন মুহিম্মাহ।

এর বাইরে শায়খের ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যার অডিও রয়েছে। এছাড়াও শায়খের প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

মৃত্যু :

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ এবং প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আদম আল-আছয়ূবী গত ৮ই অক্টোবর ২০২০ রোজ বৃহস্পতিবার সকালে মক্কাস্থ আন-নূর হাসপাতালে ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)*। মক্কার জামিউল মুহাজিরীন মসজিদে মাগরিব ছালাতের পর প্রথম জানাযা এবং মাসজিদুল হারামে এশার ছালাতের পর দ্বিতীয় জানাযার পর তাঁকে শুহাদাউল হারাম কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পাপমোচন করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন!

[লেখক : ছাত্র, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব]

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

হাওর ও চীনামাটির স্বপ্নপুরীতে দুই দিন

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

নতুন কোনো শহরে ঘুম থেকে জেগে উঠা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। পৃথিবী যদি একটি কাব্যগ্রন্থ হয়, তাহলে যে ভ্রমণ করেনা সে কোনো কবিতার অংশ হতে পারেনা। ভ্রমণ পিপাসু প্রতিটি মানুষই সদা নিত্য-নতুনের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়; ঘুরেফিরে আর নতুনত্বে নিজেকে হারিয়ে আবার খুঁজে পায়।

কুরআন স্বীকৃত অন্যতম হালাল বিনোদন হচ্ছে পৃথিবী পরিভ্রমণ। আল্লাহ বলেন, 'বলে দাও! তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে' *(আন'আম ৬/১১)*। তবে চলুন! এবার আমরা প্রসঙ্গের প্রারম্ভিকায় প্রবেশ করি।

শৈশবের ভালোলাগা আর যৌবনের হেদায়াতী প্রিয় কাফেলা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। প্রতিবছর গ্রীষ্মের তৃষ্ণার্ত কাকের ন্যায় ক্ষণ গণনায় মুখিয়ে থাকি, কখন আসবে তাবলীগী ইজতেমা! কখন আসবে কর্মী সম্মেলন! প্রিয় মানুষদের সদা কাছে পাওয়ার আকুলতাকে মনে হয় আল্লাহর জন্যে ভালোবাসার অফুরন্ত জান্নাতী নহর। এসবের পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যোগ হয়েছে শিক্ষা সফরের মতো নান্দনিক কর্মসূচি। কিন্তু সময় এবং শিক্ষাসফর কারো জন্য অপেক্ষা করেনা, কিন্ত অপেক্ষার পালাই যেন আর শেষ হচ্ছিল না। অবশেষে ২৯ ও ৩০ই অক্টোবর ২০২০ কেন্দ্র কর্তৃক শিক্ষাসফরের জন্য নিকলী হাওর ও মিঠামইন (কিশোরগঞ্জ) এবং বিরিশিরি ও চিনামাটির পাহাড় (নেত্রকোনা) নির্ধারিত হলো। মনের মধ্যে আনন্দের সুর বেঁজে উঠল। শুরু হ'ল ক্ষণ গননা। অবশেষে চলেই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ২৮ই অক্টোবর, বুধবার রাত ১০ টার মধ্যে বেশীরভাগ যেলার দ্বীনী ভাই ও কর্মীরা সংগঠনের নারায়ণগঞ্জ অফিস তথা কাঞ্চনে চলে আসলে। রাতে থাকলাম সাবেক কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল ভাইয়ের বাসায়। নারায়ণগঞ্জ যেলা যুবসংঘের ভাইদের আন্তরিক আতিথেয়তায় রীতিমত জামাই আদরে আমরা আপ্যায়িত হলাম। সে রাতে আর তেমন ঘুম হয়নি। গল্প-আড্ডাতেই কেটে গেছে বেশ। বাদ ফজর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভাইয়ের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে সফরের আবেগী পারদ যেন নতুন উষ্ণতার ছোঁয়া পেল। অতঃপর আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম স্যারের নছীহতপূর্ণ প্রাণবন্ত বক্তব্য শেষে সফর শুরু হ'ল। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ভাই এবং ছাত্র বিষয় সম্পাদক আব্দুন নূর ভাইদ্বয় সবাইকে দু'দিনের সফর পরিকল্পনা এবং দু'টি বাসে বসার আসন বিন্যাস বুঝিয়ে দিলেন।

সকাল ৭টায় দো'আ পাঠের মাধ্যমে বাস যোগে ২১টি যেলার প্রায় ১০২ জন সদস্য বিশিষ্ট কাফেলা ছুটে চললো দেশের সবচেয়ে নিম্নভূমি হাওরের দেশ মাননীয় রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের দেশ কিশোরগঞ্জের দিকে। মোট যাত্রীর তুলনায় আসন সংখ্যা সীমিত হলেও ক্ষণিকের এ বিড়ম্বনা সবাই হাসিমুখে মেনে নিলাম।

হাইওয়ে রোড ধরে আপন বেগে ছুটে চলল যাত্রী ভরা বাস দু'টি। বাস ছাড়তেই আমাদের হ্যান্ড মাইকগুলো বেজে

উঠল। দ্বীনী ভাইদের সুললিত কণ্ঠে ক্ষণিক বাদে থেমে থেমে চলছে জাগরণীর মুর্ছনা। মাঝেমধ্যে চলছে আনন্দ আয়োজন, খোশগল্প আর খুঁনসুটি। দ্বীনী ভাইদের আবেগ, উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ছিল বাসের কোণায় কোণায়। ইতিমধ্যে নারায়নগঞ্জ যেলা যুবসংঘের সৌজন্যে সফরের টি-শার্ট, কলম, চাবির রিং বিতরণ হ'ল। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকালের হালকা নাস্তাও বিতরণ হ'ল। ছিল সবার জন্য চকলেটও।

অতঃপর দুপুর ১১টার দিকে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপযেলার গজারিয়ায় স্থানীয় কিছু দ্বীনী ভাইদের যাত্রা বিরতি দেওয়া হলো। সেখানে স্থানীয় একটি মসজিদে সাথে তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হলো। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী আবুল কালাম ভাই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের উপর সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করলেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. ছাকিব ভাই সবাইকে সংগঠিত থেকে দ্বীনের উপর ইস্তেকামাতের আহবান জানিয়ে বক্তব্যের ইতি টানলেন। অতপর সেখানেই সকালের নাশতা পরিবেশন করা হলো। খাবার শেষে চা চক্রের আড্ডাটা বেশ ভালোই জমে উঠল। দূরীভূত হ'ল সফরের কিছুটা ক্লান্তি। কর্মীরা নতুন ভাইদের আলিঙ্গন ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'লা। হকের মিছিলে যুক্ত হওয়া নতুন ভাইয়েরা পেল জামা'আতী যিন্দেগীর অনুপ্রেরণা ও দ্বীনী ভালাবাসার স্বাদ।

তারপর বাস আবার ছুটে চললো। কিশোরগঞ্জের ছয় জন ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হ'ল। বাংলার সবুজ প্রকৃতি ভেদ করে লক্ষ্যপানে অবিশ্রান্ত ছুটা চলা। ভৈরব পার হওয়ার পর বাধলো বিপত্তি, মিঠামইনগামী সরু রাস্তায় পান থেকে চুন খসতেই লেগে যায় জ্যাম। এতকিছুর মধ্যেও থেমে ছিলনা কর্মীদের পারস্পরিক দ্বীনী ভালোবাসার আদান-প্রদান আর আনন্দ আয়োজন। অবশেষে দুপুর আড়াইটার দিকে আমরা নিকলী বেড়ীবাঁধে এসে পৌঁছালাম। তারপর হাওর ঘুরে মিঠামইন যাওয়ার জন্যে দু'টি বড় লঞ্চ ভাড়া নেওয়া হ'ল। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে একটি টিম প্রথম লঞ্চে উঠলো, আর বাকীরা অপর লঞ্চে উঠলাম। যথারীতি ছেড়ে দিল লঞ্চ। অবারিত সবুজে ভরা এই হাওর বর্ষায় হয়ে উঠে পানিতে টইটুম্বুর। যেন মিঠাপানির অথৈ সাগর। মুহুর্মুহু আল্লাহ আকবার আর সকল বিধান বাতিল করো, অহির বিধান কায়েম করো ধ্বনিতে জলরাশি ভেদ করে লঞ্চ ছুটে চললো মিঠামইনের দিকে। প্রকৃতির এ মন মাতোয়ারা দৃশ্যে পুলকিত হয়ে থেমে নেই আমাদের কারো কণ্ঠ। সমস্বরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা স্তুতিময় জাগরণীসমুহ অনুরণিত হচ্ছিল। তার সাথে স্পিকার বক্সে মাঝেমধ্যে বেজে চলছিলো শফিকুল ইসলামের কালজয়ী জাগরণী সমুহ। দু'চোখ যতদূর যায় মাছ ধরার ছোট ডিঙি নৌকা, জেলেদের জীবনসংগ্রামের দৃশ্যপট ভেসে বেড়াচ্ছে ।

এভাবে দুই ঘন্টা নিকলি হাওরে ভেসে বেড়ানোর পর অবশেষে তীরে এসে তরী থামলো। সেখানে নেমে ছালাত আদায় করে লেগুনায় চেপে সবাই ছুটে চললাম বহুল প্রসিদ্ধ মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়কে। কিশোরগঞ্জের প্রধান আকর্ষন তো হাওরের বুক চিরে নাক বরাবর তীরের মত ছুটে চলা এই হাইওয়েকে কেন্দ্র করেই। দুই ধারে দিগন্তবিস্তারী হাওর আর তার মাঝে কালো পীচ ঢালা ঝকঝকে রাস্তা। মনে হয় যেনো এ পথ কখনো শেষ হবে না। প্রকৃতির কি অভূতপূর্ব শ্রী! কি অপূর্ব শোভা! সব সৌন্দর্য কিবোর্ডে লিখে প্রকাশ করা যায়না। এক সময় ভাতশালা বড় ব্রীজে এসে লেগুনা থামলো। সেটি ছিলো সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত, চতুর্দিকে অপাথিব সৌন্দর্য বিরাজ করছে। কর্মীদের মুহুর্মুহু আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আরও একবার প্রকম্পিত হ'ল আকাশ বাতাস।

এখানে ২০ মিনিটের জন্য গোসলের সময় দেওয়া হলে মুহূর্ত দেরী না করে প্রায় শতজনের বহর একসাথে হাওরে নেমে গোসল শুরু করল। শুরু হ'ল আমাদের নাশকতা। পানি বেশি না থাকায় সাতার কেটে সুবিধা করতে পারছিলাম না। অধিক পানির আকাঙ্খায় আমরা ব্রীজের মাঝ বরাবর একদম নিচে চলে আসলাম। কিন্তু সেখানে বাঁধলো বিপত্তি, প্রবল স্রোত আঁচ করতে পেরে আশু বিপদ কাটিয়ে উঠতে আমরা অনেকেই একে অপরের হাত ধরে রাখলাম। জামাআতবদ্ধ জীবন যাপন যে সত্যিই রহমত স্বরূপ, তা আরও একবার বুঝতে পারলাম। সেই প্রবল স্রোত মাড়িয়ে সীসা ঢালা প্রাচীর হয়ে আমরা তীরে আসলাম। ততক্ষণে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তীম প্রস্থান করেছে। আজানও হয়ে গেছে। জলদি কাপড়

পরিবর্তন করে সড়কে চলে আসলাম। ততক্ষণে শতাধিক কর্মী ভাই মাগরিবের জামা'আতে দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তা এসে এমন বিরল দৃশ্যের মুখোমুখি হব, তা কল্পনাতেও ভাবি নাই। পশ্চিমে রক্তিম আকাশের আলোকচ্ছটা আর হিমশীতল বাতাসে কিছু মানুষ অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে আছে। দু'ধারে শুধু পানি আর পানি, তার সাথে ঝিঝিপোকার ঝনঝনানি কানের কাছে এসে যেনো বলে যাচ্ছে, 'প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে এক অস্থিরতা, আল্লাহ্র কাছে ফিরে গেলেই তা দূর করা সম্ভব'। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে শুন্যতা, আল্লাহর পথে ফিরে আসলেই পাবে কেবল পূর্ণতা। ছোট্ট এ জীবনে কত পাহাড়, পর্বত, সাগর-নদী দাপিয়ে বেড়িয়েছি আমরা হয়ত অনেকেই। কিন্তু এত সুন্দর অনুভূতি

হয়তবা কখনো কারো হয়নি।

ছালাতে এতো প্রশান্তি অনেকদিন লাগেনি। ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রিয় ড. ছাকিব ভাই হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখলেন। তিনি যখন সূরা মুলকের আয়াতগুলো পড়ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল এ যেন নতুন কিছু, সুবহানাল্লাহ! তিনি পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ 'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সকল রাজত্ব এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন তোমাদেরকে এই পরীক্ষার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে। আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল। তিনি স্তরে স্তরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? আবার দৃষ্টি ফিরাও। কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও। তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে' *(মুলক ৬৭/১-৪)*। তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ ছিল এমনই যে, এ অপূর্ব সৃষ্টিজগত বলে দেয় আমাদের একজন রব আছেন। আমরা তারই ইবাদত করি, আমরা সবাই তারই বান্দা এবং তারই দাসত্ব করি। ততক্ষণে পূর্বাকাশে চাঁদ মামা পূর্ণ আভা ছড়িয়ে সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে অপেক্ষায় আছে। কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করে লেগুনায় চেপে বসে আবার লঞ্চে ফিরে আসলাম। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় নিকলী হাওরের বুক চিরে আমাদের লঞ্চ ছুটে চলল। সেখানে কত গান, কত কবিতা। বিশেষকরে আল-হেরার বহুল প্রসিদ্ধ গানগুলো আমাদের দ্বীনী ভাইদের মধ্যে এক অন্যরকম অনুভূতি জাগ্রত করল। আর সঙ্গে বয়ে চলছিল অভূতপূর্ব মনোরম চাঁদনী রাতের দৃশ্য। এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ পেলে যে কোন কবি, সাহিত্যিকদের মুন্সিয়ানা বেশ জমে উঠে।

রাত ৮টায় নিকলী বেড়ীবাধে এসে যাত্রাবিরতি। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র তাওহীদী মহিমা ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসাবে বই ও লিফলেট বিতরণ চলল। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আলাপচারিতায় উঠে এল তাদের অনুভূতির নানা কথা। তাদের মধ্যে এক কলেজ অধ্যাপক ও এক প্রবাসী ভাই অকপটে বলেই ফেলল এমন সুশৃংখল সুন্নাতের পাবন্দ যুবসমাজ তাদের কখনো চোখেই পড়েনি। তারা আমাদের সাধুবাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন। এখানে পূর্বেই এক হোটেলে রাতের খাবার অর্ডার করে রাখা হয়েছিল। সুস্বাদু হাওরের তাজা মাছ আর হাঁসের গোশত সবার মন ভরিয়ে দিল।

রাতের খাবার শেষে সবাই বাসে উঠলাম। বাস ছুটে চললো নতুন গন্তব্য বিরিশিরি নেত্রকোনার দিকে। অতঃপর রাত আড়াইটার দিকে নেত্রকোনা দূর্গাপুরে পূর্বে নির্ধারিত গেস্টহাউজে এসে পৌছালাম। ফ্রেশ হয়ে খাবার খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় পিঠ হেলিয়ে দিলাম। ফজরের ছালাত শেষে কেউ হাটতে বের হ'ল, কেউ দ্বিতীয় দফায় ঘুমাতে গেল। কেউ কেউ কাউকে বেজার না করে প্রথমে কিছুক্ষণ হাটল, তারপর এসে ঘুম দিল। বেশিক্ষণ ঘুমানো যায়নি। পাশেই সোমেশ্বরী নদীতে বেড়াতে যাওয়া ও গোসল করার হিড়িক পড়ে গেল। কেউ কেউ রিসোর্টের সামনে ফুটবল খেলায় মেতে উঠল। কুমিল্লা বনাম অন্যান্য যেলার মধ্যে এক শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে কুমিল্লা যেলা ৩-১ গোলে হেরেও জিতে গেল। একটু আনন্দ এই আরকি। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। আমরা সকলে অজানা অচেনা দশ

মায়ের দশ সন্তান। সংগঠনের এই শিক্ষাসফর আমাদের অজান্তে এক অজানা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

খেলা শেষে গোসল করে নাস্তা পর্ব সেরে সবাই বাকী দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ যেলার কিছু দ্বীনী ভাই নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে গেলেন। সবাইকে পরিপাটি হয়ে বের হয়ে হলরুমের সামনে আসার নির্দেশ দেওয়া হলো। সেখানে সফরের আমীর অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম স্যার সারগর্ভ বক্তব্য এবং সাংগঠনিক জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন। অতঃপর বাসে দূর্গাপুর থেকে বিরিশিরি আসা হলো। সেখানে রাস্তার দুই ধারে সাংগঠনিক বিভিন্ন বই-পুস্তক, আক্বীদা সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হলো। উল্লেখ্য যে, দুই দিনের শিক্ষাসফরে দাওয়াতী কাজ এবং ঘুরাঘুরি চলেছে প্রায় সমানতালে। সোমেশ্বরী নদীর পাড় ঘেঁষে মাটির রাস্তায় খুব একটা মন্দ লাগছিল না। সোমেশ্বরী নদী পারাপার হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হ'ল নৌকা। এখানকার মানুষজন তাদের মোটর সাইকেল, গরু-ছাগল এবং বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য পারাপার করে থাকেন এই নৌকার মাধ্যমে। সোমেশ্বরী নদী থেকে মেশিনের সাহায্যে পাথর উত্তোলনের কারণে সারাক্ষই মেশিনগুলোর ঠ্যা ঠ্যা শব্দ কানে বাজছিল। আমরা বেশ কিছুক্ষণ সময় সোমেশ্বরী নদীর বুকে জেগেওঠা বালুচরে হাঁটাহাঁটি করলাম। আবার কখনো মেঘালয় থেকে নেমে আসা সোমেশ্বরীর বুক দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শীতল পানিতে পা চুবিয়ে সময় কাটালাম। সোমেশ্বরী নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে মনে পড়ে যাবে সুনামগঞ্জের জাদুকাটা নদীর কথা। নদী পার হয়ে স্থানীয় বাজারে সারাদিন ঘুরার জন্যে অটোরিকসা রিজার্ভ নেওয়া হলো। বিজয়পুর জিরো পয়েন্ট যাওয়ার জন্য অটোরিকসায় চেপে বসলাম। জিরো পয়েন্টে যাওয়ার সময় একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জিরো পয়েন্টের পথে দু'পাশেই ভারত এবং কিছুটা দূরে গিয়ে তিন দিক থেকেই ভারত বেষ্টিত আমরা।

পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছিলো বেশ। এ পাহাড়সমূহ হয়তো আমাদেরই হওয়ার কথা ছিলো। সীমান্ত কাটাতার দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করা যায় বটে; কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন চাইলেই তো আর কেড়ে নেওয়া যায় না। বিজিবি ক্যাম্প পার হয়ে আমরা জিরো পয়েন্ট পৌছালাম। এপারে বাংলা, ওপারে ভারত মাঝখানে বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছে সোমেশ্বরী নদী। এই পয়েন্টের সৌন্দর্য সিলেট জাফলংয়ের সৌন্দর্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দুইটি ইঞ্জিনচালিত বোট দ্বারা জিরো পয়েন্ট ঘুরে আসা হলো। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে খুব কাছ থেকেই দেখা মিললো জাতীয়তাবাদী বিচ্ছেদরেখা তথা সীমান্ত কাটাতার। কেন এ বিচ্ছেদ, জাতি যা আজ তা ভুলতে বসেছে। তা হ'ল শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের স্বাধীন ভূমির জন্য ব্যাকুলতা, যা আমাদের পূর্বপুরুষরা নির্ধারণ করে গেছেন।

সেখান থেকে পায়ে হেটে সবাই ছুটে চললাম কমলাবাগানের দিকে। সুউচ্চ এক পাহাড়ের চূড়ায় এ স্পটটি অবস্থিত। পাহাড়ের চূড়ায় ক্ষণিকের অবকাশ ভালোই কাটল। তাড়াতাড়ি ফিরতে ইচ্ছা না করলেও আমরা সময়ের ফ্রেমে বন্দী। সুতরাং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন গন্তব্যে পৌছাতে হবে। এবারের গন্তব্য চিনামাটির পাহাড়। অটোতে ওঠে কিছুক্ষণ চললাম এবং স্থানীয় একটি মসজিদ সবাই জুম'আর ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর ছালাত শেষে উপস্থিত মুছল্লীদেরকে উদ্দেশ্যে সুন্নাতের অনুসরণ এবং বিদ'আতের ভয়াবহতার উপর শায়খ শরীফুল ইসলাম মাদানী চমৎকার বক্তব্য রাখলেন। মুছল্লীরাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শায়খের বক্তব্য শ্রবণ করলেন। সেখানে মুছল্লীদের নিকট আহলেহাদীছ আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত সংগঠনের বিভিন্ন বই ও সমাগত ঈদে মিলাদুন্নবী বিষয়ে লিফলেট বিতরণ করা হ'ল।

ছালাত শেষে সবাই এসে পৌছালাম বহুল আকাঙ্ক্ষিত দেশের একমাত্র চিনামাটির পাহাড়ে। চিনামাটির পাহাড় থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ায় সেখানে বিশাল বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেখানেই পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে স্বচ্ছ পানির লেক। মূলত সেখানে লেক দু'টি। একটি বেশ বড়। আর সেটাতে অনেক পর্যটকই লম্ফঝম্ফ মেরে গোসল সেরে নেন। পার্শ্বে সাইনবোর্ডে লেখা আছে গোসল করা নিষেধ। অথচ এত সুন্দর স্বচ্ছ পানিতে সাঁতার কাটতে কার না মন চায়? তাই আমরা অল্পকিছুক্ষণ পানিতে সাঁতার কেটে চলে আসলাম। বিদায় নেয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছিলো সূর্যি মামার বিদায়ঘন্টা। পাহাড়ের দৃশ্যও ততক্ষণে সুন্দর লাগছিলো বেশ। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিলো সবুজ চাদর বিছিয়ে রেখেছে কেউ। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে সবাই রিসোর্টে ফিরে আসলাম। এবার নতুন গন্তব্য। নেত্রকোনা সদরের মদনপুর মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদ। নেত্রকোনার আহলেহাদীছ ভাইদের আমন্ত্রণে সেখানে প্রোগ্রাম হ'তে যাচ্ছে। আমাদেরকে পেয়ে তারা খুব খুশী হলেন। আমরাও সকলে উচ্ছ্বসিত। সেখানে অত্যন্ত পরিপাটিভাবে প্রোগ্রাম হলো, আলোচনা হলো এবং রাতের খাবারও হলো। ফালিল্লাহিল হামদ। অতঃপর চলে এলো বিদায়ের পালা! বিদায়ের বিষাদ বেদনা। এক দেহ এক প্রাণ আমাদের। নাহি যেতে দিতে চায়, তবু যেতে দিতে হয়; তবুও চলে যায়। সকল যেলার দ্বীনী ভাইদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে ঢাকার উদ্দেশ্য বাস ছাড়লো। রাতেও বাসে বিদায়ের বিষাদ দেখা যায়নি, বরং পূর্বের মতোই খুনসুটি চলছিলো। একসময় গভীর রাত নেমে এলো, দুই দিনের ক্লান্তি আর বাহিরের বৃষ্টিতে সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন হলো। হারিয়ে গেল সবাই বিস্মৃতির অন্তরালে। এভাবেই শেষ হলো বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দুই দিনের শিক্ষাসফর। প্রিয় মানুষদের সাথে কাটানো এই মধুর স্মৃতি চাইলেও কি ভোলা যায়? নিশ্চয়ই দেখা হবে ইনশাআল্লাহ কারণে-অকারণে, অন্য কোন জান্নাতী স্পটে। আল্লাহ যেন জান্নাতের নির্মল ঝর্ণার পাশে প্রিয় দ্বীনী ভাইদের সাথে কোনো এক মিলন মেলায় আবারো যেন একত্রিত করে দেয়-আমীন!

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্র বিএসএস সম্মান ৪র্থ বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

আমি ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি

[লেখিকা ড্যানিয়েলে লোড়ুকা ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। জন্মগ্রহণ করেছেন ক্যাথলিক পরিবারে। পেশায় শিল্পী। পারিবারিক জীবনে পাঁচ সন্তানের মা। ছিলেন প্রবল ধর্মবিদ্বেষী। কিন্তু ২০০২ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত লেখালেখি করেন। একসময় প্রবল ধর্ম বিরোধী এই মানুষটি কোন প্রেক্ষিতে বিবেকতাড়িত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই গল্পটাই তুলে ধরেছেন তিনি নিজের এক কলামে]

আমি কখনোই আল্লাহকে খোঁজার ইচ্ছা অনুভব করিনি। যখন কিছুই করার থাকত না, তখন কোনো পুরনো বই বা ভবন দেখে সময় কাটাতাম। কখনো কল্পনাও করিনি আমি মুসলমান হব। আমি খ্রিস্টানও হ'তে চাইনি। যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিই আমার তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। প্রাচীন কোনো গ্রন্থ আমার জীবন-যাপনের পথ-নির্দেশ করবে, তা নিয়ে ভাবিইনি। এমনকি কেউ যদি আমাকে কয়েক কোটি ডলার দিয়েও কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে বলত, আমি সরাসরি অস্বীকার করতাম।

আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম ছিলেন বার্টান্ড রাসেল। তার মতে, ধর্ম হ'ল কুসংস্কারের চেয়ে একটু ভালো, সাধারণভাবে লোকজনের জন্য ক্ষতিকর, যদিও এর ইতিবাচক কিছু বিষয়ও আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানের পথ বন্ধ করে দেয়, ভীতি আর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া আমাদের বিশ্বের যুদ্ধ, নির্যাতন আর দুর্দশার জন্য অনেকাংশে ধর্মই দায়ী। আমার মনে হতো, ধর্ম ছাড়াই তো ভালো আছি। আমি প্রমাণ করতে চাইতাম, ধর্ম আসলে একটা জোচ্চুরি। ধর্মকে হেয় করতে আমি পরিকল্পিত কাজ করার কথা ভাবতাম।

হ্যাঁ, সেই আমিই এখন মুসলমান। আমি ঘোষণা দিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর সেটা না করে উপায়ও ছিল না। আমি অনুগত হয়েছি, ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। মজার ব্যাপার হ'ল, যখন ধর্মাবলম্বনকারীদের সাথে বিশেষ করে মুসলমান হিসাবে পরিচয়দানকারীদের সাথে কথা বলতাম, আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, তারা বিশ্বাস করার আকাংক্ষা পোষণ করে। তাদের ধর্মগ্রন্থে যতই সাংঘর্ষিক বিষয় থাকুক, ভুল থাকুক, তারা সবকিছু এড়িয়ে দ্বিধাহীনভাবে ধর্মকে আঁকড়ে ধরে। তারা জানে, তারা কী বিশ্বাস করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো আল্লাহকে খুঁজতে চাইনি, সেই ইচ্ছাও আমার কখনো হয়নি।

একদিন আমার এক বন্ধু ইসলামে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বোঝাতে চাইল, আমি ক্ষুব্ধ হলাম। কোনো মানুষ যখন কিছু বিশ্বাস করতে চায়, তখন তার মধ্যে অনেক সময়ই এমন একটা বোধ সৃষ্টি হয়, যার ফলে সেটা গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহ তার মধ্যে তৈরী হয়। ধর্মের ব্যাপারেও আমার মধ্যে তেমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। আমি ধর্মকে স্রেফ একটা বাজে জিনিস হিসাবে বিশ্বাস করতে চাইতাম। এমন বিশ্বাস কিন্তু কোনো দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে হয়, এমন নয়। স্রেফ অনুমানের উপর গড়ে ওঠে এ ধরনের বিশ্বাস। আমি যখন কোনো ধর্মীয় বই পড়তাম, তখন সেগুলোর প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকত না, তবে আমার উদ্দেশ্য থাকত তা থেকে ভুল-ত্রুটি বের করা। এর ফলে আমি আমার উদ্দেশ্যের প্রতি অটল থাকতে পারতাম।

আমার কুরআনের পেপারব্যাক অনুবাদটি পেয়েছিলাম বিনা মূল্যে। একদিন দেখলাম, এমবির কিছু ছেলে কুরআন বিলি করছে। আমি জানতে চাইলাম, এগুলো কি ফ্রি? তারা হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে আমি একটা নিয়ে রওনা দিলাম। এসব বইয়ের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কেবল ফ্রি পেয়েছিলাম বলে নিয়েছিলাম। তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল, বইটা পড়ে আরো কিছু খুঁত যদি পাওয়া যায়, তবে ধর্মটির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। আমি যে কপিটা পেয়েছিলাম, সেটির পাতাগুলো মলিন হয়ে গিয়েছিল, অনেক পুরনো ছিল সেটি। কিন্তু আমি যতই পড়তে থাকলাম, ততই বশীভূত হতে লাগলাম। আমি আগে যেসব ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছি, তা থেকে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি অর্থ সহজেই বুঝতে পারছিলাম। সবকিছুই ছিল স্পষ্ট। আমার মনে পড়ল, আমার এক বন্ধু যখন আমাকে ইসলামে আল্লাহ কেমন তা বোঝাচ্ছিল, আমি রেগে গিয়েছিলাম, কিন্তু এবার পাতার পর পাতা উল্টে অনেক জায়গায় দেখতে পেলাম তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। মনে হ'ল, পবিত্র কুরআন সরাসরি আমার সাথে কথা বলছে, আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। এটা একটা পুরনো গ্রন্থ কিন্তু পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক। এর কাব্যিকতা, কল্পনাশক্তি এবং যেভাবে বার্তা পৌঁছে দেয়, তা আমাকে অন্তর থেকে নাড়া দিল। এর অভূতপূর্ব সৌন্দর্য আমি আগে কখনো টের পাইনি। মরুভূমির দমকা হাওয়া যেন সবকিছু উল্টে দিল। মনে হ'ল আমি যেন কিছু একটার জন্য দৌড়াচ্ছি।

কুরআন আমার বোধশক্তিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। নির্দেশনাবলী দেখে তারপর আমাকে চিন্তা করতে, ভাবতে, বিবেচনা করতে বলল। এটা অন্ধ বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু

যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। কুরআন মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, স্রষ্টাকে স্বীকার করে নিতে বলে, সেই সাথে আধুনিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতার কথা বলে।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জীবনকে বদলে দেয়ার আগ্রহ তীব্র হয়। আমি ইসলাম সম্পর্কে অন্যান্য বই পড়তে শুরু করলাম। আমি দেখতে পেলাম, কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, অনেক হাদীছেও তেমনটা আছে। আমি দেখলাম, পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে নবী মুহাম্মাদকে সংশোধন করা হয়েছে। আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। এতেই বোঝা যায়, তিনি গ্রন্থটির লেখক নন। আমি নতুন পথে হাঁটতে শুরু করলাম, পবিত্র কুরআনের জ্যোতি আর নবী মুহাম্মাদের দেখানো রাস্তায়। এই লোকটির মধ্যে মিথ্যাবাদির কোনো আলামত দেখা যায়নি। তিনি সারা রাত ছালাত পড়তেন, তাঁকে নির্যাতনকারীদের ক্ষমা করে দিতে বলতেন, দয়া প্রদর্শনকে উৎসাহিত করতেন। সম্পদ আর ক্ষমতা তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন, কেবল আল্লাহ্র দিকেই নিবেদনের বিশুদ্ধ বার্তাই প্রচার করতেন। আর তা করতে গিয়ে নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন। সব কিছুই সরল। সহজেই বোঝা যায়। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মহাবিশ্বের জটিল আর বৈচিত্র্যময় কোনো কিছুই ঘটনাক্রমে ঘটেনি। তা-ই সাধারণ বিষয় হ'ল, সেই একজন- যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাকে অনুসরণ করতে হবে। আমার অ্যাপার্টমেন্টের কৃত্রিম লাইটিং এবং বাতাসের ওযন নিয়ে ভাবতে ভাবতে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পড়লাম :

অস্বীকারকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, এরপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? *(আম্বিয়া ২১/৩০)*।

এই আয়াত পড়ে আমার মাথা যেন দুই ভাগ হয়ে গেল। এটাই তো বিগ ব্যাং তত্ত্ব (এটা স্রেফ একটা তত্ত্ব নয়)... সব জীবন্ত সত্তাই পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা মাত্র এটা আবিষ্কার করেছে। এটা ছিল অবাক করা বিষয়। এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং সবচেয়ে ভীতিকর সময়।

আমি বইয়ের পর বই অধ্যায়ন করতে লাগলাম। তথ্যগুলো যাচাই করতে থাকলাম। এক রাতে আমি প্যার্ট ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিতে বসে খোলা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মুখটা হয়তো কিছুটা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। কী ঘটতে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটুকু অনুভব করলাম, আমার সামনে যা রয়েছে, তা হ'ল সত্য। আগে আমি যেটাকে সত্য ভাবতাম, সেটার আর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

এখন আমার সামনে দু'টি বিকল্প ছিল। একটা আসলে কোনো বিকল্পই ছিল না। আমি যা আবিষ্কার করেছিলাম, তা অস্বীকার করতে পারছিলাম না, অগ্রাহ্য করতে পারছিলাম না। আগের মতোই চলব, এমনটাও ভাবছিলাম সামান্য সময়ের জন্য। সেটাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমার কাছে পথ খোলা ছিল কেবল একটাই। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না আমার সামনে। অন্য কিছু করা মানেই ছিল সত্যকে অস্বীকার করা। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটালেন এবং আমি ইসলামের অকৃত্রিম আর্দশের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মুসলমান হয়ে গেলাম-আলহামদুলিল্লাহ।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/ অনাবাসিক)

বাঁকাল, সাতক্ষীরা। মোবাইল : ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর ২০২০ হ'তে ৪ঠা জানুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ৫ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার ২০২১ সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ৬ই জানুয়ারী ২০২১ রোজঃ বুধবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বছর সকল পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক শিক্ষার্থী আবাসিক স্থান ত্যাগ করতে পারবে না।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- হোস্টেল ফিস (খাওয়া খরচ) প্রতি মাসে ১,৩০০ টাকা এবং হোস্টেল ব্যবস্থাপনা ফি ২০০ টাকা। সর্বমোট ১৫০০ টাকা।
- প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত হোস্টেল ফী, ব্যবস্থাপনা ফী ও বেতন পরিশোধ করতে হবে।

হাবাশার বাদশা নাজাশী ও জা'ফর ইবনু তালিবের মাঝে ঐতিহাসিক কথোপকথন

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[রাসূল (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনে কুরাইশদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। সেখানে বাদশা নাজাশী এবং ছাহাবী জা'ফর ইবনু তালিবের মধ্যে যে ঐতিহাসিক আলাপচারিতা হয়েছিল, তাতে তাওহীদ ও শিরক এবং ইসলাম ও কুফরের স্বরূপ অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ শত আফসোস! যে ইসলামের চিরন্তন আদর্শের জন্য মুসলমানরা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে; আপন বাপদাদা, ভাইবোনকে পরিত্যাগ করেছে; জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও শিরকী মূর্তিপূজাকে বির্সজন দিয়েছে; সেই মুসলমানের আজ কি ধরণের পদস্খলন! আবার তারা শিরক, বিদ'আত, মূর্তি ও মাজার পূজাকে নিজেদের আদর্শ ও ঐতিহ্য বলে গর্ব করছে। যে মূর্তি মুসলমান ভেঙ্গে চুরমার করেছে, আজকে তারা মূর্তি বানানোর শয়তানী ফাঁদে পা দিয়ে ঈমান ও আমল সর্বস্ব হারাচ্ছে এবং যাবতীয় অন্যায় ও অপকর্মে হাবুডুবু খাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাদশা নাজাশী ও জা'ফর ইবনু আবী তালিবের সেই ঐতিহাসিক কথোপকথনটি পাঠক খেদমতে পেশ করা হ'ল]।

কাহিনীর সূত্রপাত : আবিসিনিয়ায় যাতে মুসলমানগণ শান্তিতে থাকতে না পারে, সেজন্য কুরায়েশ নেতারা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করল। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা কুশাগ্রবুদ্ধি কুটনীতিবিদ আমর ইবনুল 'আছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহকে দায়িত্ব দিল। তারা মহামূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে হাবশা যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে খ্রিষ্টানদের নেতৃস্থানীয় ধর্মনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদের ক্ষুরধার যুক্তি এবং মূল্যবান উপঢৌকনাদিতে ভুলে দরবারের পাদ্রী নেতারা একমত হয়ে যান। পরের দিন আমর ইবনুল 'আছ উপঢৌকনাদি নিয়ে বাদশাহ নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তারা বললেন, হে বাদশাহ! আপনার দেশে আমাদের কিছু অজ্ঞ-মূর্খ ছেলে-ছোকরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যারা তাদের কওমের দ্বীন পরিত্যাগ করেছে এবং তারা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি। তারা এমন এক নতুন দ্বীন নিয়ে এসেছে, যা আমরা কখনো শুনিনি বা আপনিও জানেন না। আমাদের কওমের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি তাদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফেরৎ পাঠান। তাদের কথা শেষ হ'লে উপস্থিত পাদ্রীনেতাগণ কুরায়েশ দূতদ্বয়ের সমর্থনে মুহাজিরগণকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করেন। তখন বাদশাহ রাগতঃস্বরে বলেন, আল্লাহর কসম! এটা কখনোই হ'তে পারে না। তারা আমার দেশে এসেছে এবং অন্যদের চাইতে আমাকে পসন্দ করেছে। অতএব তাদের বক্তব্য না শুনে কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

মূল ঘটনা :

নাজাশীর নির্দেশক্রমে জা'ফর বিন আবু তালিবের নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধি দল বাদশাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু সিজদা করলেন না। বাদশাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা প্রথানুযায়ী আমাকে সিজদা করলে না কেন? যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের কওমের প্রতিনিধিদ্বয় এসে করেছে? বাদশাহ আরও বললেন, বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে এমনকি আমাদের ধর্ম গ্রহণ না করে নতুন যে ধর্মে তোমরা দীক্ষা নিয়েছ, সেটা কী, আমাকে শোনাও!'

জা'ফর বিন আবু ত্বালিব বললেন, হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মের নাম 'ইসলাম'। আমরা স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বাদশাহ বললেন, কে তোমাদের এসব কথা শিখিয়েছেন? জা'ফর বললেন, আমাদের মধ্যকারই একজন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা মূর্তিপূজা ও অশ্লীলতা এবং অন্যায় ও অত্যাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম। আমরা শক্তিশালীরা দুর্বলদের শোষণ করতাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের মধ্যে তাঁর শেষনবীকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ'। তিনি আমাদের চোখের সামনে বড় হয়েছেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, সংযমশীলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণাবলী আমরা জানি। নবুঅত লাভের পর তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে সাথে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম হ'তে তওবা করে সৎকর্মশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এক আল্লাহ্র ইবাদত করছি ও হালাল-হারাম মেনে চলছি। এতে আমাদের কওমের নেতারা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আমাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছেন। সেকারণ বাধ্য হয়ে আমরা সবকিছু ফেলে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছি আপনার সুশাসনের খবর শুনে। আমরা অন্যস্থান বাদ দিয়ে আপনাকে পসন্দ করেছি এবং আপনার এখানেই আমরা থাকতে চাই। আশা করি আমরা আপনার নিকটে অত্যাচারিত হব না'।

অতঃপর জাফর বললেন, হে বাদশাহ! অভিবাদন সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের জানিয়েছেন যে, জান্নাত বাসীদের পরস্পরে অভিবাদন হ'ল 'সালাম' এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে পরস্পরে 'সালাম' করার নির্দেশ দিয়েছেন'।

বাদশাহ বললেন, ঈসা ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে তোমরা কি বলতে চাও? উত্তরে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব সূরা মারিয়ামের শুরু থেকে ৩৬ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে শুনান। যেখানে

হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বিবরণ, মারিয়ামের প্রতিপালন, ঈসার জন্মগ্রহণ ও লালন-পালন, মাতৃক্রোড়ে কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং তাওরাত-ইঞ্জীলে পণ্ডিত ব্যক্তি। কুরআনের অপূর্ব বাকভঙ্গি, শব্দশৈলী ও ভাষালংকার এবং ঘটনার সারবত্তা উপলব্ধি করে বাদশাহ অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকলেন। সাথে উপস্থিত পাদ্রীগণও কাঁদতে লাগলেন। তাদের চোখের পানিতে তাদের হাতে ধরা ধর্মগ্রন্থগুলি ভিজে গেল। অতঃপর নাজাশী বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই এই কালাম এবং ঈসার নিকটে যা নাযিল হয়েছিল দু'টি একই আলোর উৎস থেকে নির্গত'। বলেই তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা চলে যাও! আল্লাহ্র কসম! আমি কখনোই এদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না'।

আমর ইবনুল 'আছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহ দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমর বললেন, কালকে এসে এমন কিছু কথা বাদশাহকে শুনাবো, যাতে এদের মূলোৎপাটন হয়ে যাবে এবং এরা ধ্বংস হবে। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বললেন, না, না এমন নিষ্ঠুর কিছু করবেন না। ওরা আমাদের স্বগোত্রীয় এবং নিকটাত্মীয়। কিন্তু আমর ওসব কথায় কর্ণপাত করলেন না।

পরের দিন বাদশাহ্র দরবারে এসে তিনি বললেন, 'হে সম্রাট! এরা ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে ভয়ংকর সব কথা বলে থাকে'। একথা শুনে বাদশাহ মুসলমানদের ডাকালেন। মুসলমানেরা একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কেননা নাছারারা ঈসাকে উপাস্য মানে। কিন্তু মুসলমানরা তাকে 'আল্লাহ্র বান্দা' (عَبْدُ اللهِ) বলে থাকে। যাই হোক কোনরূপ দ্বৈততার আশ্রয় না নিয়ে তারা সত্য বলার ব্যাপারে মনস্থির করলেন। অতঃপর আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সত্য প্রকাশ করে দিয়ে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব বললেন, هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَرُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُوْلِ وَلَمْ يَمَسُّهَا بَشَرٌ 'তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত রূহ এবং তাঁর নির্দেশ। যা তিনি মহীয়সী কুমারী মাতা মারিয়ামের উপরে ফুঁকে দিয়েছিলেন। কোন পুরুষ লোক তাকে স্পর্শ করেনি'। তখন নাজাশী মাটি থেকে একটা কাঠের টুকরা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! তুমি যা বলেছ, ঈসা ইবনে মারিয়াম তার চাইতে এই কাষ্ঠখণ্ড পরিমাণও বেশী ছিলেন না'। তিনি জাফর ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যাও! তোমরা আমার দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে ব্যক্তি তোমাদের গালি দিবে, তার জরিমানা হবে (৩বার)। তোমাদের কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিনিময়ে যদি কেউ আমাকে স্বর্ণের পাহাড় এনে দেয়, আমি তা পসন্দ করব না'। অতঃপর তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের প্রদত্ত উপঢৌকনাদি ফেরৎ দানের নির্দেশ দিলেন।

ঘটনার বর্ণনাদানকারিণী প্রত্যক্ষ সাক্ষী হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) (পরবর্তীকালে উম্মুল মুমেনীন) বলেন, 'অতঃপর ঐ দু'জন ব্যক্তি চরম বেইযযতির সাথে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল... এবং আমরা উত্তম প্রতিবেশীর সাথে উত্তম গৃহবাসীরূপে বসবাস করতে থাকলাম' *(ইবনু হিশাম ১/৩৩৩-৩৮; আহমাদ হা/১৭৪০; যাদুল মা'আদ ৩/২৬; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ১১৫, সনদ ছহীহ)*। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

সংগঠনের তিনজন দায়িত্বশীলের পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন স্তরের তিনজন দায়িত্বশীল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ১৪ই নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত রাবির ৫০২তম সিণ্ডিকেট সভায় তাঁদের এই ডিগ্রি অনুমোদিত হয়। তারা হলেন,

১. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সাবেক ছাত্র ও বর্তমান সহকারী শিক্ষক মুখতারুল ইসলাম। তার গবেষণা শিরোনাম ছিল **'ইহসান ইলাহী যহীরঃ ইসলামী আক্বীদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান'**। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। পরীক্ষক ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী এবং ভারতের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মশিহুর রহমান।

২. 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। তার গবেষণা শিরোনাম ছিল **'ছফিউর রহমান মুবারকপুরী : সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান'**। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। পরীক্ষক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. আশফাক আহমাদ।

৩. 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নওদাপাড়া মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব। তাঁর গবেষণা শিরোনাম ছিল **'হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর অবদান : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'**। তার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম এবং ড. মুহাম্মাদ সেতাউর রহমান। পরীক্ষক ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ড. আবু সাঈদ মুহাম্মাদ আলী এবং ভারতের গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ নাজমুল হক। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর দ্বিতীয় পুত্র। তারা সকলের দো'আপ্রার্থী।

জীবনের বাঁকে বাঁকে

আল্লাহ কি আমার উপর সন্তুষ্ট?

-এসএম নাহিদ হাসান, ঢাকা।

মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষের কাছে যত ভালো সেজে বসে আছি আল্লাহর কাছে তার খানিকটা হলেও তো নাজাত পেতাম। একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন, যদি ফেসবুকে আমার ফ্যান-ফলোয়ারদের বিচার করতে দেওয়া হয়, আমাকে তারা কোথায় রাখতে চায়? জান্নাতে নাকি কষ্টে? তারা সমস্বরে বলবে জান্নাতে। কেন? কারণ তাদের কাছে আমাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই বললেই চলে। দিনে যে দুই একটা পোস্ট লিখি, তাতে খালি ইসলাম আর ইসলাম। একারণে আমাদের ভাবমূর্তি প্রায় ফেরেশতাদের স্তরে।

এবার আসেন মায়ের কথা। তিনি কিন্তু জানেন আমার ছেলেটা এই এই জায়গায় দুর্বল। হঠাৎ রেগে উঠে। এই করেছে, সেই করেছে কত কি! তার কাছে আমি আর ফেরেশতাদের কাতারে নাই। তবে তিনি বিচার করবেন একচোখা। দোষগুলো ফেলে দিয়ে অবিচার করে আমাকে জান্নাতেই রাখতে চাইবেন। ভালো মন্দ যা-ই করি তারই তো ছেলে! মজার বিষয় হ'ল আমার অনেক খারাপ দিক তিনি জানেনই না। এমনকি চিন্তাও করতে পারেননি কোনদিন!

বাবা? তার কাছে আমি পরিচিত ঠিক মায়ের তিন ভাগের একভাগ। তিনি যেমন ভাল দিক কম জানেন, খারাপ তো আরও কম। তার বিচার ধরে নেওয়া যায় আন্দাজের ভিত্তিতেই হবে।

এরপর ভাই-বোন? বাবা-মায়ের চেয়ে আরেকটু বেশি জানে বৈকি। অবশ্য যদি নিজে থেকে বলি। যাইহোক যেভাবেই জানুক, তাদের বিচারও ঐতিহাসিক ও নৈতিকভাবে আমার পক্ষেই যাওয়ার কথা।

এরপর সন্তান? এরাতো আসলে আমাকে এখনো চিনেই না। ফ্যান-ফলোয়ারদের চেয়েও কম চিনে। বয়স বাড়লে হয়তো অনেকটা বাবা-মায়ের মতই চিনতো। আর তাদের বিচারটাও হ'ত যথারীতি একতরফা।

মানুষের মাঝে মানুষকে সবচেয়ে ভালো চেনে তার স্ত্রী। এজন্য বলা হয়েছে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। কেন? কারণ সে আমাকে যতটুকু চেনে দুনিয়ায় আর কেউ ততটুকু দেখে না, শোনে না, চেনে না। তথাপিও তার নিকট আমার অনেক কিছুই গোপন। অবশ্য তার বিচারের ব্যাপারে আমি কি খুব ভরসা করতে পারি? লেনদেনের অনেক বিষয়ই তো থেকে যায়। কি না রায় দিয়ে বসে বলা যায় না!

এরপর আসেন বন্ধু বান্ধব। এরা আবার আমাকে অন্যভাবে চেনে। এদের কাছে আমি অনেকটাই প্রকাশ্য। ভালো-মন্দ উভয় দিক। এদের মধ্যে ন্যায়বিচারকরা ভালো বিচার করতে পারবে।

এই যত মানুষের কথা আমি উল্লেখ করলাম, এরমধ্যে সবচেয়ে কম চেনে আমার ফেসবুক বন্ধুরা। কিন্তু বিচার করে সবচেয়ে বেশী তারা! এটাই বাস্তব। আমরা কোন তরীকায়, কোন দলের, কোন আক্বীদার-সব বিষয়েই তাদের একটা জাজমেন্ট আছে। সবচেয়ে কম জানে কিন্তু সবচেয়ে বেশী বিচার করবে এরা। যারা ভালোবাসে তারা খারাপ কিছু ধারণা করে না। যারা মনে মনে ঘৃণা করে তারা ভালো কিছু মনে রাখতে চায় না। তাদের কাছে আমার কোন ওযর-আপত্তি চলবে না। কেন এটা করলাম, কেন বললাম কোন শানে নুযুল দেখবে না। যাইহোক তাদের বিচার আসলে সম্পূর্ণই ধারণার উপর ভিত্তিশীল।

দিন শেষে দেখলাম আসলে কেউ আমাকে প্রপার জাজ করতে পারে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। কারণ তিনি আমাকে দেখেন, যখন কেউ আমাকে দেখে না। তিনি আমাকে শোনেন, যখন কেউ আমাকে শোনে না। তিনি আমার সমস্যাগুলো জানেন। আমার সুবিধাগুলো জানেন। তিনি ছোট থেকে ছোট ভালো কাজগুলো, গণনা করেন; বড় থেকে বড় বিষয়গুলোও গননা করেন। তিনি আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত বিষয় জানেন, বোঝেন। সুতরাং তিনিই একমাত্র এবং একমাত্র সত্তা যিনি আমার ন্যায়বিচার করতে পারেন। সুখের বিষয় হ'ল আল্টিমেটলি তার বিচারই কেবল চিরন্তন আর বাকিদের বিচার দিন-কয়েকের বিষয়।

এখন তিনি আমাকে কোথায় দেখতে চান! আমার তো বিশ্বাস তিনি আমাকে আমার মায়ের চেয়েও বেশী ভালোবাসেন। আমার মনে হয় তিনি আমাকে আমার ফ্যান-ফলোয়ার থেকেও বেশী ভালোবাসেন। এটা আমার বিশ্বাস। তবে বাস্তবতা হ'ল ভয়। যেহেতু তিনি অন্যায়গুলো জানেন তাই একটা আতংক থেকেই যায়। না জানলে ভিন্ন কথা ছিল। সত্যি কথা বলতে কি তার থেকে আমি উচিৎ বিচার চাই না। আমি চাই তিনি আমাকে আমার মায়ের চেয়েও অধিক একরোখা বিচার করে জান্নাতে নিয়ে যাক। আমার মা যেমন আমার ভুলগুলোকে, অন্যায়গুলোকে দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না তেমনি।

সুখের বিষয় হ'ল তিনি যদি একরোখা বিচার করেনও কেউ তাকে আঙ্গুল তুলে বলতে পারবে না, এটা কেন করলেন! দিন শেষে এটা বড়ই আশার বিষয় যে, তিনি তার বান্দাদেরকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। আহা কত ভালো হ'ত যদি দুনিয়াতেই তিনি জানিয়ে দিতেন, 'দেখো তোমাকে আমি ভালোবাসি'। তাহলে আমি সেটা আমার ওয়ালে, দেয়ালে সেটিয়ে রাখতাম। টিশার্টে ডিজাইন করে নিতাম। আর দুনিয়া জুড়ে গল্প করে বেড়াতাম 'জানো! আমার কোন চিন্তা নাই, তিনি আমাকে ভালোবাসেন'!!

সংগঠন সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' (২০২০-২২ সেশন) যেলা কমিটি পুর্নগঠন

১. মহাদেবপুর, নওগাঁ ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মহাদেবপুর থানাধীন সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও ডা. শাহীনুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ যেলা কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ বুলবুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ খুরশেদ আমলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩.কুমারখালী, কুষ্টিয়া-পূর্ব ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ যোহর যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাশিমুদ্দীন সরকার, সহকারী সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং আল-'আওন ঝিনাইদহ যেলার সভাপতি হুসাইন আহমাদ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ এনামুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এরশাদকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘ'-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. মনিপুর বাজার, গাযীপুর ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টায় যেলার মণিপুর বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোস্তাফিযুর রহমান সোহেল, কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ ফযলুল হক, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, যেলা যুবসংঘ-এর সাবেক সভাপতি শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শরীফুল ইসলামকে সভাপতি সাইদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫.শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সদর, রংপুর ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০টায় যেলার সদর থানার অন্তর্গত শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মোস্তফা সালাফী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটি পুণর্গঠনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ লাল মিয়া, যুববিষয়ক সম্পাদক আতিয়ার রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আব্দুন নূরকে সভাপতি ও হেলালুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. আরামনগর, জয়পুরহাট ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ' ও আল-'আওনের' জয়পুরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল এবং আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। অনুষ্ঠানে নাজমুল হককে সভাপতি ও মুশতাক আহমাদ সারোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭.পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ জসিম উদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শাহাদাতকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮.শাসনগাছা, কুমিল্লা ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপেক্সে কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মু'ঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও ওয়ালিউল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া পশ্চিম ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ৯টা হ'তে কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার লাউবাড়িয়া দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আমীরুল ইসলাম সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

'যুবসংঘ'-এর সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা গোলাম যিল কিবরিয়া, সহকারী সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের এবং আল-'আওন ঝিনাইদহ যেলার সভাপতি হুসাইন আহমাদ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানকে সভাপতি ও মামুন বিন হাশমতকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘ'-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০. কাজলা, মতিহার, রাজশাহী ১৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর কাজলাস্থ হাদীছ ফাউণ্ডেশন ভবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ' শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ' সভাপতি আব্দুর রঊফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। সভায় আব্দুর রঊফকে সভাপতি এবং হোযায়ফা রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট রাবি শাখা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১১. বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৪শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মাদরাসায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ'-এর সাতক্ষীরা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন 'যুবসংঘ'-কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। আরো উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে নাজমুল আহসানকে সভাপতি ও শফিউল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২. বিরামপুর, দিনাজপুর ২২শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১১টায় যেলার বিরামপুর থানা সদরের চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে রায়হানুল ইসলামকে সভাপতি ও আব্দুল কাদেরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৩. খুলনা, ২৩শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বেলা ১০টায় মুজগুন্নি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে শো'আইব হোসাইনকে সভাপতি ও মিনহাজুল ইসলাম জনিকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪. বাগেরহাট ২৩শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর বাগেরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মাছুমকে সভাপতি ও মহিদুল গণীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫. রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ উত্তর ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর রহনপুর, ডাকবাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও ওয়াসিম আকরামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৬. মেলান্দহ, জামালপুর উত্তর ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর দুপুর ২টা থেকে পাঁচ পয়লা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর পুনর্গঠন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ এস.এম এরশাদ আলমকে সভাপতি ও ইসমাঈল বিন আব্দুল গণীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. জিরানী পুকুরপাড়, সাভার, ঢাকা-উত্তর ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় ঢাকার সাভার থানার অন্তর্গত জিরানী পুকুরপাড় ফাতেমা জান্নাত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাইফুল ইসলাম বিন হাবীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শরীফুল ইসলাম মাদানী। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-আরাফাতকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইলিয়াছকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. বংশাল, ঢাকা-দক্ষিণ ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ এশা ঢাকার বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শরীফুল ইসলাম মাদানী। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফকে সভাপতি ও আব্দুর রাযযাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯. মিলন বাজার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর দক্ষিণ ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টায় মিলনবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ' পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ মিনারুল ইসলাম ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর

সম্পাদক আব্দুল বাছীর। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে মুনজুরুল ইসলামকে সভাপতি ও জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ২৬শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাঞ্চন বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ' ও আল-'আওন কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শরীফুল ইসলাম মাদানী। অনুষ্ঠানে ইমরান হাসান আল-আমীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবীউল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১. পাঁচদোনা, নরসিংদী ২৬শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সাবেক সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ দেলওয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. ছোট বেলাইল, বগুড়া ২৬ শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশিউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। অনুষ্ঠানে আল-আমীনকে সভাপতি ও আব্দুর রঊফকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৩. নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ মহানগর কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ' **রাজশাহী সদর ও রাজশাহী কলেজ** সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ফায়সাল মাহমুদকে সভাপতি ও আমীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি এবং আব্দুল মুহাইমিনকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ ছাকিবকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী কলেজ 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৪. পটুয়াখালী ২৮শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর পটুয়াখালী নতুন বাস স্ট্যান্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কার্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। উক্ত সভায় ডা. মুহাম্মাদ মুহিবুল্লাহকে আহ্বায়ক ও মুসা হাওলাদারকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত পটুয়াখালীতে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি গঠিত হল। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

২৫. পিরোজপুর ২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর বায়তুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ভোরের হাওলা (পুরাতন বাস স্ট্যান্ড) যেলা সদরে 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ তালুকদারের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে আবু নাঈমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আজিজুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে সাঘাটা কলেজপাড়া আহলেহাদীছ মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুশফিকুর রহমান (মশিউর)-কে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইউনুস আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৭. ঝিনাইদহ ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'যুবসংঘ'-এর পুনর্গঠন উপলক্ষে সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে হুসাইন আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বিল্লাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ টি এন্ড টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আওনুল মা'বূদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হাফিযুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সভাপতি ও আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৯. মাদারবাড়িয়া, দোগাছী, পাবনা ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য আছর যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ

আল-গালিব ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। অনুষ্ঠানে হাসান আলীকে সভাপতি ও ছাদ্দাম হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩০. ভবানীপুর, পাতুলী পাড়া, টাঙ্গাইল ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টায় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে পাতুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সা'দ উল্লাহ সুমনের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর। যুবসমাবেশ শেষে সা'দ উল্লাহ সুমনকে আহ্বায়ক ও নাজমুল ইসলামকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে টাঙ্গাইল যেলায় ৮ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৩১. মহিষখোঁচা, লালমনিরহাট ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ সকাল ৯টা হতে মহিষখোঁচা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর পুনর্গঠন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শিহাবউদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ কাইয়ুমুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. মাদরশি, বরিশাল ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর আল-মাহাদ দ্বীনী সালাফী মাদরাসা, মাদরশি, বরিশালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছারের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কায়েদ মাহমুদ ইমরানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. বার্মিজ মার্কেট, কক্সবাজার ২রা অক্টোবর শুক্রবার : এশিয়া ব্যাংকের ২য় তলা, বার্মিজ মার্কেট, কক্সবাজারে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাংগঠনিক যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কফিল উদ্দীনকে আহ্বায়ক ও আব্দুল আজিজকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি করা হয়। উল্লেখ্য যে, এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত কক্সবাজারে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি গঠিত হল। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

৩৪. জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে জয়রামপুর আহলেহাদীছ মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও ছানোয়ার হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ৩রা অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাযীপুর থানাধীন নয়াপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুসলিমুদ্দীন, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। আমন্ত্রিত মেহমান ছিলেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল বিন আকবার। অনুষ্ঠানে রাসেল আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নাইমুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. লালবাগ সদর, দিনাজপুর-পশ্চিম ৩রা অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানার অন্তর্গত লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর এর সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইন তুহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। আরও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মফীযুদ্দীন আহমাদ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তোফায্যাল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুছাদ্দিক বিল্লাহকে সভাপতি ও আলমগীর হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. কুড়িগ্রাম-উত্তর ৩রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর কুড়িগ্রাম উত্তর যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার আন্ধারীঝড় হাতের কুঠি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সোহরাব মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হামিদুল ইসলামকে সভাপতি ও হারুনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৮. কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ৩রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার পাঁচ পীর ওলীপুর মাস্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে নুর ইসলাম বাবলাকে সভাপতি ও রফিকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. নীলফামারী-পূর্ব ৪ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আশরাফ আলীকে সভাপতি ও মনিরুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. মুন্সীপাড়া, নীলফামারী-পশ্চিম ৫ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে শহরের মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন ও আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হেলালুয্যামান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাশেদুল ইসলামকে সভাপতি ও মুস্তাফীযুর রহমান বাবুকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড় ৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' পঞ্চগড় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে মুযাহার আলীকে সভাপতি ও রাশেদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৭ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। আরও উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকিম আহমাদ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ছালেহ সুলতানকে সভাপতি ও এমদাদুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৩. নওদাপাড়া, রাজশাহী- পশ্চিম ৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদরাসার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের যেলা কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অনুষ্ঠানে রেযাউল করীমকে সভাপতি ও আবুল কাশেমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৪. হারাগাছপাড়া, সদর, ঠাকুরগাঁও ১১ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানার অন্তর্গত দারুল হাদীছ লাইব্রেরী কক্ষে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুযযাম্মেল হক্বকে সভাপতি ও আব্দুল করীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৫. সাহারবাটি, মেহেরপুর ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গাংণী থানাধীন সাহারবাটি কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর মেহেরপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে ইয়াকূব হোসাইনকে সভাপতি ও নাজমুল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৬. বহলতলী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব বহলতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জে যেলা 'যুবসংঘ' পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাফেয আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে খন্দকার অহিদুল ইসলামকে সভাপতি ও রিফাত শিকদারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৭. বালিয়াডাঙ্গা, নাটোর ২৪শে অক্টোবর সোমবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির এবং দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। অনুষ্ঠানে হাফেয মুহাম্মাদ আলীকে সভাপতি ও আতাউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৮. ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ২৬শে অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর ধানিখোলা মাইজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে ইদরীস আলীকে আহ্বায়ক ও হাফেয ওমর ফারুককে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহবায়ক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৯. ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ-উত্তর, ২৭শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর ময়মনসিংহ-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে ধোবাউড়া, মেকিয়ারকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি ও ডা. শরীফুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫০. ষষ্ঠিতলা, যশোর ৬ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ বেলা ১১টা থেকে যেলা সদরের টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। এছাড়াও যেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে হাফেয তরীকুল ইসলামকে সভাপতি ও আব্দুর রহীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫১. মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী ৭ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর রাজবাড়ী যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে রেজাউল করীমকে সভাপতি ও আরিফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫২. কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশে আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়** 'যুবসংঘ'-এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন উপলক্ষে জুম মিটিংয়ের আহ্বান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ফিরদাউসের সভাপতিত্বে উক্ত জুম মিটিংয়ে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল, দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। মিটিং শেষে মুনতাসির আহমাদ (আরবী সাহিত্য বিভাগ)-কে সভাপতি ও ফায়সাল মাহমুদ (আরবী সাহিত্য বিভাগ)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

শিক্ষা সফর ২০২০

কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, ২৯-৩০শে অক্টোবর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২০২০ : গত ২৯-৩০শে অক্টোবর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী উক্ত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও বাহরাইনের আল ফোরক্বান ইসলামিক সেন্টারের দাঈ শরীফুল ইসলাম সহ দেশের ২১টি যেলা থেকে মোট ১০২ জন কর্মী। মেহমান হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ প্রমুখ। ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে ছিলেন যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রবীউল ইসলাম এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাসেল মিয়া।

২৯ই অক্টোবর সকাল ৭-টায় দু'টি রিজার্ভ কোচ নিয়ে সফরকারী দলটি নারায়ণগঞ্জ যেলা অফিস কাঞ্চন বাজার থেকে যাত্রা শুরু করে এবং বেলা ১১-টায় কিশোরগঞ্জ যেলার বাজিতপুর উপযেলার গজারিয়া বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পৌঁছে। এ সময় তাদেরকে স্বাগত জানান এবং আতিথেয়তা করেন স্থানীয় দ্বীনী ভাই সঊদী আরবের আল-খাবজী শাখা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক আব্দুল হামীদ, কিশোরগঞ্জ 'যুবসংঘ'-এর সাবেক আহ্বায়ক মাহফূযুর রহমান রতন, আব্দুল মুমিন, রোকন আহমাদ, আহমাদ আলী প্রমুখ। সফরকারীগণ এখানে সকালের নাশতা গ্রহণ করেন। এসময় স্থানীয় দ্বীনী ভাইদের সাথে মতবিনিময় বৈঠকে কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূরের সঞ্চালনায় দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। অতঃপর সেখান থেকে তারা বেলা ২-টার দিকে কিশোরগঞ্জ সদর থেকে ২৫ কি. মি. দূরে নিকলী বেড়িবাঁধে গমণ করেন। অতঃপর ২টি ট্রলারে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ জলাভূমি 'নিকলী হাওরে'র মধ্য দিয়ে প্রায় ২ ঘন্টা নৌভ্রমণের পর তারা মিঠামইন বাজারে পৌঁছান এবং সেখান থেকে নিকলী হাওরের মধ্য দিয়ে নবনির্মিত মিঠামইন-অষ্টগ্রাম হাইওয়ে ধরে ভাতশালা বড় ব্রীজ এলাকায় যান। সেখানে মাগরিবের ছালাত আদায় করে মিঠামইনে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামীদের বাসভবন পরিদর্শন করে পুনরায় ট্রলারে চড়ে চাঁদনী রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে নিকলী বেড়িবাঁধ পৌঁছান।

হোটেলে রাতের খাবারের পর সফরকারীরা স্থানীয় বাজারে দাওয়াতী কাজ করেন এবং বই ও প্রচারপত্র বিতরণ করেন। স্থানীয়দের অনেকেই দাওয়াতী কাফেলার সংবাদ পেয়ে খুশী হন এবং নিজেদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করেন। তারা জানান, ধীরে ধীরে অত্র অঞ্চলের মানুষ দ্বীন সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন এবং ছহীহ দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এসময় কিশোরগঞ্জ থেকে যুক্ত হওয়া দ্বীনী ভাই মাহফূযুর রহমান রতনসহ নতুন আহলেহাদীছ ৬ জন ভাই বিদায় গ্রহণ করেন এবং তাদের আবেগময় অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এসময় কেন্দ্রীয় সভাপতি তাদেরকে সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। অতঃপর রাতেই সফরকারী দলটি নেত্রকোণার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় রাত ২-টায় নেত্রকোণার বিরিশিরিতে পৌঁছে। অতঃপর স্থানীয় এক রেস্টহাউজে তারা অবস্থান গ্রহণ করেন।

পরদিন সকালে সফরকারী দলটি ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের কোলে সোমেশ্বরী নদী ভ্রমণ করে। এসময় তাদের সাথে পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' দফতর সম্পাদক আকবর আলী, যুবসংঘ-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রাইসুল হুদা প্রমুখ যোগদান করেন। অতঃপর স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্প, জিরো পয়েন্ট, কমলাবাগান প্রভৃতি স্পট পরিদর্শন করে চিনামাটির পাহাড়ে পৌঁছান। সেখানে জুম'আর ছালাতের সময় হলে স্থানীয় এক হানাফী মসজিদে তারা ছালাত আদায় করেন। ছালাতের পর দেওবন্দ পড়ুয়া খত্বীব ছাহেবের অনুমতিক্রমে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শরীফুল ইসলাম মাদানী। সুন্নাতের অনুসরণের ব্যাপারে তাঁর সংস্কারমূলক বক্তব্যকে স্থানীয়রা সাদরে গ্রহণ করেন এবং খত্বীব ছাহেব তাঁকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর চিনামাটির পাহাড় ও লেক পরিদর্শন করে তারা রেষ্টহাউজে ফিরে আসেন। বাদ মাগরিব বিরিশিরি থেকে রওয়ানা হয়ে তারা রাত ৯টায় নেত্রকোনা শহরের উপকণ্ঠে মাধবপুরে অবস্থিত একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদে পৌঁছান। নেত্রকোণা জমঈয়তে আহলেহাদীসের সেক্রেটারী জনাব আনোয়ারুল হক, মসজিদের জমিদাতা খালেদ হোসাইন, মসজিদ কমিটির সদস্য আবুল হাশিম, মুখলেছুর রহমানসহ স্থানীয় মুছল্লীগণ তাদেরকে সেখানে স্বাগত জানান। সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের পর তারা মসজিদ কমিটির আতিথেয়তায় রাতের খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি সফর কারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী বক্তব্য রাখেন। রাত ১১টায় তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব গন্তব্যের পথে রওয়ানা হন।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশের ১৬তম অ্যাটর্নি জেনারেল কে?
উত্তর : আবু মুহাম্মাদ আমীন উদ্দীন।

২. প্রশ্ন : দেশের প্রথম ভূতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপিত হয় কোথায়?
উত্তর : জাফলং, সিলেট।

৩. প্রশ্ন : ১৫ই অক্টোবর'২০ পঞ্চগড় ও রাজশাহী যেলার মধ্যে কোন আন্তঃনগর ট্রেন উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর : বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস।

৪. প্রশ্ন : 'সুখ সাগর' কোন ফসলের জাত?
উত্তর : পেঁয়াজ।

৫. প্রশ্ন : GFP'র ২০২০ সালের বিশ্ব সামরিক শক্তি র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৪৬তম।

৬. প্রশ্ন : ২০২০ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ৭৫তম।

৭. প্রশ্ন : পাদুকা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৮ম।

৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ১৭তম হাইকমিশনার কে?
উত্তর : বিক্রম দোরাই স্বামী।

৯. প্রশ্ন : চিংড়ি উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : সাতক্ষীরা।

১০. প্রশ্ন : ইলিশ মাছ উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : ভোলা।

১১. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ কতটি?
উত্তর : ২৬টি

১২. প্রশ্ন : ডলফিন রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার কয়টি অভয়ারণ্য ঘোষণা করে?
উত্তর : ৯টি।

১৩. প্রশ্ন : চায়ের তৃতীয় নিলামকেন্দ্র হচ্ছে কোথায়?
উত্তর : পঞ্চগড়।

১৪. প্রশ্ন : দেশে মোট ফসলি জমির পরিমাণ কত?
উত্তর : ১,৫৪,৮৮,২৫৯ হেক্টর।

১৫. প্রশ্ন : বাল্যবিবাহে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

১৬. প্রশ্ন : ২০২০ সালের ডাক উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ১২৮তম।

১৭. প্রশ্ন : দরিদ্রখানার হারে শীর্ষ যেলা?
উত্তর : পটুয়াখালী (৬০.৬%)।

১৮. প্রশ্ন : রেমিট্যান্স আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : অষ্টম (১৮.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : কিরগিজস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : শেখ নওয়াফ আল আহমেদ আল-সাবাহ।

২. প্রশ্ন : কোন দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

৩. প্রশ্ন : লেবাননের নতুন প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন কে?
উত্তর : সা'দ আল-হারিরি।

৪. প্রশ্ন : GFP'র ২০২০ সালের বিশ্ব সামরিক শক্তি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

৫. প্রশ্ন : পাদুকা উৎপাদনে শীষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

৬. প্রশ্ন : ২০২০ সালে কতজন ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? উত্তর : ১১জন।

৭. প্রশ্ন : সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
উত্তর : লুইস এলিজাবেথ (যুক্তরাষ্ট্র)।

৮. প্রশ্ন : শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে কোন সংস্থা?
উত্তর : বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

৯. প্রশ্ন : বাল্যবিবাহে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : নাইজার।

১০. প্রশ্ন : বলিভিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : লুইস আর্ক।

১১. প্রশ্ন : বেলজিয়ামের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : আলেকজান্ডার ডি ক্রো।

১২. প্রশ্ন : ইথিওপিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংকের নাম কী?
উত্তর : জমজম ব্যাংক।

১৩. প্রশ্ন : ২০২০ সালের ডাক উন্নয়ন প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : সুইজারল্যান্ড।

১৪. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোন দেশ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়?
উত্তর : ইরান।

১৫. প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষ দেশ?
উত্তর : ভারত (৮৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

১৬. প্রশ্ন : দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুতিতে শীর্ষ দেশ?
উত্তর : ভারত।

১৭. প্রশ্ন : জ্বালানি খাতের সামগ্রিক সক্ষমতায় শীর্ষ দেশ?
উত্তর : সুইজারল্যান্ড।

১৮. প্রশ্ন : সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ আক্রান্ত দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : ইলিয়াস (আঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করেছিল কে?
উত্তর : আখিয়াবের স্ত্রী ইযবীল।

২. প্রশ্ন : ইলিয়াস (আঃ) রাজধানী সামেরাহ ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?
উত্তর : বনু ইস্রাঈলের অপর রাজ্য ইয়াহূদিয়াহতে।

৩. প্রশ্ন : তিনি সেখানে কাকে দাওয়াত দেন?
উত্তর : সম্রাট 'ইহুরাম'-কে।

৪. প্রশ্ন : দাওয়াত অমান্য করা 'ইহুরাম'-এর কি হয়েছিল?
উত্তর : নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

৫. প্রশ্ন : ইলিয়াস (আঃ) পুনরায় কোথায় দাওয়াত দিয়েছিলেন? উত্তর : ইস্রাঈলে।

৬. প্রশ্ন : ২য় বার তিনি কাকে কাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন?
উত্তর : 'আখিয়াব' ও তার পুত্রকে।

৭. প্রশ্ন : আখিয়াবের পুত্রের নাম কি?
উত্তর : 'আখাযিয়া'।

৮. প্রশ্ন : ইলিয়াস (আঃ)-এর কওম কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল?
উত্তর : বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক রোগ-ব্যধির দ্বারা।

৯. প্রশ্ন : বা'ল (بعل) দেবতার উল্লেখ কুরআনে কোথায় আছে?
উত্তর : সূরা ছফফাত ১২৫ আয়াতে।

১০. প্রশ্ন : বা'ল (بعل) মূলত কোন ভাষার শব্দ।
উত্তর : সম্ভবত এটি হিব্রু শব্দ।

১১. প্রশ্ন : সেসময় ফিলিস্তিন অঞ্চলের ভাষা কি ছিল?
উত্তর : ইবরানী বা হিব্রু।

১২. প্রশ্ন : মূসা (আঃ)-এর সময় কোথায় বা'ল মূর্তির পূজা হত?
উত্তর : শাম অঞ্চলে।

১৩. প্রশ্ন : বা'লাবাক্কা শব্দটি কি?
উত্তর : অপরিবর্তনীয় যৌগিক শব্দ।

১৪. প্রশ্ন : বর্তমানে বা'লাবাক্কা নগরী কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : লেবাননে (যা বর্তমানে একটি প্রসিদ্ধ শহর)।

১৫. প্রশ্ন : মক্কায় কোন গোত্রের নেতা প্রথম মূর্তি এনেছিল?
উত্তর : খুযা'আহ গোত্রের নেতা।

১৬. প্রশ্ন : হোবল (هبل) মূর্তি কোথা থেকে আনা হয়েছিল?
উত্তর : সিরিয়া থেকে।

১৭. প্রশ্ন : কাবা গৃহে প্রথম স্থাপিত দেবমূর্তির নাম কি?

১৮. উত্তর : হোবল (هبل)।

১৯. প্রশ্ন : সর্বপ্রথম কে কাবাগৃহে মূর্তি স্থাপন করে।
উত্তর : আমর বিন লুহাই।

২০. প্রশ্ন : কাবা গৃহে মূলত কারা মূর্তি প্রতিস্থাপন করত?
উত্তর : ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে মূর্তি প্রতিস্থাপন করত।

২১. প্রশ্ন : রাসূলের আবির্ভাবকালে কাবায় কতটি মূর্তি ছিল?
উত্তর : ৩৬০টি।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

কারা করেছিল এটা? এখনো কি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হানাফী বা শাফেঈ নামাংকিত মসজিদ নেই? আমরা কথিত উদারতার বার্তাবাহকদের কাছে জানতে চাই, তারা কি কখনও কোন হানাফীদের পরিচালিত মসজিদে এক ওয়াক্তের জন্যও কোন আহলেহাদীছকে ইমামতির সুযোগ দিবেন? কিংবা বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বছরে মাত্র একটি জুম'আয় কোন আহলেহাদীছ আলেমকে খুৎবা দেয়ার প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন? নিশ্চয়ই না। তবে কেন আপনারা উদারতার ভনিতা করে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা করেন? বরং বাস্তবতা হ'ল এই যে, বহু হানাফী মসজিদে আহলেহাদীছদের প্রবেশ নিষেধ করা হয় কিংবা তাদেরকে ছালাত আদায় করতে দেখলে হরহামেশা কটূক্তি করা হয়। কিন্তু কোন আহলেহাদীছ মসজিদে ভিন্ন কোন মাযহাবের অনুসারীদের ছালাত আদায়ে বাধা দেয়া হয়েছে বা কটূক্তি করা হয়েছে, এমন একটি প্রমাণও কি কেউ দেখাতে পারবেন? সুতরাং এইসব বিভ্রান্তি কর উদারতার চর্চা বন্ধ করুন এবং দ্বিমুখী নীতি পরিহার করুন।

পরিশেষ বলব, আমরা চাই এদেশে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আহলেহাদীছ-হানাফী পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহাবস্থানের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকুক। দ্বীনী ও সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক। আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের বিভেদের দরজাগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হোক।

আমরা বিশ্বাস করি, যদি সত্যিকার অর্থেই আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার সর্বসম্মত নীতির উপর ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারি এবং রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত 'মা আনা 'আলাইহে ওয়া আছহাবী'-এর মূলনীতি সুরক্ষায় নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করতে পারি, তবেই কেবল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব। আমাদের ঐকান্তিক কামনা এটাই যে, একদিন দেশের সকল হানাফী ও আহলেহাদীছ মসজিদ থেকে একযোগে তাওহীদ ও সুন্নাতের পক্ষে আওয়াজ উঠুক এবং শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠুক। সেটা সম্ভব হ'লেই কেবল মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে প্রকৃত ঐক্য ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তার সংস্কার প্রচেষ্টার মূল বার্তা এটাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী সমাজ কি হকের এই আওয়াজ শুনতে পান? যদি শুনতে না পান, তাহ'লে অন্ততপক্ষে যারা শুনতে পেয়েছেন, তাদের প্রতি ইহসান করুন। সহনশীলতার চর্চা করুন। বৈরিতা ও উস্কানীমূলক কার্যক্রম পরিহার করুন। ফরিদপুরে মসজিদ ধ্বংসের মত বর্বর ও লজ্জাকর ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা আবারও দেশের সকল দল ও মতের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের নিকট এ ব্যাপারে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়েতের পথে অটুট রাখুন এবং যাবতীয় যুলুম-নির্যাতন থেকে হকপন্থীদের রক্ষা করুন- আমীন!

সীরাত পাঠ প্রতিযোগিতা

নির্বাচিত বই

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

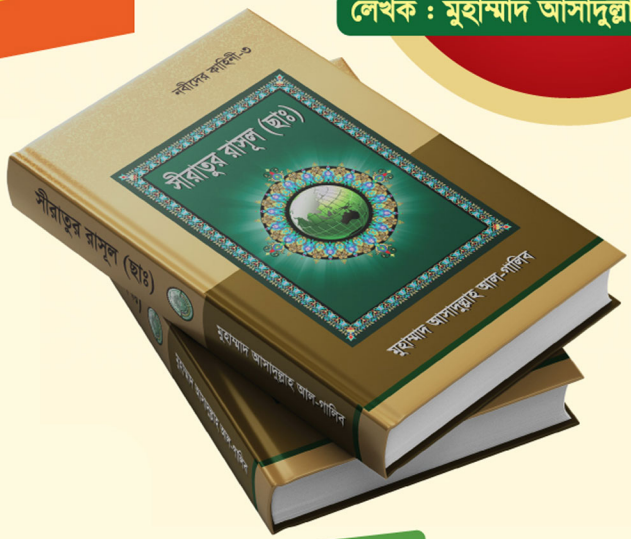

নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ

০১৭২৩৬৮৮৪৪৩
০১৭৭৪৫৮৫৭৯৪

নিবন্ধন লিংক :
rb.gy/si0rmv
https://forms.gle/GyknqtGSP2cV6kuw5

নিয়মাবলী

- ৩০শে ডিসেম্বর রাত ১২-টার মধ্যে অনলাইনে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
- ১৪ই জানুয়ারী'২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টায় অনলাইনে **MCQ** পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- নিবন্ধনের পূর্বে ৫০ টাকা ফী প্রদান করতে হবে। বিকাশ নম্বর : ০১৭২৩৬৮৮৪৪৩ (পারসোনাল)
- নিবন্ধিতদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত করা হবে এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা দেওয়া হবে।
- ১ ঘণ্টা সময় সীমার মধ্যে ১০০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
- ১৫ই জানুয়ারী ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য অনলাইন সীরাত সেমিনারে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ইনশাআল্লাহ।
- প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ ব্যতীত ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত।

পুরস্কার

- **১ম পুরস্কার :** সনদ ও ক্রেস্টসহ ২০,০০০/- এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত ১ সেট বই।
- **২য় পুরস্কার :** সনদ ও ক্রেস্টসহ ১৫,০০০/- এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত ১ সেট বই।
- **৩য় পুরস্কার :** সনদ ও ক্রেস্টসহ ১০,০০০/- এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত ১ সেট বই।
- *এছাড়া 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সৌজন্যে বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণের ফ্রী টিকেট (অপ্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমমূল্যের বই)।*
- **৪র্থ থেকে ১০ম :** সনদসহ বিশেষ পুরস্কার।
- **১১তম থেকে ৫০তম :** সান্ত্বনা পুরস্কার।

আয়োজনে :

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.tawheederdak.com

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

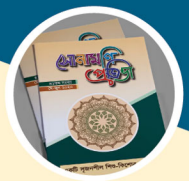

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com

ছালাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেণ্ডার

(সাহারী ও ইফতার সহ)

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলির প্রদত্ত ঢাকাসহ সকল যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।
- প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রণীত। ফলে ঢাকার সময়ের সাথে যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সময়সূচী আরও সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে জানা যাবে।
- সারা বছরের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী জানা যাবে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

www.tawheederdak.com

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০ মূল্য : ২৫ টাকা

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ২রা জানুয়ারী ২০২১, শনিবার, সকাল ৯-টা।

ক্লাস শুরু
৯ই জানুয়ারী
২০২১, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং, ব্যবস্থাপনা ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২১

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার
  ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার
  ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার
  ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (৫টি)
  ২,০০০/-

নির্বাচিত গ্রন্থ

তাফসীরুল কুরআন

(২৬ থেকে ২৮ তম পারা)

লেখক : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

- পরীক্ষার ফি
  ১০০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ
  তাবলীগী ইজতেমা ২০২১-এর ২য় দিন
  সকাল ০৮থেকে ১০ টা
- প্রশ্নপদ্ধতি
  এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান
  কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
  তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২